চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 47 Tuesday, 16 January, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা ✱ ১ মাঘ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

গঙ্গাসাগর ভাঙনের আশঙ্কায়, উদ্বিগ্ন প্রশাসন। পুণ্যার্থীরা দুর দুরান্ত থেকে ছুটে আসেন পুণ্য লাভের আশায় এই সাগরে ডুব দিতে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ২ নম্বর ব্লকের তাহালিয়া শোভাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের হস্টেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১৩ ছাত্রী। ছড়িয়েছে আতঙ্ক। ...বিস্তারিত পাতা ৫

শব্দের গতি থেকেও যদি জোরে ছোটে কোনও বিমান, তাহলে কেমন হবে? এই ভাবনাটারই বাস্তব রূপ দিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ...বিস্তারিত পাতা ৬

সম্প্রতি একটি ইন্টারভিউয়ে মারাদোনার ছেলে একটি বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। মারাদোনা জুনিয়র বলেছেন যে তাঁর বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

অন্যায়ভাবে যাঁদের নিয়োগ হয়েছে তাঁদের চাকরি এখনই বাতিল করা উচিত হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ অন্যায়ভাবে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের চাকরি এখনই বাতিল করা উচিত বলে মনে করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি চলছে কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে। সোমবার সেখানেই নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এই পর্যবেক্ষণ জানায় বেঞ্চ। বেঞ্চ জানতে চায়, যারা বেআইনি ভাবে চাকরি দেওয়ার কাছে যুক্ত ছিলেন তাঁরা একে একে জেলে গেছেন। কিন্তু যারা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের কি চাকরি গেছে? চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, সিঙ্গল বেঞ্চ তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট আপাতত সেই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়ে রেখেছে। ফলে যাঁদের চাকরি গেছিল তাঁরা কার্যত ঝুলে রয়েছে বলা যায়। মোদ্দা কথা, তাঁদের বিষয়টি সেই অবস্থাতেই রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গেই বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, এখন স্কুল সার্ভিস কমিশনের সচিব ফের হলফনামা দিয়ে জানাচ্ছে তারা আরও ১৮৩ জনকে নবম-দশমে ভুল করে সুপারিশ পত্র দিয়েছিল। এরপরই বিচারপতি বসাকের পর্যবেক্ষণ, অন্যায়ভাবে যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের চাকরি এখনই বাতিল হওয়া উচিত। জবাবে বিকাশরঞ্জন বলেন, ‘‘সেটাই করা হয়নি। যেকোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান তাই করে। এক্ষেত্রে এসএসসি সেটা করেনি। সম্পূর্ণ তালিকা দেয়নি। স্ক্যান করে বলেনি এত জন ভুলভাবে চাকরি পেয়েছে। প্রপার ডকুমেন্ট ছাড়া আইনজীবীদের বাদ দিয়ে নিজেরাই এটা করেছে।’’

রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন সরকারি ছুটি ঘোষণার সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারিঃ ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন। সেই উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণার সম্ভাবনা। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে উত্তর প্রদেশ, গোয়া, ছত্রিশগড়-সহ বিজেপি শাসিত বেশ কিছু রাজ্যের তরফ থেকে সেদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ যেদিন ‘ড্রাই ডে’-ও ঘোষণা করেছেন। বিজেপি শাসিত অনেক রাজ্যের তরফ থেকে কেন্দ্রের কাছে ওইদিন জাতীয় ছুটি ঘোষণা করার আবেদনও জানানো হয়েছে। যদিও কেন্দ্রের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি যে ২২ জানুয়ারি যেদিন রাম মন্দিরের উদ্বোধন সেদিন জাতীয় ছুটি দেওয়া হবে কিনা। তার মধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে, তাহলে কি গোটা দেশে রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে ছুটি দেবে কেন্দ্র সরকার? ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে সরকারের অন্দরে। এক সপ্তাহ পরেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন। রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশজুড়ে নানাভাবে পালিত হবে রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রতিটি বুথে সরাসরি দেখানোও হবে রাম মন্দিরের উদ্বোধন। তার আগেই রাজ্যজুড়ে ছুটি ঘোষণা করল উত্তরপ্রদেশ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানান, ‘‘রাম মন্দিরের উদ্বোধন হল বিশ্বাস, খুশি আর আনন্দের দিন। রাজ্যের সমস্ত স্কুল আর সরকারি অফিস ওই দিন ছুটি থাকবে। এছাড়াও বন্ধ থাকবে সমস্ত মদের দোকান।’’ ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে, রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা।

‘আক্রান্ত’ সাধুরা, প্রতিবাদে বোসের দুয়ারে যাচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ পুরুলিয়ায় সাধুদের উপর জনরোষ আছড়ে পড়ার ঘটনার প্রতিবাদে এবার পথে নামছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। আগামিকাল (মঙ্গলবার) কলকাতার রাস্তায় এক প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে তারা। সাধু-সন্ত সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে মিছিল শুরু হবে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে। মিছিল শেষ হবে ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেলে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম মুখপাত্র সৌরিশ মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, সাধু-সন্তদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তাঁদের এই মিছিল। মিছিল শেষে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দিতে যাবেন তাঁরা। সে কথাও জানালেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই পুরুলিয়ার উপর দিয়ে একটি গাড়িতে চেপে উত্তর প্রদেশ থেকে গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে আসছিলেন কয়েক জন সাধু। সেই সময় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে কয়েকজন স্থানীয় নাবালিকার থেকে কিছু তথ্য

জানতে চাইছিলেন তাঁরা। কিন্তু ভাষাগত সমস্যার কারণে, সেখানে একটি ভুল বোঝাবুঝির পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার জেরেই স্থানীয় মানুষজনের রোষের মুখে পড়েন সাধুরা। অপহরণের চেষ্টা চলছে, সেই ভেবে গ্রামবাসীরা চড়াও হন সাধুদের উপর। ভাঙচুর করা হয় গাড়িও। ঘটনার পর তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করে স্থানীয় থানার পুলিশ। সাধুদের সেখান থেকে উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহের ওই ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহল থেকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছে। মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। শনিবার কলকাতায় পা রেখেই সাধুদের আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ ও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে শাসক শিবিরকে তুলোধনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অন্যদিকে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ আবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, ভাষাগত সমস্যার কারণে ভুল বোঝাবুঝির থেকেই এটি ঘটেছিল এবং এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই বলেও জানিয়েছিলেন কুণাল।

ডিএ-র দাবিতে এবার রাজ্য সরকারি অফিসে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

এসপার ওসপারের হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ বর্ধিত হারে ডিএ বা মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ২৯ জানুয়ারি থেকে লাগাতার ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিল সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন ‘সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ’। সোমবার সংগ্রামী মঞ্চের তরফে এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে জানানো হয়েছে, বকেয়া ডিএ-র দাবিতে আগামী ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় মহা মিছিল হবে। মিছিল শেষে শহিদ মিনারে সভা হবে। ওই সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আন্দোলনকারীদের তরফে জানানো হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাড়া না দিলে ২৯ জানুয়ারি থেকে লাগাতার ধর্মঘটে নামবেন আন্দোলনকারী সরকারি কর্মচারীরা। যৌথ মঞ্চের বক্তব্য পরিস্কার। কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে তাঁরা রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও রফাসূত্র বেরোয়নি। সমস্যার সুরাহাও হয়নি। তাই তাঁরা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করুন বা তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসুন। যাতে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও পাঠিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সরকারি কর্মচারীদের এই অংশ হুঁশিয়ারি দিলেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অবস্থানে অনড়। তাঁর পষ্টাপষ্টি কথা, সরকারের সামর্থ্য যেমন তেমন ডিএ দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের হারে ডিএ দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্যের নেই। বড়দিনের আগে গত ২১ ডিসেম্বর রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য আরও ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন আরও জানিয়েছিলেন, কেন্দ্র আর্থিক ভাবে বঞ্চনা না করলে হয়তো আরও বেশি হারে ডিএ দেওয়া যেত। তবে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পাওয়া যে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের অধিকার বা হক নয়, তা নিয়ে তাঁর অবস্থানে এখনও কোনও বদল ঘটাননি তিনি। এদিন আন্দোলন মঞ্চ থেকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ বলেন, ‘‘সারা দেশের মধ্যে এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারী সব থেকে কম বেতন পান। যৌথ মঞ্চ ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন রয়েছে তাঁদের ডাকে ২৯ তারিখ থেকে লাগাতার ধর্মঘট পালন করা হবে। রাজ্যের অচলাবস্থার জন্য তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রশাসন দায়ী থাকবেন।’’ এদিন আন্দোলনকারীদের তরফে জানানো হয়, আগামী ১৯ জানুয়ারি, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। বেলা ১২টা থেকে হাওড়া, শিয়ালদহ এবং হাজরা থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহিদ মিনারে গিয়ে উপস্থিত হবে। সেখানে সমাবেশ হবে। ওই সমাবেশেই মুখ্যমন্ত্রীকে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। **-ফাইল ছবি**

মাধ্যমিক পরীক্ষার হলে ‘নকল’ রুখতে বড় পদক্ষেপ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের, ছাত্রপিছু শিক্ষকের অভিনব ভাবনা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ এক একটি পরীক্ষার ঘরে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা নজরদারির দায়িত্ব পালন করবেন তা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। কার্যত পরীক্ষাকেন্দ্র তথা ঘরগুলির ভিতরে যাতে কোনওরকম টুকলি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ না আসে তার জন্য এবার আরও কড়া নির্দেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। পর্ষদ সূত্রে খবর, মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটি ঘরে কুড়িজন ছাত্রপিছু একজন করে নজরদারির দায়িত্বে শিক্ষক থাকবেন। সেক্ষেত্রে কোনও ঘরে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী হলে দুজন অথবা কোনও ঘরে যদি ২০ জন ছাত্রছাত্রী বসে পরীক্ষা দেয় সে ক্ষেত্রেও দুজন নজরদারির জন্য শিক্ষক থাকবেন। ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় সেই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে। সকাল ১০টার মধ্যেই দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন এর আগেও টুকলির অভিযোগে একাধিকবার অস্বস্তিতে পড়েছে পর্ষদ। আবার পরীক্ষা চলাকালীন প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল হওয়ার অভিযোগের ঘটনাও ঘটেছে। তাই এবার আরও বাড়তি নজরদারি চায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে। তার জন্যই ২০ জন ছাত্র কিছু একজন করে শিক্ষক নজরদারির দায়িত্ব পালন করবেন বলেই নির্দেশিকা দিয়েছে পর্ষদ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত সম্প্রতি মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পরীক্ষার নজরদারির দায়িত্ব পালনের জন্য যে সব শিক্ষক শিক্ষিকাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে তাদের

বাধ্যতামূলকভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যে আড়াই হাজারেরও বেশি পরীক্ষা কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে নজরদারির দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা না থাকলে পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলি থেকে পর্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করতে হবে। ইতিমধ্যেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে সেই নির্দেশিকা বিভিন্ন জেলার স্কুল বিদ্যালয়ের পরিদর্শকদের দেওয়া হয়েছে। পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলির থেকে যেসব শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হবে নজরদারির জন্য সেই দায়িত্ব পালনে তারা বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলির শিক্ষক শিক্ষিকাদের নজরদারির দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এতদিন কার্যত খাতায়-কলমে সেই বাধ্যতামূলক ছিল না সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য। পর্ষদের তরফে এও বলা হয়েছে যেসব শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হবে তারা সেই দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি চাইতে পারবেন না। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলিও সেই সব শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাঠাতে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে যদি না পাঠানো হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট স্কুল গুলোর প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। নিয়োগ দুর্নীতির কাণ্ডের জেরে কর্মরত একাধিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকরি বাতিল হয়েছে। এর জেরে গ্রামাঞ্চলে একাধিক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নজরদারির দায়িত্ব পালনের ঘাটতি তৈরি হতে পারে। জেলায় জেলায় নজরদারি দল তৈরি করে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে রিপোর্ট নিয়েছে পর্ষদ। সেক্ষেত্রে যদি কোন স্কুলে এই ঘাটতি তৈরি হয় তাহলে ডিআইরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী তেমনটাই বলা হয়েছে বলেই পর্ষদ সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গতবারের উত্তরপত্রে মূল্যায়ন ভুল করার জন্য ১৫০ জনেরও বেশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের এবারের উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। যাকে কার্যত নজিরবিহীন পদক্ষেপ হিসেবে দাবি করা হচ্ছে। উত্তরপত্র মূল্য নির্ভুল কীভাবে করা হবে তার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ওরিয়েন্টেশন করতে চলেছে প্রধান পরীক্ষকদের নিয়ে। আগামী সপ্তাহ থেকেই শুরু হচ্ছে সেই ওরিয়েন্টেশন। এবার পরীক্ষাকেন্দ্রে গার্ড দেওয়া নিয়েও কড়া মনোভাব নিচ্ছে পর্ষদ।

লোকসভা নির্বাচনের আগে ব্রিগেড প্রস্তুতি বঙ্গ বিজেপির! আসতে পারেন মোদি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ সামনেই লোকসভা নির্বাচন! বিধানসভার পর ফের একবার বাংলাই পাখির চোখ মোদি-শাহের। আর সে লক্ষ্য নিয়েই বাংলায় আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফেব্রুয়ারির মাসের প্রথম সপ্তাহেই ব্রিগেড সমাবেশ করতে পারে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। সে লক্ষ্যেই চলছে প্রস্তুতি। আর সেখানে প্রধান বক্তা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চায় বিজেপি। গত ডিসেম্বর মাসে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল নরেন্দ্র মোদিকে। আসবেন কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ে বাতিল হয় প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফর। আর তাই আগামী মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতেই ব্রিগেডের মঞ্চে মোদিকে চান বঙ্গ বিজেপি নেতারা। আর সেই সভা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলায় লোকসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল। তবে এই বিষয়ে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সবটাই পরিকল্পনাস্তরে রয়েছে বলে জানান বিজেপির অন্যতম সহ-সভাপতি। এরপর প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চাওয়া হবে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। বঙ্গ বিজেপির একাংশের মতে, ভোটের বাকি আর কয়েকমাস। সামনেই রামমন্দিরের উদ্বোধন। ইতিমধ্যে বাড়ি বাড়ি মন্দিরের জন্যে আমন্ত্রণপত্র এবং চাল পৌঁছে দিচ্ছেন বিজেপি-নেতা কর্মীরা। বিষয়টি নিয়ে জথেষ্ট উৎসাহী কর্মীরা। ভোটের আগে কলকাতায় ব্রিগেডে যদি প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন তাতে কর্মীরা আরও বেশি করে উৎসাহ পাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বাংলা ওই সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, লোকসভা নির্বাচনের ইতিমধ্যে রণকৌশল সাজিয়ে ফেলেছে বিজেপি। আগামী মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই দেশের সব রাজ্যে একবার করে সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপর নির্ঘন্ট তইরি হবে। সেই মতো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীরাও ময়দানে নেমে পড়বেন। বিভিন্ন রাজ্যে প্রচার-সভা করবেন। সেই মতো বাংলাতেও আসবেন তাঁরা। বলে রাখা প্রয়োজন, এবার বাংলা থেকে ৩৫টি আসনের টার্গেট সুকান্ত-শুভেন্দুকে দিয়ে গিয়েছেন শাহ। আর সে লক্ষ্যে পৌছতে ইতিমধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক বৈঠক করছেন শুভেন্দু-সুকান্তরা। এই অবস্থায় ব্রিগেড হলে মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি বার্তা দেন সেদিকেই নজর সবার থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকি সে মতো পরিকল্পনাও তৈরি করা হবে বলেও খবর।

পাহাড়ের থেকেও তাপমাত্রা নেমেছে দক্ষিণবঙ্গে, হাত বাড়ানো দূরত্বও কুয়াশায় ঢাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ পৌষ সংক্রান্তির সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে কলকাতা। রবিবারের পর সোমবারও এক ছবি। সোমবার পুরুলিয়ার তাপমাত্রা নেমেছে ৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। জেলার লোকজন বলছেন, পাহাড়ের আমেজ এখন পশ্চিমাঞ্চলের এই জেলায়। এদিন পাহাড়ি এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দার্জিলিংয়ে, ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে হাওয়া অফিস বলছে, মঙ্গলবার রাত থেকে উত্তর পশ্চিমের হাওয়ার দাপট কমতে থাকবে। এর অন্যতম কারণ, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা থাকবে ঝাড়খন্ড সংলগ্ন এলাকায়। এছাড়াও একটি উচ্চচাপ বলয় তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। যার জেরে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করবে এ রাজ্যে। ফলে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সামান্য বৃষ্টিও হতে পারে। বুধবার ১৭ তারিখ ও পরদিন কলকাতা-সহ উপকূলের জেলাগুলিতে মেঘলা আকাশ ও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে। সোমবার কলকাতায় কুয়াশার দাপটে দৃশ্যমানতা তলানিতে পৌঁছয়। দমদমে দৃশ্যমানতা ছিল ৫০ মিটারের নীচে। ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের সমস্ত জায়গায়ই বৃষ্টি হবে। ১৮ তারিখ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ১৯ তারিখ আবার দুই বঙ্গে বৃষ্টি কমবে। এদিকে এই বৃষ্টির কারণে আবারও বাধাপ্রাপ্ত হবে শীত। ন্যূনতম তাপমাত্রা বাড়বে। ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত আর তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা নেই।

৪০ শতাংশ কাজ কেড়ে নেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইএমএফ প্রধান

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারিঃ বাজারে এই ভয়টাই চেপে বসেছে। চারিদিকে গেল গেল রব। সবাই মনে করছে সবার কাজ গেল। গুগল থেকে আমাজন কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে। আইবিএম তো ঘোষণা করেই দিয়েছিল কর্মী ছেঁটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স) দিয়েই কাজ চালিয়ে নেবে। এআই আসার পর থেকেই তাই চাকরি যাওয়ার ভয়টা মনেপ্রাণে গেঁথে গেছে আমজনতার। বিশ্বের তাবড় অর্থনীতিবিদ থেকে প্রযুক্তি সংস্থার কর্তারাও ভবিষ্যতবাণী করে রেখেছেন যে, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স স্বমহিমায় বাজারে এলেই লোকজনের চাকরি একেবারে গিলে খাবে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তথা আইএমএফের প্রধানও সেই ভয়টাই খানিক উস্কে দিয়ে দাবি করেছেন, বিশ্ববাজারে চাকরির সঙ্কট আনতে পারে এআই। তবে এর শুধু খারাপ দিক নয়, ভাল দিকটা নিয়েও আশা জাগিয়েছেন তিনি। বিশ্বে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে আইএমএফ তৈরি করা হয়েছিল। টাকার অভাবে যাতে কোনও দেশকেই দেউলিয়া না হয়ে যেতে হয়, তা নিশ্চিত করতে চেয়ে আইএমএফের জন্ম। এই আইএমএফের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেন, ‘‘বিশ্ববাজারে ৪০ শতাংশ চাকরি খেয়ে নিতে পারে এআই। বিশেষ

করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশগুলিতে এর প্রভাব পড়বে বড্ড বেশি। বিপুল সংখ্যক কর্মী চাকরি খোয়াতে পারেন।’’ তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌলতে বিশ্ববাজারে উৎপাদন বাড়বে এবং বৃদ্ধি ভাল হবে বলেও আশার কথা শুনিয়েছেন তিনি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সত্যি সত্যিই চাকরির বাজারে থাবা বসাবে? আইএমএফ প্রধানের বক্তব্য, বিশ্ববাজারে বিষম প্রভাব দেখা যাবে। প্রথমত, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে শুরু হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর প্রয়োগ। ক্রমশ এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর শুধু এ কারণেই বহু মানুষ চাকরি হারাতে পারেন। দ্বিতীয়ত, নতুন চাকরিও তৈরি হবে বাজারে। যে ভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নয়ন ঘটছে, তাতে কর্মক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পড়াশোনায় প্রযুক্তির দিকগুলোর ধার আরও বাড়বে। ফলে আরও বেশি বেতনের উচ্চপদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি সবদিকেই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। ফলে চাকরির বাজার আরও প্রসারিত হবে। সমীক্ষা বলছে আগামী দিনে কাজের বাজারে একটা বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। ২০২৫ সালে প্রায় সাড়ে আট কোটি চাকরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আওতায় চলে যেতে পারে। তবে, কৃত্রিম বুদ্ধি ব্যবহারকারী সংস্থাগুলো কোটি কোটি নতুন চাকরিও তৈরি করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ফলে কিছু পেশায় মানুষের কাজের সুযোগ কমবে, আসল সমস্যা সেটা নয়। এক পেশা থেকে অন্য পেশায় মানুষকে কী ভাবে স্থানান্তরিত করা যাবে, সেটাই হল ভাবনার দিক। আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজ করে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। নির্দিষ্ট যৌক্তিক পরিসরে। সেটা কখনওই মানব মস্তিষ্কের বুদ্ধি ও ভাবনার পরিসরকে টপকে যেতে পারবে না। অজানা পরিসরেও উদ্ভাবনী হতে পারে মানব মস্তিষ্ক, আর সেখানেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতা। তাই একটা প্রযুক্তি কখনই একটা সভ্যতাকে আত্মস্থ করতে পারবে না, তবে তার উন্নতি ঘটাতে পারবে বিভিন্ন পরিসরে।

বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা

জানুয়ারিতেই ফিরে আসতে পারে করোনার ঢেউ

বেজিং, ১৫ জানুয়ারিঃ ফের আসতে চলেছে করোনার নতুন ঢেউ। চলতি মাসের শেষেই ফের আক্রান্তের সংখ্যা আকাশছোঁয়া হতে পারে এবং ফিরে আসতে পারে মহামারি। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করছে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুনরায় করোনা-বিধি মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছে এনএইচসি। এনএইচসি-র মুখপাত্র মি ফেং জানান, নতুন বছরের শুরু থেকে হাসপাতালগুলিতে জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমেছে। তবে ১ জানুয়ারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হাসপাতালগুলিতে কোভিড পরীক্ষার হার ১ শতাংশের কম ছিল। জেএন.১ ভ্যারিয়ান্টের স্ট্রেন ক্রমশ দাপট বাড়াচ্ছে এবং সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মি ফেং। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীত ও বসন্ত মরশুমে সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ে। তবে ক্রমাগত জেএন.১ ভ্যারিয়ান্টে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ঘরোয়া ইনফ্লুয়েঞ্জায় সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নগামী বলে জানাচ্ছেন চিনের ন্যাশনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা সেন্টারের প্রধান তথা ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ওয়াং দায়ান। তাই করোনার বাড়বাড়ন্তের আগাম সতর্কতা হিসাবে মাস্ক পরা, রোগীদের বিশেষ সতর্কতা মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন মি। অন্যদিকে হাসপাতালগুলিতে ওষুধ, অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি। অন্যদিকে, ৫ সপ্তাহের বাড়বাড়ন্তের পর অবশেষে ভারতে করোনা গ্রাফ কিছুটা

ভ্যাকসিন নেওয়ার উপর জোর দিচ্ছেন তিনি। কোভিডের নতুন ঢেউ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ঠেকাতে সকলকে মাস্ক পরা, ভিড় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী মহিলা ও কো-মর্বিডিটি রয়েছে, এমন নিম্নগামী হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুসারে, সংক্রমণের হার প্রায় ২৫ শতাংশ কমেছে। তবে চিনের করোনা সংক্রমণের গ্রাফের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এক কর্তা জানিয়েছেন।

রেশন বন্টন দুর্নীতিতে ফের তপর ইডি, এবার শঙ্কর আঢ্যর অফিসে তদন্তকারীদের তল্লাশি

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় আবারও তপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার কলকাতার অন্তত ৪টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি। এই মামলায় ধৃত উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যাটের অফিসেও গিয়েছেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে শঙ্কর আঢ্যর সিএ অরবিন্দ সিংয়ের অফিস।উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি সকালে বনগাঁয় শঙ্করের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। প্রায় ১৭ ঘণ্টা তল্লাশির পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। শঙ্করকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন ইডি আধিকারিকেরা। অভিযোগ, ইট ছুড়ে ইডির গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। এবার শঙ্কর আঢ্যের চার্টার্ড অ্যাকাউ ন্ট্যাটের অফিসেও গিয়েছেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা।

লোকসভা ভোটে বিএসপি একাই লড়বেঃ মায়াবতী খারিজ করলেন রাজনীতি ছাড়ার গুঞ্জনও

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি ঃআসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) একাই ল।বে। জন্মদিনে জানিয়ে দিলেন দলের প্রধান মায়াবতী। একইসঙ্গে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার জল্পনা-গুঞ্জন ও খারিজ করে দিয়েছেন মায়াবতী। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মায়াবতী বলেছেন, আমি স্পষ্ট করতে চাই, আমাদের দল (বিএসপি) আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে একাই লড়বে। অনগ্রসর সম্প্রদায়, দলিত, উপজাতি এবং মুসলমানদের সমর্থন নিয়ে আমরা ২০০৭ সালে উত্তর প্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন করেছি। আর তাই আমরা একাই লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা কোনও জোটে যোগ দেব না।রাজনীতি ছাড়ার গুঞ্জন খারিজ করে মায়াবতী বলেছেন, গত মাসে আমি আকাশ আনন্দকে নিজের রাজনৈতিক উত্তরসূরি হিসাবে ঘোষণা করেছি, এরপর থেকে মিডিয়াতে অনুমান করা হচ্ছিল যে আমি শীঘ্রই রাজনীতি থেকে অবসর নিতে পারি। যাইহোক, আমি স্পষ্ট করতে চাই, এমনটা নয় এবং আমি দলকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ চালিয়ে যাব।

প্রয়াত প্রখ্যাত কবি মুনাওয়ার রানা বয়স হয়েছিল ৭১, শোকপ্রকাশ ব্রজেশ পাঠকের

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি ঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রখ্যাত উর্দু কবি মুনাওয়ার রানা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। রবিবার রাতে লখনউয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই গলার ক্যান্সারে ভুগছিলেন প্রখ্যাত উর্দু কবি মুনাওয়ার রানা।প্রয়াত কবির মেয়ে সুমাইয়া রানা জানান, তাঁর বাবা হাসপাতালেই রবিবার রাতে মারা গিয়েছেন। শিল্পীর ছেলে তাবরেজ রানা বলেন, 'অসুস্থতার কারণে গত ১৪-১৫ দিন ধরে বাবা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। রবিবার রাত ১১টা নাগাদ প্রয়াত হন তিনি। সোমবার ভোররাতে কবির মরদেহ তাঁর লখনউয়ের বা।িতে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়।প্রখ্যাত উর্দু কবি মুনাওয়ার রানার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। তিনি বলেছেন, উর্দু কবি মুনাওয়ার রানার মৃত্যুতে আমরা এবং সাহিত্য জগ শোকাহত। ঈশ্বর তাঁর পরিবারকে এই কষ্ট সহ্য করার শক্তি প্রদান করুক।

দৃশ্যমানতা কমে ঘটে গেল দুর্ঘটনা

মথুরা, ১৫ জানুয়ারি ঃঘন কুয়াশার কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল উত্তর প্রদেশের মথুরার কাছে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের ওপর। সৌভাগ্যবশত এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। সোমবার ভোররাতে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে কমবেশি আহত হয়েছেন ৪০ জন যাত্রী। মথুরার এসএসপি শৈলেশ পান্ডে বলেছেন, সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ মথুরার কাছে মাইল স্টোন ১১০ রায়া কাটে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে দু'টি বাসের সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় ৪০ জন আহত হয়েছেন।এসএসপি আরও জানিয়েছেন, আহত ৩১ জনকে

মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে গঙ্গায় পুণ্যস্নান, পুণ্যতিথিতে শুভকামনা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারিঃমকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে দেশজুড়ে গঙ্গায় পুণ্যস্নান সারলেন অগণিত ভক্তরা। প্রবল শীতকে উপেক্ষা করেই সোমবার ভোরে হরিদ্বারে গঙ্গায় স্নান করেন পুণ্যার্থীরা। হরিদ্বারে বিপুল সংখ্যক মানুষ গঙ্গায় স্নান করেন, একই ছবি দেখা গিয়েছে উত্তর প্রদেশের বারাণসীতেও। সেখানেও পুণ্যলাভের আশায় গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন ভক্তরা।মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে শুভকামনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, সাধনা-ধ্যান এবং দান-পুন্যর পবিত্র পরম্পরার সঙ্গে সম্পর্কিত পবিত্র উৎসব মকর সংক্রান্তির অনেক অনেক শুভেচ্ছা। প্রকৃতির এই উৎসবে উত্তরাযণ সূর্যদেবের কাছে দেশের সমস্ত পরিবারের সদস্যদের সুখ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গোরক্ষপুর মন্দিরে প্রার্থনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আমি সমস্ত ভক্তদের মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানাই। এই উৎসব সারা দেশে বিভিন্ন রূপে এবং নামে উদযাপিত হয়।

ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার দ্বিতীয় দিন, কুয়াশার মধ্যেই সেকমাই থেকে যাত্রা শুরু রাহুলের

ইম্ফল, ১৫ জানুয়ারি ঃ সোমবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। সোমবার সকালে পশ্চিম ইম্ফলের সেকমাই গ্রাম থেকে সকাল সকাল যাত্রা শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদ। ঘন কুয়াশার মধ্যেই শুরু হয় রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই যাত্রায় ৬৭ দিন ধরে ১৪টি রাজ্যে যাবেন রাহুল। পেরোবেন ৬ হাজার ৭১৪ কিলোমিটার পথ। মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অসম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট হয়ে মহারাষ্ট্রে গিয়ে থামবে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা। দু'দফায়, পাঁচদিন ধরে, বাংলার ৭টি জেলার ৫২৩ কিলোমিটার রাস্তা দিয়ে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা যাবে।সোমবার রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার দ্বিতীয় দিন। ইতিমধ্যেই মণিপুরের সেকমাই গ্রাম থেকে দ্বিতীয় দিনের যাত্রা শুরু করেছেন রাহুল। মাঝেমধ্যেই বাস থেকে নেমে সাধারণ মানুষের মধ্যে চলে যেতে দেখা গিয়েছে রাহুলকে। গতকাল হিংসা বিধ্বস্ত মণিপুরের থৌবল জেলা থেকে ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় অধ্যায়- 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শুরু করেন রাহুল।

তিহাড়বাসী অনুব্রতের দেখা মিললো কেন্দুলি মেলায়!তারপর যা হল..

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বীরভূমের ঘাসফুল শিবিরের দাপুট নেতা অনুব্রত মণ্ডল এক বছরের বেশি সময় ধরে রয়েছেন তিহাড় জেলে। নাম কাটা গিয়েছে জেলা সভাপতি পদ থেকে।তৃণমূল নেতা কাজল শেখের দাপটে অনুব্রতর পোস্টার খুলে ফেলা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে ফের অনুব্রতর ' বীরভূমের রাজনীতি থেকে কি হারিয়ে যাচ্ছেন কেষ্ট মণ্ডল? এই প্রশ্ন যখন রাজনৈতিক মহলে ঘোরাফেরা করছে, দেখা মিলল তাঁর। না, জেলমুক্তি হয়নি এখনও। তবে জয়দেবের মেলায় দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে অনুব্রতর ছবি। এই ছবি অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। লোকসভা নির্বাচনের আগে কি আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন কেষ্ট মণ্ডল?জয়দেব মেলায় তৃণমূল

কংগ্রেসের স্টল ও একাধিক গেটে দেখা যাচ্ছে অনুব্রত মণ্ডলের ছবি। সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহার ছবি রয়েছে সে সব জায়গায়। কোথাও নেই কাজল শেখের ছবি।তবে শুধু তৃণমূল নয়, কবি জয়দেবের ধাম কেন্দুলির মেলা থেকে বাদ পড়ল না রাজনীতি। জয়দেবের মূল রাধা মাধব মন্দিরের পাশেই চোখে পড়ছে সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির পতাকা। মেলা উপলক্ষে লাগানো হয়েছে এগুলো। পাশাপাশি স্টল করা হয়েছে একাধিক রাজনৈতিক দলের।সিপিএম-এর বীরভূম জেলার সম্পাদক গৌতম ঘোষ জানিয়েছেন রাজনীতি অচ্ছু নয়, তাই মন্দিরের পাশে থাকলে কোনও অসুবিধা হবে না। যেখানে বহু মানুষের জমায়েত হবে সামনের লোকসভা ভোটের প্রচার সেখান থেকেই হবে বলে দাবি করেছেন তিনি। জেলবন্দি হয়েও ব্যানারে অনুব্রত মণ্ডলের উপস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। তিনি বলেছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে লড়াই রাজ্যে শুরু হয়েছে তারই প্রতিফলন হিসেবে জেলায় জেলায় প্রকাশ পাচ্ছে সেটা।রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সব জায়গায় রাজনীতি করতে ভালবাসে। ওরা বাড়িতে বাড়িতে বিভেদ লাগিয়েও রাজনীতি করে। এই পুণ্য ধামও বাদ দেয়নি তারা। তিনি মনে করেন, অনুব্রত মণ্ডলের ছবি বা ব্যানার যতই লাগানো হোক না কেন বাংলার মানুষ সচেতন, অনুব্রত মণ্ডল ' সেটা সবাই জানে। তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলার সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলের ছবি লাগানোর ক্ষেত্রে দলের কোনও নির্দেশ নেই। আর এটা কোনও দলীয় প্রোগ্রাম নয় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

শ্রী রাম চন্দ্রের স্বপ্নাদেশ পেলেন লালুপুত্র! কী নির্দেশ দিলেন তেজ প্রতাপ কে প্রভু রাম চন্দ্র?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃচলতি বছরের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই ১১ হাজারেরও বেশি আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়ে গিয়েছে। রাম মন্দির ঘিরে যখন উন্মাদনা তুঙ্গে, সেই সময়ই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন লালু প্রসাদ যাদবের পুত্র তথা বিহারের মন্ত্রী তেজ প্রতাপ যাদব। তাঁর দাবি, শ্রী রাম তাঁর স্বপ্নে এসেছিলেন এবং বলেছেন, তিনি অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন আসবেন না।ভআগামী ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হতে চলেছে অযোধ্যার রাম মন্দিরের। এই মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত থাকবেন অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীরাও। এছাড়াও সাধু-সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে সমাজের বিশিষ্টজনেরাও আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এর মাঝখানেই বিহারের মন্ত্রী তেজ প্রতাপ যাদব বলেন, নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে রামকেও ভুলে যাবেএরকম কি কোনও বাধ্যতামূলক নিয়ম আছে যে শ্রীরাম ২২ জানুয়ারিই আসবেন? উনি আমার স্বপ্নে এসেছিলেন। বলেছেন, ২২ জানুয়ারি মন্দিরের উদ্বোধনের দিন রাম আসবেন না। উনি বলেছেন, এটা হিপোক্রেসি। শুধু আমার নয়, চারজন শঙ্করাচার্যের স্বপ্নেও এসেছিলেন শ্রীরাম। তাদেরও বলেছেন যে ২২ জানুয়ারি তিনি আসবেন না। এর কিছুদিন আগেই তেজ প্রতাপ নিজেই সকলকে ধর্মীয় মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, মানবতাই সবথেকে বড় ধর্ম হওয়া উচিত।ভযদিও দাদা তেজ প্রতাপের এই মন্তব্য নিয়ে তেজস্বী যাদব কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। বিজেপিরও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক ভেঙে হবে মেট্রো সম্প্রসারণ!ঐতিহ্য নষ্টের দোষারোপ ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শহর কলকাতার ঐতিহ্য নষ্ট করতে চাইছে মেট্রো রেল। দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক কোনওভাবেই ভাঙা হবে না। সাফ একথা জানিয়ে দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, ' সরকারের তুঘলকি কারবার চলছে। ফ্লাইওভার করার সময় মেট্রোর কাছ থেকে এনওসি নেওয়া হয়েছিল। স্কাইওয়াক করার আগে যৌথভাবে কেএমডিএ ইঞ্জিনিয়ার মেট্রো ইঞ্জিনিয়াররা একসঙ্গে বসেছিলেন। তখন তাঁরা ড্রয়িং এঁকে জানিয়েছিলেন ওইখানে স্কাইওয়াক হলে কোনও সমস্যা নেই। তার পর তাদের ছাড়পত্র নিয়েই এত টাকা খরচ করে স্কাইওয়াক করলাম। এখন বলছে স্কাইওয়াক ভেঙে দাও। এটা মেনে নেওয়া যায় না।''কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রোর সংখ্যা বাড়াতে এবং চলাচল মসৃণ করতে ওই স্টেশন সংস্কারের কথা ভেবেছে কর্তৃপক্ষ। তার জন্য লাইনের দৈর্ঘ্য বাড়াতে চেয়ে রাজ্যের

কাছে জমি চেয়েছে রেল। কিন্তু সেই জমি দিতে গেলে দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াকের একাংশ সরাতে হবে। ভাঙতে হবে বেশ কিছুটা। আর তাতে যে রাজ্যের সম্মতি নেই, তা জানিয়ে দিলেন ফিরহাদ। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের কাছে জমি চাওয়ার বিষয়টি জানান মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার পিউদয়কুমার রেড্ডি। কিন্তু শনিবার কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম পরিস্কার জানিয়ে দেন, স্কাইওয়াক কোনওভাবেই ভাঙা হবে না। তাঁর পরিস্কার কথা, দিনরাত দৌড়াদৌড়ি করে একটা এত সুন্দর স্কাইওয়াক করা হয়েছে। এখন বলছে ভেঙে দাও। ওখান দিয়ে নাকি মেট্রোরেল যাবে। আগে কেন বলে নি!তিনি বলেন, ' একটা স্থাপত্য এত কষ্ট করে তৈরি করলাম সেটা ভেঙে দেব? আগে থেকে তো বলা উচিত ছিল এই জায়গাটা করবেন না। এই জায়গায় মেট্রো রেল প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে। মেট্রো কর্তাদের সঙ্গে বসেই প্ল্যান চূড়ান্ত হয়েছিল। আগে বললে একটা অন্যভাবে ড্রয়িং তৈরি করে নিতাম। এখন ওখানে আর জায়গা নেই। মেট্রোর কথামতো স্কাইওয়াক অন্যত্র সরাতে গেলে দক্ষিণেশ্বরের রাস্তায় কোনও গাড়ি ঢুকতে পারবে না।''খুব স্বাভাবিকভাবেই তাইওই অংশে লাইন সম্প্রসারণ নিয়ে জটিলতা অব্যাহত রইল। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, মেট্রো রেলের আধিকারিকদের অদূরদর্শিতার কারণেই এই জটিলতা তৈরি হল। তবে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি রেল। মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, ' মহানাগরিক। মেয়র তাঁর মন্তব্য করতেই পারেন। এ বিষয়ে রেলের তরফ থেকে কোনও মন্তব্য আমরা করছি না।''

ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বদা দেশকে রক্ষা করেছে ও অগণিত ত্যাগ স্বীকার করেছেঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃসেনা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানদের প্রতি কুর্নিশ জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, ভারতীয় .সেনাবাহিনী সর্বদা দেশকে রক্ষা করেছে ও অগণিত ত্যাগ স্বীকার করেছে। ১৫ জানুয়ারি দিনটি সেনা দিবস হিসেবে পালিত হয়।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন এক্স মাধ্যমে জানান, 'ভারতীয় .সেনা দিবস'-এ সমস্ত সাহসী সৈনিক এবং তাঁদের পরিবারকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। প্রত্যেক ভারতীয় শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর সাহস, শৌর্য্য এবং বীরত্ব সম্পর্কেই সচেতন নয়, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতিও রয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বদা দেশকে রক্ষা করেছে এবং এ জন্য অগণিত

শীতে কাঁবু উত্তর ভারত ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা শূন্য, রেল ও বিমান পরিষেবা প্রভাবিত

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা সমগ্র উত্তর ভারতে, শীতের মধ্যেই কুয়াশার দাপটে সোমবারও বিপর্যস্ত হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। দিল্লিতে সোমবার ভোরে শূন্যতে নেমে যায় দৃশ্যমানতা। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় জাতীয় রাজধানী। তাপমাত্রার পারদও হাড় কাঁপানো ঠান্ডার জানান দিতে থাকে। সোমবারও দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরেই। ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে দিল্লিতে এদিনও প্রভাবিত হয়েছে রেল ও উড়ান পরিষেবা, স।ক পরিষেবা তো প্রভাবিত হয়েছেই।দিল্লি ছাড়াও পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অংশে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই। কম দৃশ্যমানতার কারণে সকালের দিকে গাড়ি চালাতে সমস্যায় পড়েছেন চালকেরা। ঘন কুয়াশায় দিল্লি বিমানবন্দরে সোমবার ভোররাত ৩টে নাগাদ দৃশ্যমানতা শূন্যতে নেমে যায়। পরে অবশ্য তা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কুয়াশার কারণে অনেক বিমানই বাতিল করে দিতে হয়েছে। ফলে দিল্লি বিমানবন্দরের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, যাত্রীরা যেন অবশ্যই বিমানের টিকিট কাটার আগে বা যাত্রা শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেন। সে ক্ষেত্রে বিমান বাতিল হয়ে গেলে বা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চললে আগেভাগে খবর পাওয়া যাবে। যাত্রীদের হয়রানি কিছুটা কম হবে।কুয়াশার কারণে শুধু বিমান নয়। দিল্লিতে ট্রেন চলাচলেও ব্যাঘাত ঘটছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিল্লির উদ্দেশে যাওয়া অন্তত ১৮টি ট্রেন সোমবার সকালে দেরিতে চলেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে-অমৃতসর-নান্দেদ এক্সপ্রেস, প্রয়াগরাজ-নতুন দিলি এক্সপ্রেস, চেন্নাই-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস, অমৃতসর-মুম্বই মেল, কাতিহার-অমৃতসর এক্সপ্রেস প্রভৃতি।

পরাক্রম ও সহনশীলতার স্তম্ভ সেনাবাহিনীঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃসেনা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানদের প্রতি কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরাক্রম ও সহনশীলতার স্তম্ভ হল সেনাবাহিনী। ১৫ জানুয়ারি দিনটি সেনা দিবস হিসেবে পালিত হয়, সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেল মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, সেনা দিবসে, আমরা দেশের সেনা জওয়ানদের অসাধারণ সাহস, অটল অঙ্গীকার এবং আত্মত্যাগকে সম্মান জানাই।প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে আরও জানান, আমাদের দেশকে রক্ষা করতে এবং আমাদের সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখতে, সেনাবাহিনীর নিরলস উৎসর্গ তাঁদের সাহসিকতারই প্রমাণ। তাঁরাই শক্তি এবং সহনশীলতার স্তম্ভ।

মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে গঙ্গায় পুণ্যস্নান, পুণ্যতিথিতে শুভকামনা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃমকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে দেশজুড়ে গঙ্গায় পুণ্যস্নান সারলেন অগণিত ভক্তরা। প্রবল শীতকে উপেক্ষা করেই সোমবার ভোরে হরিদ্বারে গঙ্গায় স্নান করেন পুণ্যার্থীরা। হরিদ্বারে বিপুল সংখ্যক মানুষ গঙ্গায় স্নান করেন, একই ছবি দেখা গিয়েছে উত্তর প্রদেশের বারাণসীতেও। সেখানেও পুণ্যলাভের আশায় গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন ভক্তরা।মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে শুভকামনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, সাধনা-ধ্যান এবং দান-পুন্যর পবিত্র পরম্পরার সঙ্গে সম্পর্কিত পবিত্র উৎসব মকর সংক্রান্তির অনেক অনেক শুভেচ্ছা। প্রকৃতির এই উসবে উত্তরায়ণ সূর্যদেবের কাছে দেশের সমস্ত পরিবারের সদস্যদের সুখ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গোরক্ষপুর মন্দিরে প্রার্থনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আমি সমস্ত ভক্তদের মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানাই। এই উৎসব সারা দেশে বিভিন্ন রূপে এবং নামে উদযাপিত হয়।

ইন্ডিগোর বিমানে বেনজির ঘটনা! পাইলটকে ঘুষি যাত্রীর, আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃইন্ডিগোর বিমানে ঘটে গেল বেনজির ঘটনা! পাইলটকে সপাটে ঘুষি মারলেন যাত্রী। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, পাইলট যখন ঘোষণা করছিলেন, সেই সময় একজন যাত্রী বিমানের ভিতরে ইন্ডিগো ক্যাপ্টেনকে প্রহার করেন। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, আমরা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেব। ওই যাত্রীর বিরুদ্ধে ইন্ডিগোও মামলা দায়ের করেছে। ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ডিসিপি বলেছেন, আমরা অভিযোগ পেয়েছি, যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।জানা গিয়েছে, বিমান দেরি হওয়ার ঘোষণা শুনে মেজাজ হারান ওই যাত্রী। সোজা উঠে যান পাইলটের সামনে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিমানের মধ্যে ব্যাপক গোলমাল হয়। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও-তে দেখা যায়, বিমানের ভিতর যাত্রীদের সামনে মাইক হাতে কিছু ঘোষণা করছিলেন পাইলট। তাঁর পাশে দু'জন বিমানসেবিকাও ছিলেন। আচমকা পিছন দিক থেকে পাইলটের দিকে তেড়ে যান এক যাত্রী। তিনি পাইলটকে ঘুষি মারেন।

শহরে পারমিট ছাড়া বাস চলাচল নয়ঃ হাইকোর্ট! প্রয়োজনে রাজ্যকে বাস আটকের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পারমিট ছাড়া কোনও বাস চলাচল করলে, তার বিরুদ্ধে নিতে হবে কড়া পদক্ষেপ। একটি জনস্বার্থ মামলায় এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। জনস্বার্থ মামলায় দাবি করা হয়েছিল, মধ্য কলকাতা, এসপ্ল্যানেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাস, রবীন্দ্র সেতু লাগোয়া কলকাতা এলাকায় পারমিট ছাড়া বহু বাস চালানো হচ্ছে। এই অভিযোগে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন কাকলি দত্ত। মামলাকারী কয়েকটি বাসের নম্বর দিয়ে উল্লেখ করেন যে বাসগুলির কোনও পারমিট নেই।এই মামলায় রাজ্য সরকারের কাছে হলফনামা তলব করেছিল আদালত। গত বছর ১৬ মে কলকাতা ট্রাফিক বিভাগের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রিপোর্ট দিয়ে জানান, মামলাকারীর অভিযোগে সত্যতা রয়েছে। রাজ্য সরকারের পরিবহণ দফতর জানতে চেয়েছিল, ওই বাসগুলির পারমিট কেন বাতিল করা হবে না? সেই বিষয়ে শোকজ নোটিশ ধরানো হবে বেআইনি ভাবে চলা বাসগুলিকে।প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, রাজ্য পরিবহণ দফতরের সচিবকে দ্রুত এই বিষয়ে একটি দল গঠন করতে হবে। এই দলের কাজ হবে পারমিট ছাড়া চলাচল করা গাড়িগুলিকে চিহ্নিত করা। তাদের বৈধ পারমিট রয়েছে কি না, তা যাচাই করা হবে তাদের দায়িত্ব। যদি পারমিট না থাকে, সেই বাসগুলিকে আটক করা হবে। সঙ্গে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, বাস চালানোর জন্য তাদের আগে কোনও জরিমানা হয়েছে কি না। যদি দেখা যায়, আগে জরিমানা করা হয়েছিল, তারপরও তারা পারমিট ছাড়া বাস চালাচ্ছেন। তা হলে তাদের এই মর্মে শোকজ নোটিস ধরাতে হবে। নির্দেশে আদালত আরও জানায়, কলকাতার ট্রাফিক বিভাগকে পর্যাপ্ত পুলিশ দিতে হবে পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের সাহায্য করার জন্য। যাতে আদালতের নির্দেশ সঠিক ভাবে কার্যকর করা যায়।হাই কোর্টের মন্তব্য, পরিবহণ দফতর এই বিষয়ে কড়া অবস্থান না নিলে এই ধরনের বেআইনি কাজে লাগাম পরানো যাবে না। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬জানুয়ারি ঃ সোমবার, ৩০মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৬জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৩০মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩০মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৩০মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে। নির্দিষ্ট কিছু জরুরী পরিকল্পনা নির্বাহিত হওয়ায় আপনাকে নতুন অর্থনৈতিক লক্ষ্য এনে দেবে।।
বৃষভ রাশিঃকাজের চাপ আজ কিছুটা চাপ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। অর্থ বিনিযগে এবং সঞ্চ? সম্পর্কে আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে আজ
মিথুন রাশিঃআপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। শুভ দিন হবে
কর্কট রাশিঃরক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার
সিংহরাশিঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চার প্রতি একনিষ্ঠ হোন।
কন্যারাশিঃপ্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। আপনার অবাস্তবু
তুলারাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা
বৃশ্চিক রাশিঃ প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে
ধনু রাশিঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।
মকর রাশিঃআপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায .রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযগে করে থাকেন তবে আজ
মীন রাশিঃঅত্যধিক দুশ্চিন্তা আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।এটি এড়িয়ে চলুন, যেহেতু উদ্বেগ,বদমেজাজ এবং দুশ্চিন্তার অল্পস্বল্পও শরীরকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থের অভাব পরিবারে আজ

গঙ্গাসাগরে ভিড়ের সঙ্গে বাড়ছে অপরাধমূলক কাজ, তৎপর পুলিশ

গঙ্গাসাগর, ১৫ জানুয়ারি ঃ পূর্ণ উদ্যমে চলছে গঙ্গাসাগর মেলা। সময় যত এগোচ্ছে ততই বাড়ছে ভিড়। তবে ভিড়ের সঙ্গে দেখা গিয়েছে অপরাধমূলক কাজও। রবিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৬৫ লাখ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে মেলায়। সেই সঙ্গে ৪১টি পকেটমারির ঘটনা ঘটেছে । এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, এদিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত মেলায় ৬৫ লাখ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে মেলায়। সেই সঙ্গে এখনও পর্যন্ত ৪১টি পকেটমারির ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ৩৮টি ক্ষেত্রেই খোয়া যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা গিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অপরাধে মোট ২৫০ জনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। এছাড়া এখনও পর্যন্ত ২,৮৪৬ জন তীর্থযাত্রী তাঁদের পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২,৮১০ জনকে পুনরায় তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন যে মেলায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে তা মন্ত্রীর কথা থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহালমহলের একাংশ। প্রসঙ্গত, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ১৪ হাজারেরও বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গনে। ২ হাজার ৪০০ জন সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের জল প্রহরী তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সদা-সর্বদা সজাগ রয়েছেন। এছাড়াও রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ পদাধিকারিরাও প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছেন মেলায়।

প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা বাড়াতে রাজ্য নার্সিং ট্রেনিং কলেজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা বাড়াতে রাজ্য সরকার ১৬টি সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বেসরকারি নার্সিং ট্রেনিং কলেজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেসরকারি নার্সিং কলেজ গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে জেলা স্তরে এমন হাসপাতালকে চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্য দফতর জেলা থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী যে ১৬টি সরকারি হাসপাতালের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে, সেগুলি হলো ফুলবাগানের বিসি রায় শিশু হাসপাতাল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং শ্রীরামপুর ওয়ালস, গঙ্গারামপুর, ছাতনা, বনগাঁ, কালনা, ইসলামপুর, বারুইপুর, মালবাজার, ফালাকাটা, বড়জোড়া, গোপীবল্লভপুর, শালবনি, ডেবরা ও হলদিয়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। আগামী ২৪ জানুয়ারি ওই হাসপাতাল গুলিতে নার্সিং ট্রেনিং কলেজ গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী বেসরকারি সংস্থার কাজ থেকে দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তার আগে ১৮ জানুয়ারি আগ্রহী সংস্থাগুলিকে স্বাস্থ্যভবনে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছে।

জমি বিবাদের জেরে ট্রাক্টর দিয়ে ফসল নষ্ট করার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ১৫ জানুয়ারিঃ স্বরূপনগরের গুনরাজপুর গ্রামে প্রায় কুড়ি বিঘা জমির সরষে , পটল ও লাউ গাছ কেটে নষ্ট করে দিল প্রতিবেশী, এমনটাই অভিযোগ কৃষক হারুন বিশ্বাসের।তার দাবি এই ফসল নষ্ট করেছে ফজলে বিশ্বাস ও গফফার বিশ্বাস । প্রায় চার লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তার দাবি । এই বিষয়ে হারুন বিশ্বাসের তরফে স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে ।যদিও ফজলে বিশ্বাস ও গফফার বিশ্বাসের পরিবারের দাবি এই জমি তাদের । এমনকি ফসলের দামও দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তাদের ।

রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে ষণ্ডেশ্বর মন্দিরে যজ্ঞ করলেন হুগলির সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ জানুয়ারিঃ রাম মন্দির উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বর মন্দিরে যজ্ঞ করলেন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। বিজেপি নেতা কর্মীদের নিয়ে সকাল সকাল তিনি ষণ্ডেশ্বরতলা মন্দিরে আসেন। তারপরে পুজো করেন। পুজো শেষে গঙ্গার ঘাটে শান্তি কল্যাণ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই বিষয়ে সাংসদ বলেন, ''রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে ২২ জানুয়ারি, মকরসংক্রান্তির মতো পবিত্র দিনে তাই যজ্ঞ করলাম। রামের আশীর্বাদ সবার মাথায় থাকুক। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব পাঁচশো বছর পরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষ সনাতনী চিন্তা ভাবনার দিকে ঝুঁকেছে। আমরা মনে করি, অশুভ শক্তিকে বিদায় করে শুভ শক্তিকে নিয়ে আসতে পারব।'' অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন, তার আগে চুঁচুড়ায় যজ্ঞ করলেন সাংসদ লকেট অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন, তার আগে চুঁচুড়ায় যজ্ঞ করলেন সাংসদ লকেট । সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা চাইব তৃণমূলও আসুক। তাদের যদি না ইচ্ছা করে, তারা যদি রাম নাম শুনলেই পালিয়ে যায়, জয় শ্রীরাম শুনলে মনে করে খারাপ শব্দ, তাদের কাছে তো এটা মনেই হবে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে এত উদগ্রীব কেন সবাই। ভারতের সাধুরা সনাতন ধর্মের প্রচার করে গেছেন। আমাদের শিকড় আমাদের ভিতরে রয়েছে। সেগুলোকে আরও বেশি করে অনুভব করা উন্নয়ন করাই আমাদের লক্ষ্য। মনে রাখতে ধর্ম শুধু ধর্মের জন্য নয়, ধর্ম মানে সেবা। ধর্ম মানে মানুষকে প্রকৃতভাবে সেবা করতে পারব। এবার থেকে এগিয়ে যাব এবং আমাদের বিচারধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।''

ভাঙনের কবলে ঐতিহ্যবাহী গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির, চিন্তায় প্রশাসন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাসাগর, ১৫ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর ভাঙনের আশঙ্কায় , উদ্বিগ্ন প্রশাসন।কথায় আছে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। পুণ্যার্থীরা দুর দুরান্ত থেকে ছুটে আসেন পুণ্য লাভের আশায় এই সাগরে ডুব দিতে। মকর সংক্রান্তিতে পুণ্য লাভের আশায় কেউ গোমাতা দান করছেন সাগর তীরে আবার কেউ ডুব দিয়ে গঙ্গা আরতি করছেন।কিন্তু

সাম্প্রতিক সময়ে কপিল মুনির মন্দিরে দেখা দিচ্ছে অশনি সংকেত! ক্রমশ সাগর ভেঙ্গে মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসায় সতর্ক হচ্ছে জেলা প্রশাসন। প্রতি বছর একটু একটু করে এগিয়ে আসছে সাগর যার ফলে মন্দির ও সাগরের দুরত্ব ক্রমশ কমছে। আগে কপিল মুনির মন্দির থেকে সাগরের দূরত্ব ছিল ১ কিলোমিটার। এখন নদীর পার ভেঙে তা ৪৫০ মিটার হয়েছে। আর এই ব্যবধান চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে সাধু সন্ত থেকে প্রশাসনের কাছে। আগে মেলায় আসা ভক্তরা

যে ঘাটে স্নান করত সেই ২ নং ঘাট এখন ভাঙনের কবলে। ফলে সাগর যত ভাঙছে তত উদ্বেগ বাড়ছে।এই বিষয়ে সোমবার কপিল মুনি মন্দিরের এক সন্ত জানান, পাড় যেভাবে ভাঙছে তাতে আমারা শঙ্কিত! কোটালের সময় মন্দির সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় জল চলে আসে, এমনকি মন্দিরের দেওয়ালে সেই জল ছুঁয়ে যায়। আমরা যে কুঠিটায় থাকি সেখানেও জল চলে আসে। তীর্থযাত্রীদের যে স্নানের ঘাট তা সাগরের কবলে ফলে আগামী দিন কি হবে তা নিয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। এই ভাঙন প্রসঙ্গে জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত জানান, ২নং ঘাটের অবস্থা খুব খারাপ তাই বিকল্প একটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও মন্দিরের সামনে সাগর বিচে জায়গা রয়েছে যেখানে পরবর্তী সময়ে কাজে লাগানো যাবে। এই বিষয়ে রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা বলেন, নদী ভাঙনে জেলা প্রশাসন শুধু উদ্বিগ্ন নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও প্রয়াস নিয়েছেন। তিনি গঙ্গা মেলার সূচনায় এসে ৮ ই জানুয়ারি ২ নং ঘাটের ওই স্থানে বেশ কিছুক্ষন দাঁড়িয়েছিলেন।

রাজ্যের চার মন্ত্রী মেলা প্রাঙ্গণে সাংবাদিক বৈঠকে সাগরের ভাঙন প্রসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভার সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ওই এলাকা পরিদর্শন করেছেন। মেলা শুরু হওয়ার প্রায় একমাস আগে তিনি বিষয়টি নিয়ে সেচ দফতরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রাজ্য সরকার এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।তবে মন্দির সংলগ্ন ২ নং রোডের ব্যবসায়ীরা বলেন আমরা এবারে কোথায় যাবে। ভাঙতে ভাঙতে সাগরে ক্রমশ মন্দিরের কাছে চলে আসছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মেলার আগে ভাঙন সংস্কার কোনো কাজে এলো না।

রাজ্যের সব রেশন দোকানে বসানো হচ্ছে বৈদ্যুতিন ওজন করার যন্ত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ গ্রাহকরা যাতে তাঁদের বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী পান, সেটা নিশ্চিত করতে রাজ্যের সব রেশন দোকানে বৈদ্যুতিন ওজন করার যন্ত্র বসানো হচ্ছে। খাদ্যদফতরের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সব দোকানে ওই যন্ত্র পৌঁছে গিয়েছে। ই-পস-এর মাধ্যমে গ্রাহকের আধারের বায়োমেট্রিক যাচাই করে রাজ্যে খাদ্যবণ্টন প্রক্রিয়া অনেক আগেই চালু হয়েছে। প্রায় ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের মাধ্যমেই রেশন দেওয়া হচ্ছে বলে খাদ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। ওজন যন্ত্র গুলি ব্লু টুথের মাধ্যমে ই-পস যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এর ওজন করার যন্ত্রে বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্য দেওয়ার পর গ্রাহককে এই সংক্রান্ত স্লিপ দেওয়া হবে। যাতে গ্রাহক নিশ্চিত ভাবে জানতে পারেন তাঁরা বরাদ্দ মত খাদ্য সামগ্রী পাচ্ছেন কিনা। একই সঙ্গেই খাদ্য দফতরের সার্ভারে তা রেকর্ড হয়ে থাকবে।

ঘুড়ির প্যাঁচে কুপোকাৎ পুলিশের ড্রোন

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর হুগলি, ১৫ জানুয়ারি ঃ শ্রীরামপুরে পৌষ সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানোয় নজরদারি। পৌষ সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ প্রাচীন। সেই রেওয়াজ চালু আছে হুগলির বিভিন্ন জায়গাতে। সোমবার সকাল থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল আকাশ।ঘুড়ির কল খাটিয়ে অপেক্ষা ছিল কখন আকাশ পরিস্কার হয়। বেলা গড়াতেই রোদের দেখা মেলে। পেট কাটি, চাঁদিয়াল, মোমবাতি, বগ্গা শ্রীরামপুরের আকাশে ঝাঁক ঝাঁক! ঘুড়ি ওড়াতে নাইলন সুতো বা চিনা মাঞ্জার ব্যবহার হওয়ায় তা থেকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। রাস্তার এপার ওপার বিদ্যুতের তারে চিনা সুতো আটকে থেকে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে।শ্রীরামপুর রেল ব্রিজের উপর সুতো জড়িয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন অনেকেই।তাই সতর্ক ছিল পুলিশ। পৌষ সংক্রান্তিতে চিনা সুতোর ব্যবহার হচ্ছে কিনা, ঘুড়ি ওড়াতে কেউ নিয়ম ভাঙছে কি না তা দেখতে ড্রোন ক্যামেরা উড়িয়ে নজরদারি চালাচ্ছিল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। সেই ড্রোনকেই প্যাঁচে ফেলে ভোকাট্টা করে দেয় ঘুড়ি উড়িয়েরা। শ্রীরামপুর পাঁচ বাবুর বাজার, রেল ব্রিজের উপর ঘুড়ির প্যাঁচ খেলা চলছিল। সেই প্যাঁচে পড়ে পুলিশের ড্রোন মুখ থুবড়ে পরে মাটিতে। ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলেন

শ্রীরামপুর

এক ব্যক্তি, তিনি বলেন, ''পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ আছে। আমরা প্রতি বছর ঘুড়ি উড়াই। কটন সুতো ব্যবহার করি। কিন্তু অনেকেই আছে চিনা মাঞ্জার সুতো ব্যবহার করে, যা থেকে দুর্ঘটনা ঘটে। সচেতন হওয়া জরুরি।নাহলে মানুষের বিপদ হতে পারে। শ্রীরামপুর পুরসভার কাউন্সিলর গৌর মোহন দে বলেন, ''চিনা সুতোয় এর আগে শ্রীরামপুর দূর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি চালাচ্ছিল। কিছু ছেলে সেই ড্রোনকেই প্যাঁচে ফেলে দেয়। আমরা চাই মানুষ সচেতন হোক। ছোটো ছেলেরা জানেই না হয়তো কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। যেখানে চিনা সুতো বিক্রি হয় সেই জায়গায় পুলিশ অভিযান চালানো উচিত। উল্লেখ্য, রবিবারই শেওড়াফুলি বাজারে অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু চিনা সুতো বাজেয়াপ্ত করেছে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। ঘুড়ির নাইলন সুতো বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সুকান্ত মজুমদার-সহ একাধিক বিজেপি নেতা ও নেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করলো ন্যাজাট থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতারের দাবিতে বৃহস্পতিবার ন্যাজাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সুকান্ত মজুমদার-সহ তাঁর দলের নেতা-নেত্রীরা ব্যারিকেড ভেঙে বসে পড়েন রাস্তায়। এলাকায় ১৪৪ ধারা অমান্য করে বিক্ষোভ দেখানোয়, সুকান্ত-সহ বিজেপি নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। সন্দেশখালির ঘটনায় শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতারের দাবিতে, বিজেপির ন্যাজাট থানা ঘেরাও অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার বাধে। পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে বসে পড়ে প্রতিবাদ বিজেপি রাজ্য সভাপতির। বিজেপির বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভাঙার অভিযোগ তোলে পুলিশের।

ন্যাজাটে দক্ষিণ আখড়াতলা থেকে মিছিল শুরু করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। থানার দিকে এগোনোর পথে, রাস্তার একাধিক জায়গায় তৈরি রাখা ছিল ব্যারিকেড। টিয়ার গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। ন্যাজাট থানার সামনে শেষ ব্যারিকেডে গিয়ে আছড়ে পড়ে মিছিল। এরপর

ব্যারিকেডের কাছেই রাস্তায় বসে পড়েন সুকান্ত মজুমদার। শেষ অবধি বিজেপির ৫ জনের প্রতিনিধি দল থানায় ডেপুটেশন দেয়। আজকে যে পরিমাণ পুলিশ এখানে নেওয়া হয়েছে, রাখা হয়েছে, এই পুলিশ যেদিন পুলিশ অফিসারদের ওপর হামলা হল, তার একঘণ্টার মধ্যে পৌঁছতে পারত না? অবশ্যই পারত। শুধুমাত্র ভারত বিরোধিতা করার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্য পুলিশকে পৌঁছতে দেওয়া হয়নি।

এখন তো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শেখ শাহজাহানের নেগোসিয়েশন চলছে। শেখ শাহজাহান বলেছে যদি দল আমার পাশে দাঁড়ায় তাহলে সারেন্ডার করব।

পুলিশকে জিজ্ঞেস করুন। যদি এমনি না বলে পকেটে গুঁজে দিন, বলে দেবে।

১০ দিন নিখোঁজ থাকার পর হাই কোর্টে শাহজাহান, জানালেন অনুরোধ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অবশেষে সন্দেশখালির ঘটনার প্রায় ১০ দিন পর 'খোঁজ মিলল' সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। আইনজীবী মারফত শাহজাহান হাই কোর্টকে জানান, তিনি সন্দেশখালির মামলায় যুক্ত হতে চান। কারণ তিনি চান, এই ঘটনায় তাঁর বক্তব্যও শোনা হোক।গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে আক্রান্ত হন ইডির আধিকারিকেরা। রেশন দুর্নীতির তদন্তে ওই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু ইডির আধিকারিকেরা সন্দেশখালির সরবেরিয়া গ্রামে শাহজাহানের বাড়ির সামনে দীর্ঘ ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও দরজা খোলা হয়নি। যদিও ইডি মোবাইল টাওয়ারের অবস্থান পরীক্ষা করে দেখতে পায় শাহজাহান তাঁর বাড়ির ভিতরেই আছেন। ইডির আধিকারিকেরা এর পর দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই তাঁদের ঘিরে ধরেন হাজার খানেক গ্রামবাসী। ইট, পাথর, লাঠি নিয়ে তাঁরা চড়াও হন ইডি কর্তাদের উপর। ওই ঘটনায় জখম হন তিন ইডি কর্তা। তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালেও ভর্তি করাতে হয়। এর পরই সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে হাই কোর্টে মামলা করে ইডি।ইডির আইনজীবী এসভি রাজু এবং ধীরাজ ত্রিবেদী সন্দেশখালির ঘটনার সিবিআই তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেন। সোমবার সেই মামলাতেই বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শাহজাহানের আইনজীবী। তিনি বলেন, তাঁর মক্কেলও ওই মামলায় যুক্ত হতে চান। যদিও আদালত এই আবেদনে পাল্টা ভৎর্সনা করেন শাহজাহানের আইনজীবীকেই। বিচারপতি প্রশ্ন করেন সন্দেশখালির ঘটনায় কত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে? সেখানে কত জন ছিলেন? রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, ওই ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তের জন্য একটি 'সুপারভিশন টিম' বা তত্ত্বাবধান দল গঠন করা হয়েছে। তদন্তে নজরদারির জন্য ওই দলে রয়েছেন এসডিপিও, ডিএসপি এবং সার্কুলার ইন্সপেক্টর। অভিযোগ মোতাবেক প্রায় ৩ হাজার লোক ছিল।সূত্রে জানা গিয়েছিল ,ইডির অভিযোগ বাড়ির ভিতর থেকে শাহজাহান ওই লোকেদের উস্কানি, প্ররোচনা দিয়েছিলেন। তার পরেই হামলা চালানো হয়। ওই ঘটনার পরেওশাহজাহান কে গ্রেপগতার করেনি পুলিশ যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কোর্ট। তবে ঘটনার ১২ ঘণ্টা পরে ইডি এফআইআর দায়ের করে, এবং ঘটনার পরের দিন শাহজাহানের বাড়িতে গিয়েছিল পুলিশ। এখনও পর্যন্ত তারা তিন বার সেখানে গিয়েছে। বাড়ি তালাবন্ধ রয়েছে।সূত্রের খবর শাহজাহানের আইনজীবী আদালতকে জানিয়েছেন এই মামলায় তাঁকে যুক্ত করা হোক। ব-কলমে শাহজাহান জানিয়েছেন, ''আমার বক্তব্যও শোনা হোক।'' বিচারপতি পাল্টা প্রশ্ন করেন আপনার মক্কেল কেন আত্মসমর্পণ করেননি? শাহজাহানের আইনজীবী জানান আমার মক্কেলের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ইডির অভিযান সঠিক ছিল না। বিচারপতি বলেন তবুও আপনার ইডির সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। এর পর সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন মামলায় যুক্ত হতে চাইলে ওকালতনামা জমা দেওয়া হোক। বিচারপতি অনুমত দিয়ে রাজ্যকে এই মামলার কেস ডায়েরি নিয়ে আসতে নির্দেশ দেন। আগামীকাল পরবর্তী শুনানি।

রাজ্য শ্রমিকদের অবসরের পরে দেবে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার নথিভুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কর্মজীবন থেকে অবসরের পরে এককালীন দুই লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেবে বলে জানিয়েছে। রবিবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হওয়া শ্রমিক মেলা উপলক্ষ্যে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক এই কথা জানিয়ে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত দুই হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা খরচ করেছে বলে দাবি করেন। ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার এক কোটি ৬৫ লক্ষ শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

আগামী ৩১ জানুয়ারি এই মেলা শেষ হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/619
Name of the Work: **Improvement of Bustee Lighting System at Balaram Bose 1st Lane, Ananda Banerjee Lane and other different areas in Ward No.-70 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ 2,92,611.00. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/618
Name of the Work: **Improvement of Bustee Lighting System at Dover Terrace Bustee and other different areas in Ward No.-85 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **2,95,800.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/616
Name of the Work: **Improvement of Bustee Lighting System at Keyatala Lake Camp Bustee, Hazra Bustee and other different areas in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **2,95,340.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/617
Name of the Work: **Renovation of lighting system by replacing poles (damaged due to falling of tree) and Pillar Box at LEE Road in Ward No.-70 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **1,68,900.00.** Earnest Money: ₹ **3,400.00.** Period of Completion : **12 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **25.01.2024 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 4). Bid opening date for technical proposal on: **25.01.2024 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/595
Name of the Work: **Improvement of street lighting system including installation of LED lights at Diamond Harbour Road in Ward No.-77.** Estimated Amount: ₹ **4,92,839.60.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/631
Name of the Work: **Installation of street lighting system at Mayurbhanj Road & other places in Ward No.-78.** Estimated Amount: ₹ **2,98,364.10.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/632
Name of the Work: **Installation & improvement of Bustee Lighting System at Sabji Bagan Lane & other Bustee areas in Ward No.-82.** Estimated Amount: ₹ **1,98,292.29.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/633
Name of the Work: **Urgent restoration of street lighting system due to massive fire at 114 Lock Gate (Nadigram Bustee) in Ward No.-82.** Estimated Amount: ₹ **2,95,553.27.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/613
Name of the Work: **Improvement of lighting system at Monohar Pukur Road Bustee, Groove Lane Bustee and other Bustee areas in Ward No.-84 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **1,98,583.17.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/614
Name of the Work: **Improvement of lighting system at different Bustee areas in Ward No.-72.** Estimated Amount: ₹ **2,96,002.72.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and Time of completion of Bid: **27.01.2024 upto 12 Noon** (For Sl. No. 5 to 10). Tender (Technical) Opening Date: **27.01.2024 at 2 p.m.** (For Sl. No. 5 to 10). The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 from 2 p.m.** (For Sl. No. 5 to 8) and **13.01.2024 from 2 p.m.** (For Sl. No. 9 & 10). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (For Sl. No. 5 to 10).

(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/627
Name of the Work: **Improvement of street lighting system at Arupota Village and others different places in Ward No.-58, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **4,73,142.58.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion : **30 days.**

(12) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/628
Name of the Work: **Supply and delivery of LED street light fittings at Gobind Khatik Road and different places in Ward No.-58, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **4,71,410.00.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion : **30 days.**

(13) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/629
Name of the Work: **Installaltion of lighting arrangement by energy efficient eco-friendly LED lights at No Light Area at Bye Lane of south side of Shahebabad Village Playground and surrounding area in Ward No.-58, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **4,75,652.43.** Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion : **30 days.**

(14) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/630
Name of the Work: **Miscellaneous replacement of old damaged fittings of high mast and mini mast in Ward No.-58, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **1,91,376.82.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(15) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/623
Name of the Work: **Improvement of street lighting system by energy efficient eco-friendly LED lights at No Light Pocket at Ganesh Ghosh Lane and different places in Ward No.-66, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **4,81,708.39.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(16) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/624
Name of the Work: **Improvement of street lighting system by energy efficient eco-friendly LED lights at different Mandir, Masjid and Mazar at different places in Ward No.-66, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **4,64,851.49.** Earnest Money: ₹ **9,400.00.** Period of Completion : **30 days.**

(17) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/625
Name of the Work: **Temporary lighting arrangement on the occasion of Sab-E-Barat at different Burial Ground and URS at Data Baba Mazar in Ward No.-66, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **1,34,916.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **04 days.**

(18) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/626
Name of the Work: **Supply and delivery of LED street light fittings at Anatabadal Village and different places in Ward No.-58, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **4,88,349.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and Time of completion of Bid: **27.01.2024 upto 12 Noon** (For Sl. No. 11 to 18). Tender opening date: **27.01.2024 at 5 p.m.** (For Sl. No. 11 to 18). The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 11 to 18). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 11 to 18).

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/SU11R/23-24, published in this Newspaper on 22.12.2023 (Key No. 1150/23-24) of **S&D (BDPS) Deptt.** The Last date and time of submission of bid will be read as **31.01.2024 at 1 p.m.** instead of 13.01.2024 at 1 p.m. The tbid forms and other details will be available from **17.01.2024 – 5 p.m.** instead of 30.12.2023 – 5 p.m.

NIT No.: LTG/143/51/VI/Z-II/2023-2024, published in this Newspaper on 08.01.2024 (Key No. 1235/23-24) of **LTG/Z-II Deptt.** The Last date and time of submission of bid will be read as **29.01.2024** instead of 19.01.2024.

Corrigendum of NIT No.: KMC/WS/WSQ/10/2023-24 (1st Call), published in this Newspaper on 23.12.2023 (Key No. 1237/23-24) of **W.S. (W.S.Q.) Deptt.** The Last date and time of submission of bid will be read as **23.01.2024 at 5.15 p.m.** instead of 22.01.2024 at 10.30 a.m. **(1275/23-24)**

স্কুলে পড়াচ্ছেন ৫৮ জন ভূতুড়ে শিক্ষক, হাইকোর্টে কমিশন

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার 'ভূতুড়ে' চাকরির হদিশ দিল খোদ স্কুল সার্ভিস কমিশন। স্কুলে পড়াচ্ছেন নিয়োগ তালিকায় নেই নাম এমন ৫৮ জন 'ভূতুড়ে' শিক্ষক ! কলকাতা হাইকোর্টে এমনই বিস্ফোরক তথ্য জানাল খোদ স্কুল সার্ভিস কমিশন । নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির কথা আগেই জানিয়েছিল হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশে এই দুর্নীতির তদন্ত করছে ইডি ও সিবিআই । তদন্তেও উঠে এসেছে নানান দুর্নীতির তথ্য। এবার এরইমাঝে এসএলএসটিতে খোঁজ মিলল ৫৮ জনের 'ভূতুড়ে' নিয়োগের কথা। গত ৯ তারিখ হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে এই হলফনামা জমা দিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন জানায়, ৫৮ জনের চাকরির কোনও তথ্য বা নথি তাদের কাছে নেই। এসএসসির দেওয়া ওই হলফনামায় জানা গিয়েছে, নবম ও দশম শ্রেণিতে 'ভূতুড়ে' চাকরি হয়েছে ৪০ জনের। আর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে এই সংখ্যা ১৮। এই ৫৮ জনের চাকরি কীভাবে হয়েছে, তা জানে না খোদ কমিশনও। এই ৫৮ জনের পার্সোনালিটি টেস্ট, ইন্টারভিউয়ের

কোনও তথ্য বা নথিই নেই এসএসসি-র কাছে। যার জেরে এই ৫৮ জনের চাকরির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। এসএসসি-র হলফনামায় এই তথ্য উঠে আসায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়টি আরও বেশি করে স্পষ্ট হচ্ছে।

এই প্রথম নয়। এর আগেও শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এসএসসি আদালতে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য দিয়েছে। ওএমআর শিট কেলেঙ্কারির বিষয়টিও কমিশন তুলে ধরে আদালতে।

এই মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশনও পার্টি। প্রতিটি নিয়োগ মামলায় এসএসসি-র কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তদন্ত এগোচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এবার ৫৮ টি পদে এহেন 'ভূতুড়ে' নিয়োগ এই মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তা তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৪৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ মাঘ, ১৪৩০

জিতল চিন বিরোধী শক্তি

সম্পাদকীয়

তাইওয়ানের নির্বাচনে জয় হল শাসক দল ডেমোক্রাটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি। ভোটে প্রেসিডেন্ট পদে ডিপিপি-র প্রার্থী লাই চিং টি-র জয়ী হওয়াতে চিন বড়সড় ধাক্কা খেল বলা যেতে পারে। কারণ বেজিং এর দাবি খারিজ করে স্বতন্ত্র তাইওয়ানের পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে চলেছে লাই চিং টি-র দল। তাইওয়ানে এই নিয়ে তিনবার জয়ী হল এই দলটি। জয়ের পরে প্রেসিডেন্ট লাই চি টি বলেন, আমরা সব সময়ে গণতন্ত্রের পক্ষে সাওয়াল করে যাব। গণতন্ত্রের পক্ষে রয়েছে তাইওয়ানবাসীরা। সেই কারণে তাইওয়ানবাসীরা নির্বাচনকে বেশি করে পচ্ছন্দ করে। এলাকায় শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার করা ওপরে জোর দেয় তাইওয়ান। সেই কারণে তাইওয়ান কারোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না। তাইওয়ান যুদ্ধ বিরোধীর পক্ষে রয়েছে। কিন্তু জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাইওয়ানের প্রেসিডন্টে পদপ্রাথীর অন্য রাজনৈতিক দল কেএমটি এবং টিপিপির দল হার স্বীকার করে নিয়েছে। এখনও পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে জানতে পারা গিয়েছে যে ডিপিপি ৪১.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। প্রেসিডেন্ট পদে বিরাধী দল কেএমটি পেয়েছে ৩৩.২ শতাংশ ভোট। ভোট গণনা শুরু আড়াই ঘন্টার পরে লাই চি টি-এর জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। চিনের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম উইবো তাইওয়ানের ভোটের খবরের উপরে নিধেষাজ্ঞা জারি করেছে। ভোটের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরেই প্রেসিডেন্ট লাই চি টি বলেছেন বাইরের শক্তি তাদের নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু তাইওয়ানের মানুষ ভোট দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। তার ফলে বিদেশি রাষ্ট্র তাইওয়ানের ওপরে ক্ষুব্ধ। ডিটিটি বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে বলে প্রেসিডেন্ট জানান। লাই বলেছেন বেশির ভাগ মানুষ আমাদের সমর্থন করেছেন। এর অর্থ হল তাইওয়ান ভবিষ্যতে ঠিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। আমেরিকা তাইওয়ানের নির্বাচনকে সমর্থন করলে চিনের গোষা হতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন চাইছিল না যে আমেরিকা তাইওয়ানের নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ না করুক। চিনপন্থীরা যাতে নির্বাচন জিততে পারে তার দিকে তাকিয়ে ছিল চিন সরকার। কিন্তু জনগণ চিনপন্থীদের বয়কট করেছে। তার ফলে চিন তাইওয়ান থেকে ক্রমশ সরতে শুরু করে দিল। চিন যদি এখন তাইওয়ান নীতি বদল না করে তাহলে তাইওয়ান চিনের পক্ষে নেই সেটা পরিস্কার হয়ে গেল এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। চিন যে কোনও সময়ে তাইওয়ান দখল করে নিতে পারে বলে মনে করছে তাইওয়ানের প্রশাসন। যেভাবে হংকংয়ের ওপরে চিন জোর খাটাতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ব্রিটেন পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছে। চিন কাউকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে না। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে হংকংয়ের ব্যাপারে তারা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটাই ঠিক। ব্রিটেন চিনের আভ্যন্তরীন বিষয়ে অহেতুক মাথা গলাচ্ছে। তাইওয়ান বলতে শুরু করেছে যে চিন তাদের ওপরে অধিকার ফলাচ্ছে। তাইওয়ান চিনের সঙ্গে নেই। কিন্তু বরাবরই চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাইওয়ান তাদের একটি অংশ। কিন্তু তাইওয়ানবাসীরা কোনও সময়ে স্বীকার করে না তারা চিনের অংশ। এমনকী তিব্বতের জনগণ নিজেদের চিনের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। চিন জোর করে এই সব অঞ্চল দখল করে রেখেছে। চিনের শাসনের কাছে এরা কোনও সময়ে মাথা নত করতে চায় না। কিন্তু চিন যেভাবে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। তাইওয়ান যথেষ্ট শক্তিশালী না হলে লড়াই করতে জানে। আমেরিকার ওপরে ভর করে তাইওয়ান টিঁকে রয়েছে। কিন্তু চিন যেভাবে তাইওয়ানের ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আশঙ্কা প্রকাশ করছে তাইওয়ান যে কোনও সময়ে চিন তাদের জমি দখল করে নিতে পারে।

শীতে বরফের সুযোগ নিচ্ছে জঙ্গিরা

শীতের বরফ পড়ার সময় থেকে পাকিস্তান সেনারা মরিয়া এবং বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা জুড়ে আক্রমণ কথা ভাবতে শুরু করেছে। আসলে ভারতীয় সেনাদের নাস্তানাবুদ করতেই পাকিস্তান এই সব কাজ করতে শুরু করে। ভারতীয় গোয়েঃদারা আঁচ করেছে যে শীতের মধ্যেই কাশ্মীরে বড় ধরনের নাশকতা চক্রান্ত করছে পাকিস্তানীরা। শীতকালে বরফ পড়ার সময়ে রাস্তাগুলো দুর্গম হয়ে ওঠে। সেই সময়ে প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়াটা পাকিস্তানের পরিচিত চাল।প্রতি বছরের মতো এবারেও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা তাই নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছিল। সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখার ওদিকে বহু জঙ্গিদের সমাবেশ হয়েছে বলে জানতে পেরেছিল। সেই কারণে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা রীতিমতো টহলদারির ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে তথ্য আসতে শুরু করেছিল। মাত্র কয়েকদিন আগে জঙ্গিদের গোলাগুলি চলে। ভারত সেনারা কঠোর নজর রাখতে শুরু করেছে। জঙ্গিদের পৃষ্টপোষকতা করা বন্ধ করুক পাকিস্তান। এদিকে ভারত সরকার থেকে বলা হয়েছে যে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে যা করা দরকার সেটা করবে ভারত। কোনও রকম ঢিলেমি দেওয়া হবে না। কোনও রকম জঙ্গি নাশকতায় বিশ্বাস করে না পাকিস্তান। চিনের সঙ্গে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে চাপের মধ্যে রয়েছে মোদি সরকার। তারই মধ্যে যেভাবে পাকিস্তান ভারতকে নাস্তানাবুদ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছে ভারত। চিন যে ভারতের সীমান্ত ছাড়বে না সেটা স্পষ্ট। চিনকে এবং পাকিস্তানকে একই সঙ্গে সামাল দিতে হচ্ছে ভারতকে। এদিকে চিন অসংযত ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ায় ভারত চিনের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল সীমান্ত নিয়ে। সেই বৈঠকে কোনও সমাধান সূত্র বের করা যায়নি। তারপরে বহুবার সেনা কর্তাদের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে পুলওয়ামায় ভারতের সীমান্ত এলাকা থেকে চিন তাদের সেনা সরিয়ে ফেলুক। বৈঠকে চিন রাজি হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে চিন একটি সেনাও সরায় নি। ফলে আবার চিনকে রাজি করানো হয়েছে বৈঠক বসতে। চিনের নাম না করে মোদি সরকার চিনের দিকে তাক করে আগ্রাসন নিয়ে কথা বললেও তাতে চিনের কিছু যায় আসে না। চিন সব জেনে বুঝে এই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। একদিকে চিনকে সীমান্ত এলাকায় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে ভারতের সেনা বিভাগ আবার অন্য দিকে ভারতীয় সেনারা পাকিস্তান সেনার সঙ্গে মোকাবিলা করছে জম্মুতে। আমেরিকায় ডেমোক্র্যাট শাসন কালে পাকিস্তান পরমাণু যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিল। সেই সব ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন দ্রুত নাক গলিয়েছিল। গত একমাস ধরে পাকিস্তান লাগাতর হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে চলেছে কাশ্মীরে। জো বাইডেন প্রেসিডেঃট হওয়ার পরই ইসলামাবাদ সীমান্ত এলাকায় সক্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। যদি জো বাইডেন চান না ভারতের অভ্যন্তরীন বিষয়ে নাক গলাতে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শ্রীশ্রী অনুকুল ঠাকুর বলেন সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।

পৌষ সংক্রান্তিতে কেন নানান স্বাদের পিঠে বা খিচুড়ি খাওয়া হয়

কৌশিক দাস

আবহমান কাল ধরে পৌষ সংক্রান্তির দিনে মিষ্টান্নের স্বাদ নিতে ভোলেন না বাংলার মানুষ। কিন্তু কেন সংক্রান্তিতে পিঠে খাওয়া হয়, সংক্রান্তির দিনেই পৌষপার্ব্বণ উসব পালন করা হয়। মূলত নতুন ফসলের উসব বলেই এই দিনটিকে পৌষ-পার্ব্বণ হিসাবে উদযাপন করেন বাঙালিরা। এই সময়ে ঘরে ঘরে নতুন ফসল থাকে। সেই নতুন ফসল দিয়েই তৈরি করা হয় এই বিশেষ মিষ্টান্ন। এই নতুন ফসলকে স্বাগত জানাতেই ঘরে ঘরে বানানো হয় অসাধারণ নানান স্বাদের মিষ্টি। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে এ দিন চালগুঁড়ো, নারকেল, গুড়, দুধ, ক্ষির দিয়ে তৈরি করা হয় রকমারি পিঠা। সবচেয়ে জনপ্রিয় পিঠা হল ভাপা পিঠা। এ ছাড়াও রয়েছে চিতই পিঠা, দুধচিতই, ছিট পিঠা, দুধপুলি, ক্ষীরপুলি, পাটিসাপটা, ফুলঝুড়ি, ধুপি পিঠা, নকশি পিঠা, মালাই পিঠা, মোলপোয়া, পাকন পিঠা, ঝাল পিঠা ইত্যাদি। কিন্তু আজ বেশিরভাগ বাড়ির মহিলারই কর্মরত। কর্মব্যস্ততার যুগে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালির এই ঐতিহ্য। আগে তাও যৌথ পরিবার থাকায় মা, দিদিমারা মিলে বা বাড়ির বড় কোনও সদস্যা পিঠে বানানোর উদ্যোগ নিতেন। কিন্তু এখন কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে সেই মা, দিদিমারাও। পরিবার ভেঙেছে। যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। তাই বাড়িতে বাড়িতে কমে এসেছে পিঠে বানানোর হিড়িকও। এদিন তিল, গুড়ের সঙ্গে চাল-ডাল-সবজি খাওয়ারও রীতি রয়েছে। দেশজুড়েই মহাসমারোহে পালন করা হয় মকর সংক্রান্তি। গ্রাম বাংলার সব ঘরেই এদিন সকাল থেকে চলে পিঠে-পুলির আয়োজন। অঘ্রাণের শেষে নতুন ধান ওঠে গোলায়। সেই ধানের গুঁড়ি, নতুন গুড়, নারকেল সহযোগে তৈরি

হয় রকমারি সব পিঠে। এদিন সকালে উঠে পুণ্যস্নানের পর নতুন পোশাকে রান্নাঘরে যান বাড়ির মেয়েরা। সেখানেই সারাদিন ধরে চলে নানা আয়োজন। এই মকর সংক্রান্তির সঙ্গে কিন্তু সরাসরি যোগ রয়েছে বাংলার কৃষিকাজের। তাই এদিন সকালে নতুন চাল, গুড়, দুধ, ফল দিয়ে তৈরি মকর প্রথমে নিবেদন করা হয় ভগবানকে। মনে করা হয় এতে প্রসন্ন হন লক্ষ্মী। তবে এদিন রকমারি পিঠে-পায়েসের পাশাপাশি কিন্তু খিচুড়ি খাওয়ার রীতি রয়েছে। তিল-গুড়, খিচুড়ি, দানাশস্য এদিন শুভ বলে ধরা হয়। এদিন সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করে। শীতের সমাপ্তি হয়। সূচনা হয় বসন্তের। মূলত জ্যোতিষশাস্ত্রে এটি একটি ' এই দিন সূর্যদেব তার নিজ কক্ষপথ থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। তাই এই দিনটিকে মকর সংক্রান্তি বলে। সংক্রান্তি একটি সংস্কৃত শব্দ। এর দ্বারা সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ বোঝায়। আবার নতুন করে কৃষিকাজের সূচনায় সূর্যদেবকে প্রসন্ন করতেই বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে এই দিন পালন করা হয়। তাছা।। সূর্যের উত্তরায়ণের শুরু মানে শীতের রুক্ষতা কাটিয়ে প্রকৃতির আবার শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠা। শীত পেরিয়ে বসন্তের শুরু। এই সময় যেন একটা উসবের আমেজ লেগে থাকে বাংলার আকাশে-বাতাসে। আর উসব মিষ্টিমুখ ছাড়া যেন অনেকটাই অসম্পূর্ণ। গ্রীষ্মকালে আগুনের ধারে ঘেমে-নেয়ে ধৈর্য ধরে রাশি রাশি পিঠে বানানো খুবই কষ্টকর। তাই শীতের দিনে এমন সময়সাপেক্ষ খাবার প্রস্তুত করাই ভালো। যা স্বাদে স্বর্গীয়। আবার শরীর সুস্থ ও গরম রাখতে সহায়ক।

সেই স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই পৌষ থেকে মাঘ অবধি পিঠে বানানোর ধুম পড়ে যায় দেশের নানা প্রান্তে। পিঠের নামও তার স্বাদের মতই বাহারি। সিদ্ধ পিঠে, পুলি

পিঠে, ভাপা পিঠে, খেজুরি পিঠে, চিল পিঠে, চিতই পিঠে, রস পিঠে এবং আরও কত কী! এছাড়া মকরসংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে পিতৃ পুরুষের রসনা তৃপ্ত করতেও তাঁদের অনেকে পিঠেপুলি নিবেদন করে থাকেন। তারপরে নিজেরা সেই পিঠেতে বসান কাম।। তবে এসব তো গেল পৌরাণিক কাহিনি বা প্রচলিত প্রথার কথা। আদত কথা হল এই সময়ে সহজেই মেলে চালের গুঁড়ো, নলেন বা খেজুর গুড়, পাটালি গুড়। যাদের সঙ্গে পিঠেপুলির আবার আদি ও অকৃত্রিম সংযোগ।

তাই সময় ও যোগান, দুয়ে মিলে পিঠেপুলির সম্ভারে ভরে উঠুক বাঙালির হেঁশেল। হাজারো জিভে জল আনা পদ নিশ্চিন্তে চালান করে দিন মুখে। জিহ্বার ছোঁয়ায় যার স্বাদ আপনাকে গত বছরের না ভোলা স্বাদের কথা ফের একবার মনে করিয়ে দেবে। আর এই মনে করানোর পাশাপাশি যেটা উজা। করে দেবে তাকে বাংলায় এককথায় বলে '

খিচুড়ির সঙ্গে এই দিনের বিশেষ একটি যোগ রয়েছে। আমাদের দেশে সারা বছরই প্রচুর পরিমাণ ধান উপন্ন হয়। চাল আমাদের প্রধান খাদ্য। তাই এদিন চাল-ডাল আর শীতের সবজি সহযোগে বানানো হয় খিচুড়ি। এছাড়াও এদিন বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে বিনামূল্যে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। আর্য়ুবেদ মতে এই সময় শরীর সুস্থ রাখতে স্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়া প্রয়োজন। যে কারণে মুগ বা মুসুর ডাল আর সবজি সহযোগে খিচুড়ি খাওয়ার উপদেশ দেওয়া হত। সেই সঙ্গে তিল আর গুড়। প্রতিটি উপাদানই যেমন পুষ্টিতে ঠাসা তেমনই অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যেও রয়েছে। এই ঋতু পরিবর্তনের সময় সকলেই কম বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সর্দি-কাশির সমস্যা লেগেই থাকে ঘরে ঘরে। ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। যে কারণে এই সময় ডাল-সবজি এসব বেশি করে খাওয়ার কথা বলা হয়। এছাড়াও কথিত আছে যে, খিলজি যখন আক্রমণ করত, তখন নাথ যোগীরা যুদ্ধের সময় খাবার তৈরির সময় পেত না এবং তাঁরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় যুদ্ধে রওনা দিত। তখন বাবা গোরক্ষনাথ ডাল, ভাত ও সবজিকে একসঙ্গে রান্না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটা চটজলদি প্রস্তুত হয়ে যায় এবং এতে যোগীদের পেট ভরত। রইল চটজলদি খিচুড়ির রেসিপি। চাল, ডাল আগে থেকেই ভিজিয়ে রাখুন। হাফ কাপ মুসুরের ডাল আর হাফ কাপ মুগ ডাল নিন। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন। গাজর, বিনস, মটরশুঁটি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বিট সব কুচিয়ে রাখুন। প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে সর্ষে ফোড়ন আর পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নেড়ে নিন। এরপর সবজি দিন। জিরে গুঁড়ো, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, স্বাদমতো চিনি মিশিয়ে নিন। এবার চাল, ডাল দিন। ভাল করে কষে জল দিলেই তৈরি খিচুড়ি। এখন রসিক বাঙালি পিঠে খেতে আস্তানা গেড়েছে মেলায় বা মিষ্টির দোকানে। তাই আজ আর আগের মতো হেঁশেলে ঢুকলেই হাঁড়ির ভেতরে যবুথবু হয়ে থাকে না ক্ষিরে ভরা পাটি সাপটা। অন্য দিকে শেষ হয়ে যায় হাড়ির খিচুড়িও।

স্বাদে এবং স্বাস্থ্যে অতুলনীয় শীতের গুড়

বিশেষ প্রতিনিধি

শীতের গুড় স্বাস্থ্যকর। গুড় আসলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, পটাসিয়াম এবং ফসফরাস সমৃদ্ধ। এমনকি জিংক, তামা, থায়ামিন, রাইবোফ্লাভিন এবং নিয়াসিনের ট্রেস রয়েছে। গুড়ে ভিটামিন বি, উদ্ভিদ প্রোটিন, ফাইটোকেমিক্যালস এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে। ফলে শীতকালে গুড় খাওয়ার অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে। শীতের স্নিগ্ধতায় খাদ্যসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এটি। তবে খেজুরের গুড়ের প্রচুর স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক জার্নাল অব আয়ুর্বেদ একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এবং ওষুধের জন্য খেজুর গুড়ের ব্যবহার জরুরি। প্রাচীনকাল থেকেই এটি হয়ে আসছে। গুড় একটি প্রাকৃতিক এবং স্বাস্থ্যকর মিষ্টি হিসাবে নয়, এতে অনেক খনিজ উপাদানও রয়েছে বলে মনে করা হয়। হজমশক্তি বা।াতে গুড়ের সাহায্য প্রয়োজন। খাবারের পর মিষ্টি খাওয়ার প্রচলন আছে। তাই মিষ্টি হিসাবে গুড় খাওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কারণ এটি পাকস্থলী উদ্দীপিত করে এবং হজম এনজাইমগুলোর মুক্তিতে সহায়তা করে। এ ছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য বা অন্য হজমজনিত সমস্যায় গুড় খুবই উপকারী। রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে কার্যকর। গু।ে আয়রন এবং ফসফরাস জাতীয. খনিজ রয়েছে। যা দেহে হিমোগ্লোবিন উপাদনে সহায়তা করে। লোহিত খাদ্যে লোহা বা লোহার অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা লোকের জন্য গুড় খাওয়া একটি কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও উপকারী গুড়। পুষ্টিতে ভরপুর। এটি শরীর থেকে বিষাক্ত বা অস্বাস্থ্যকর পদার্থ বা ডিটক্স থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে। এমনকি রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য খুবই জরুরি। শীতকালে গুড় বেশি খাওয়ার কারণে ঠান্ডা, ফ্লু এবং অন্য রোগ প্রতিরোধ করতে বিশেষ ভূমিকা আছে গুড়ের। হচ্ছে সাদা চিনির বিকল্প। কেননা গু। ওজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। তাছাড়া দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা অনুভব থেকে বিরত রাখতে পারে। যা আপনার ওজন কমাতে সহায়তা করতে পারে। স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসাবে

গুড়কে নেওয়া হয় এবং শীতে তা প্রচুর উপকারী। শীতে গুড় খাওয়ার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো- শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি করে, যা দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।গুড়ের পায়েস, পুলিপিঠে খাওয়ার মৌসুম যে শীতকাল! অনেকে রান্নাতেও চিনির বদলে গুড় ব্যবহার করেন। পুষ্টিবিদেরা বলেন, শুধু স্বাদের জন্য নয়, শরীর ভালো রাখতে শীতের শুরু থেকেই পরিমিত মাত্রায় গুড় খেলে শরীরে বিভিন্ন উপাদানের ঘাটতি পূরণ হয়।

তাই আর দেরি নয়, নলেন গুড় দিয়ে গরম গরম রুটি, পরোটার স্বাদই অন্যরকম। পাটালি হোক বা ঝোলা গুড়ের জন্য সারা বছর প্রতীক্ষা করে থাকে বাঙালি। শীত মানেই নলেন গুড়, নতুন চাল আর নবান্নের সুঘ্রাণ। নানা রকম পিঠেপুলি এই সময় সকলেই বাড়িতে বানান। নভেম্বর মাসের শেষ থেকেই পাওয়া যায় এই খেজুর গুড়। সকালে খেজুরের রস আর একটু বেলার দিকে এই গুড় জ্বাল দিয়েই তৈরি হয় গুড়। গুড় জ্বাল দিয়ে বানানো হয়ে যাওয়ার পর যে দানা থেকে যায় তা নিষ্কাশিত করেই কিন্তু চিনি তৈরি হয়। গুড়ের এই চিনি কিন্তু ব্রাউন সুগার নামে পরিচিত।

খেজুর গাছ কেটে গায়ে নল লাগিয়ে খেজুর রস সংগ্রহ করা হয়। তার জন্য অনেকে একে নলেন গুড় বলে থাকেন। গাছের গায়ে নলি কাটার জন্য এক বিশেষ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন যা এখন অনেকের নেই। হয়তো গুড়ের স্বাদ কমে যাওয়ার এটাও একটা কারণ। খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করে সেইরস ঘণ্টাখানেক ধরে জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। খেজুর গাছে আগেরদিন বিকেল বেলায় মাটির কলসি বা হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখা হয়। পরেরদিন সকালে সেই মাটির পাত্রে জমা রস থেকে গুড় তৈরি করা হয়। প্রথমে রস ছেঁকে নেওয়া হয়। এতে অনেক ময়লা, পোকা-মাকড়, মৌমাছি, পিঁপড়ে বাদ দেওয়া যায়। এরপর বড় আকারের টিনের পাত্রে বা মাটির পাত্রে রস ফোটানো বা জ্বাল দেওয়া হয়। প্রায় ১০-১৫ মিনিট ফোটানোর পর উপরে ভেসে ওঠা ফেনা ছেঁকে ফেলে দেওয়া হয়। এতে রসে থাকা ময়লা বা অবাঞ্ছিত দ্রব্য ফেলে দেওয়া যায়। রসে প্রচুর জল থাকে এবং রস জ্বাল দিয়ে ঘন করে গুড় তৈরির সময় এই জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। তাই চারদিক সাদা হয়ে যায়। রস ফোটানোর সময় একটানা অনবরত নেড়ে যেতে হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর রস ঘন হয়ে ঝোলা গুড় তৈরি হয়। কখনও কখনও ৩-৪ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। গুড় তৈরি হয়েছে কি না বোঝার জন্য এক স্থানীয় গ্রামীণ পদ্ধতি আছে তা হল, একটা পাত্রে ঠান্ডা জল নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা গুড় ঢাললে তা দিয়ে যদি একটা বল বা ডেলা তৈরি করা যায় তবে বুঝতে হবে গুড় তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার পিঠের সঙ্গে ডুবিয়ে সুখ কামড় দিলেই প্রাণের আরাম হবে।

কবি জয়দেব আজও মকর সংক্রান্তির দিন কদমখণ্ডির ঘাটে স্নান করেন

বীরভূমের অজয় নদের পাড়ে ছোট্ট গ্রাম জয়দেব কেন্দুলি। নদীর পাড়ে বাউল আখড়ায় বসেছে জমজমাট গানের আসর। প্রতিবছরই এই সময়টার অপেক্ষায় দিন গোনেন বাউলপ্রেমী মানুষজন। মকরস্নানের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় গান-বাজনা, মেলা, উৎসব। কেন্দুলি গ্রামে গীতগোবিন্দের রচয়িতা কবি জয়দেবের জন্মস্থান। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন তিনি। লক্ষ্মণসেনই এখানে রাধামাধব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জয়দেব মেলা মানেই বাউল গানের আসর। সেইসঙ্গে অবশ্যই কীর্তন। বীরভূম-বর্ধমান জেলার সীমান্ত বরাবর বয়ে চলা অজয় নদের ধারে কেন্দুলি গ্রাম। এখানেই ছিল রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের নিবাস। রাধাগোবিন্দের মন্দির সহ কেন্দুলিতে জয়দেবের স্মৃতিধন্য বহু দ্রষ্টব্য থাকলেও কেন্দুলির সব চেয়ে বড় পরিচয় পৌষ সংক্রান্তির মেলা, যাকে কেন্দ্র করে কেন্দুলির কথা আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে। প্রাচীনত্ব ও জনপ্রিয়তার নিরিখে এ মেলা আজ দেশের অন্যতম প্রধান মেলা হিসেবে পরিগণিত হয়। এই একবিংশ শতকেও সমাগম হয় লক্ষাধিক মানুষের। ঐতিহাসিকদের মতে গঙ্গাবোধে অজয়ে মকরস্নান উপলক্ষেই এই মেলার সূচনা হয়েছে সুদূর অতীতে। পরে তার সঙ্গে জয়দেবীয় ঐতিহ্যধারা যুক্ত হয়ে হয়েছে জয়দেবের মেলা। জয়দেব মেলা ও কেন্দুলি মেলা এক নয়, দুই মেলার স্থান, ইতিহাস সবই আলাদা। কবি জয়দেবের শিষ্য ছিলেন বাউল দাস। গত কয়েকশো বছর আগে তিনি কাঁকসার সিলামপুরে নিজের আখড়া তৈরি করেন। সেখানেই বসবাস করতেন বাউল দাস। অজয় নদে মকর সংক্রান্তির দিনে পুণ্যার্থীরা স্নান করেন। এই সময় নদীতে জল কম থাকে। সেই কারণে প্রতিবছর প্রশাসন থেকে বালি তুলে জল জমানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে

ডুব দেওয়ার জন্য পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা ঘাট বানানো হয় প্রতিবছর। জয়দেব মেলা মানেই বাউল গানের আসর। সেই সঙ্গে অবশ্যই কীর্তন। প্রতিবছর এই মেলায় তৈরি করা হয় কীর্তনীয়াদের জন্য কীর্তনের আখড়া এবং বাউলদের জন্য বাউলের আখড়া। প্রায় ৩০০ টি আখড়া তৈরি করা হয়. মেলাটিতে। মেলার স্থানের পাশের রামপুর ফুটবল মাঠেও চলে মেলা। ট্রেনে বোলপুর স্টেশন থেকে বাসে করে যাওয়া যায়। বোলপুর বাস স্ট্যান্ড থেকেও কেন্দুলি যাওয়ার বাস পাওয়া যায়। অন্যান্য ছোট গাড়িও আছে।

মকর সংক্রান্তি মানে শুধু পুণ্যস্নান নয়। মকর সংক্রান্তি তিথিতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করা হয় মেলার। যার মধ্যে অন্যতম গঙ্গাসাগর মেলা, জয়দেব মেলা। তবে জয়দেব মেলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে আরও একটি মেলার নাম। তা হল কেন্দুলি মেলা। প্রায় ৩০০ বছর ধরে এই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। অনেকেই জয়দেব এবং কেন্দুলি মেলাকে একটি মেলা মনে করেন তবে। কেন্দুলি মেলা আয়োজন করা হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসায়। জয়দেব মেলা আয়োজিত হয় অজয় নদীর পাড়ে। আর কেন্দুলি মেলা আয়োজিত হয় দামোদরের পাড়ে। জয়দেবের অন্যতম শিষ্য বাউল দাসের স্মৃতির উদ্দেশে শুরু হয়েছিল এই মেলা। তারপর থেকে চিরাচরিত ভাবে চলছে কেন্দুলি মেলা। অনেকেই বলেন জয়দেব মেলা ও কেন্দুলি মেলা একে অপরের পরিপূরক। দামোদর নদে মকর সংক্রান্তির দিন পুণ্যস্নান সেরে কেন্দুলি মেলা প্রাঙ্গণে মহাদেব ও দেবী কালীর মঃিদরে পুজো দিলে, অনেকেরই শরীরের রোগ সেরে যায়।সেই বিশ্বাস নিয়েই হাজার হাজার মানুষ প্রতিবছর মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় জমান। তবে করোনার জন্য গত দু বছর তেমন ভিড় না জমলেও, এবছর মেলায় ব্যাপক ভিড় হবে বলে আশা করছেন মেলার আয়োজকরা। সেই মতো বিভিন্ন বন্দোবস্ত করা হয়েছে মেলায়। পাশাপাশি ব্যবস্থা করা হয়েছে নিরাপত্তার। গ্রামের মানুষ জানিয়েছেন, স্বপ্নাদেশ পেয়ে গত ৩০০ বছর আগে এলাকায় মেলার আয়োজন করা হয়। সেই দিন থেকে প্রতি বছরের মত, আজও মহা ধুমধামে মেলার আয়োজন হয়ে আসছে। মকর সংক্রান্তির দিন বেলা বারোটা থেকে মেলা শুরু হয়। মেলা চলে সাত দিন। নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মেলা প্রাঙ্গণে। এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এই মেলায় ভিড় জমান। ৩০০ বছর ধরে কাঁকসার সিলামপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বাউল দাসের কেন্দুলি মেলা। জানা গিয়েছে, কবি জয়দেবের শিষ্য ছিলেন বাউল দাস। গত কয়েকশো বছর আগে তিনি কাঁকসার সিলামপুরে নিজের আখড়া তৈরি করেন। সেখানেই বসবাস করতেন বাউল দাস। পরে তিনি মারা গেলে, সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কথিত আছে, কবি জয়দেব মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করতে পারেননি। কবির জন্য অজয় নদে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে আসে এবং সেখানে তিনি স্নান করেন। বিশ্বাস, জয়দেব আজও মকর সংক্রান্তির দিন কদমখণ্ডির ঘাটে স্নান করেন। সেই বিশ্বাসে লক্ষাধিক মানুষও পুণ্যলাভের আশায় অজয় নদে স্নান সারেন।

অদূর ভবিষ্যতে হংকংয়ের মতো পরিণতি হতে পারে তাইওয়ানেরও

লাগাতার দখল করার হুমকি দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হংকংয়ের মতো পরিণতি হতে পারে তাইওয়ানেরও। প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি চিনের আগ্রাসী নীতির দিকে সরাসরি আঙুল উঠল। চিনের চোখ রাঙানির শিকার হচ্ছে তাইওয়ান। চিন চাইছে তার প্রতিবেশী দেশগুলো তাদের তাবেদার হয়ে থাকুক। দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় চিন। চিন বুঝতে পেরেছে আগামী দিনে গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকা তার বিরুদ্ধে থাকবে। সেখানে ব্যবসা করার একেবারে মুশকিল। সেই কারণে চিন এখন গোটা বিশ্বের ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলোর ওপরে চিন তার আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। এই সব রাষ্ট্রে বাজারগুলো দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র বেশ কিছু চিনা পণ্যকে বয়কট করা ডাক দিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ভারত। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত অনেক চিনা পণ্য গ্রহণ করছে না। সেই কারণে চিন এখন মরিয়া হয়ে গিয়েছে। চিনা তাদের আর্থিক অবস্থা স্থির রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। যদিও আগামী দিনে চিনা পণ্য বিক্রি করা খুবই কঠিন হবে। সারা বিশ্ববাসীর কাছে আজকে চিন বয়কটের তালিকায়। চিনকে বিশ্বের কোনও রাষ্ট্র পচ্ছ ঃদ করে না। চিনের পাশে স্বেচ্ছায় কেউই নেই। সবাই চিনকে অবহেলা করতে শুরু করে দিয়েছে। ফল চিন এখন মরিয়া হয়ে গিয়েছে। শক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। শক্তি দিয়ে গোটা বিশ্বকে তার তাবেদারে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আগামী দিনে চিনকে একেবারে সরে যেতে হবে। সেই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। হংকংবাসীরা চিনকে পরিহার করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে স্বায়ত্বশাসন ফেরানোর দাাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। আন্দোলনরত নাগরিকদের ওপরে চিনের দমন নীতি শুরু হয় গিয়েছে। নয়া নিরাপত্তা আইনে একের পর এক গ্রেফতার করা হচ্ছে। প্রতিবাদীদের জোর করে মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে চিন। ঠিক যেমনভাবে তিব্বতের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। চিন চাইছে তাইওয়ান, চিন সাগর থেকে শুরু করে একেবারে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত তার দখলে থাক। যার জন্য তারা এখন ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল অধিকার করে রেখে দিয়েছে। পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে অস্বীকার করছে চিনা সেনারা।

আন্তর্জাতিক কোর্টে গণহত্যার মামলা

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যার মামলা হয়েছিল। সেখানে পুতিনকে অপরাধী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার ফলে পুতিন বিশ্বের আর কোনও স্থান সফর করতে পারেন না। তিনি বিশ্বের যে কোনও স্থানে গেলে তাঁকে গ্রেফতার করাহতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এবারে প্যালেস্টাইন গণহত্যার কারণে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। এবারে মামলা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা এবারে জি-২০ সম্মেলনের যোগদান করেছে। তার ফলে তাদের শক্তি এখন বলতে গেলে অধিক। তারা আদালতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যে অবিলম্বে ইজরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে হবে। আন্তর্জাতিক কোর্টে দক্ষিণ আফ্রিকা আবেদনপত্র জমা দেওয়া সময়ে বলেছে যে ইজরায়েল যা করেছে তা জেনোসাইড বা গণহত্যার সামিল। ওর গাজায় প্যালেস্টাইনীদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

অপহরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার তামাক ব্যবসায়ী, ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার ৩ দুষ্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি ঃ এক তামাক ব্যবসায়ীকে অপহরণের দায়ে তিন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে অপহৃত ব্যবসায়ীকেও। অপহৃত ব্যবসায়ীর নাম বেণীমাধব ওরফে চন্দন চট্টোপাধ্যায়। বর্ধমানের মেমারী শহরের পুরোনো পোস্ট অফিস পাড়ার বাসিন্দা তিনি। পরিবার ও পুলিস সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকাল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ বাইকে করে ব্যবসার টাকার তাগাদা করার জন্য তিনি মেমারী থেকে ছিনুই-এর দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ঝাড়খণ্ডের নম্বর প্লেট লাগানো একটি সাদা রঙের স্করপিয়ো গাড়ি তাঁর পথ আটকায় এবং তাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রাই প্রথম খবর দেয় পরিবারকে। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয় মেমারি থানায়। এরপরে রাতে পরিবারের কাছে ষাট লক্ষ টাকা মুক্তিপণে দাবি করে ফোন আসে। ওই ব্যবসায়ীকে ঝাড়খণ্ডের পাকুরে করে আটকে রাখা হয়েছে এবং মুক্তিপণ না পেলে ব্যবসায়ীকে গুলি করে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয় পরিবারকে। ফোনের সূত্র ধরে এবং অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র মারফত তদন্ত শুরু করে মেমারি থানার পুলিস। মুর্শিদাবাদের সুতি টেকপোস্টের কাছে গাড়িটির ছবি দেখা যায়। এরপরে মেমারি থানার পুলিস অভিযান চালিয়ে ঝাড়খণ্ডের মালপাহাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার করে অপহৃত ব্যবসায়ীকে। গ্রেফতার করা হয় তিনজনকে। অপহরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঝাড়খণ্ড থেকে উদ্ধার হলেন অপহৃত ব্যবসায়ী।

বাংলায় খুলছে রাম মন্দির, বারাণসী থেকে এলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১৫ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধনের একেবার শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে, সব ঠিকথাকলে চলতি

বছরের ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে। ২২ তারিখ আসতে ১ সপ্তাহ সময় রয়েছে এখনো, তবে তার ঠিক আগে মকর সংক্রান্তির দিন পশ্চিমবঙ্গে খুলে যাচ্ছে আরও এক রাম মন্দির। সোমবার সেই রামের মন্দিরের উদ্বোধন করবেন তৃণমূল বিধায়ক জুন মালিয়া। মেদিনীপুর শহরে তৈরি হচ্ছে সেই মন্দির। রাম, সীতা ও হনুমানের মূর্তি স্থাপন করা হবে সেই মন্দিরে। এই মন্দির নির্মাণ নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষের দাবি, রাজনৈতিক স্বার্থে এই মন্দির তৈরি করছে তৃণমূল। যদিও সে কথা মানতে রাজি নয় শাসক শিবির। সোমবার কুয়াশা ঢাকা সকালে কংসাবতী নদীর গান্ধী ঘাটে মকরের পুণ্য স্নান করতে হাজির হয় শহরবাসী। কড়া নিরাপত্তা রয়েছে গোটা চত্বরে। আর এই নদীঘাটেই এদিন মকর সংক্রান্তির দিনে রাম-সীতার মন্দিরের উদ্বোধন হবে ঘটা করে। মন্দির তৈরি হয়েছে আগেই। সোমবার সকাল থেকেই সেখানে চোখে পড়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। জানা গিয়েছে, ওই জায়গায় একটি হনুমান মন্দির ছিল। পুরপ্রধান সৌমেন খাঁ জানিয়েছেন, পুরসভার জল প্রকল্পের কারণে সেই মন্দির সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অন্যদিকে। সেখানেই তৈরি হচ্ছে রাম, সীতা, হনুমানের মন্দির। পুরসভার পক্ষ থেকে ওই মন্দির স্থাপন করা হচ্ছে। সোমবার দুপুরে উদ্বোধনের পর সন্ধ্যায় আয়োজন করা হচ্ছে সন্ধ্যারতির। যার জন্য বারাণসী থেকে মেদিনীপুরে আসছেন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরা। সবমিলিয়ে মকর সংক্রান্তির দিন সকাল থেকেই মেদিনীপুর শহরের কংসাবতী নদীর গান্ধীঘাট জমজমাট।

শ্রমিকদের আইনী অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবির বোলপুরে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ শ্রমিকদের আইনী অধিকার বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় বোলপুরে। নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্যোগে এদিন জেলার বোলপুর, নানুর সহ বিভিন্ন এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে এই প্রশিক্ষন শিবিরের আয়োজন করা হয়। শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘন হলে, তারা কোনও কারখানায় বা কর্মক্ষেত্রে কোনও অবিচার বা অত্যাচারের শিকার হলে কি ভাবে কোথায় তারা ন্যায় বিচার পেতে আইনী সহায়তা পাবে সেসব বিষয়ে আলোচনা হয়। তাছাড়াও মাইগ্রেন্ট লেবার রা কিভাবে নাম নথিভুক্ত করবে, কোনও ঘটনার শিকার হলে থানায় কি ভাবে অভিযোগ করবে সে সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির পার্শ্ব আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ, সমাজকর্মী ইয়াসমনি খাতুন, সুমনা মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আয়োজক সংগঠনের তরফে হেমন্ত প্রধান বলেন, আমরা শ্রমিকদের স্বার্থে তাদের শ্রমিক অধিকার রক্ষা করার কাজ করছি। আজ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ফুলেশ্বরী এবং বাগড়াকোট রেলগেটের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগী রেল কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী রেলগেট এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন বাগড়াকোট রেলগেটের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগী হলো রেল কর্তৃপক্ষ। সোমবার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে ফুলেশ্বরী রেলগেট সংস্কার ও মেরামতের কাজ শুরু করল রেল কর্তৃপক্ষ। এর আগে রেলগেটটি বেহাল দশায় থাকায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। সেই সমস্যা নজরে আসতেই সমাধানের উদ্যোগ নেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। এরপর তিনি রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে মেরামত এবং সংস্কারের জন্য পদক্ষেপ করেন। সেই মতো এদিন সকাল থেকেই রেলগেট সংস্কারের কাজ শুরু হয়। এদিন সেই সময় উপস্থিত শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং এডিআরএম সঞ্জয় চিলাওয়ারওয়ার। পাশাপাশি বাগরাকোট রেলগেটের যানজট সমস্যা সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থার জন্য সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান তারা।

বালুরঘাট রেল স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেন চালানোর চেষ্টা করবে রেলদপ্তর

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি ঃ জানুয়ারিতেই চালু হবে পিট লাইন । ট্রেনের ট্রায়াল রান করে জানালেন উত্তর পূর্ব রেলের ডি আর এম সুরেন্দ্র কুমার। বালুরঘাট রেলস্টেশন পরিদর্শনের পাশাপাশি সিক লাইন ও পিট লাইনের ট্রায়াল রান করে জানিয়েছেন ডিআরএম। যেখানে ডিআরএম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রেলের পদস্থ কর্মকর্তারা। এদিন প্রথমেই স্টেশনের চারপাশ ঘুরে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তিনি, এরপর নারকেল ফাটিয়ে পিট লাইনের ট্রায়াল রান চালু করেন তিনি। ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার বলেন, বালুরঘাটের সিক ও পিট লাইন আলাদা আলাদা পর্যায়ে চালু হবে। আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যে পিট লাইন পরিষেবা চালু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপরেই সিক লাইন পরিষেবা চালু করবে রেল। এই দুটি পরিষেবা চালু হয়ে গেলে বালুরঘাট রেল স্টেশন থেকে দূরপাল্লার যাবতীয় ট্রেন চালানোর চেষ্টা করবে রেলদপ্তর বলেও জানিয়েছেন ডিআরএম।

কটূক্তি এবং হেনস্থার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জানুয়ারি ঃ কটূক্তি এবং হেনস্থার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলো এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সোমবার ভোরে ওই ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ী গান্ধীকলোনী এলাকায়। মৃত ছাত্রীর বাবা ও মা প্রতিবেশী এক যুবক ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে নিজের মেয়েকে কটূক্তি এবং উত্যক্ত করার অভিযোগ জানিয়েছে পুলিশকে। এই ঘটনার পর পাড়া-প্রতিবেশীরাও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে নিজেদের ক্ষোভ জানিয়েছেন। এদিন পুরাতন মালদা থানার পুলিশ ওই ছাত্রীর দেহ তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে। পরে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে এই ঘটনার অভিযোগ দায়ের হতেই গা ঢাকা দিয়েছে প্রতিবেশী যুবক ও তার পরিবার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রীর নাম পাম্পা দাস (১৬)। এবছর ওই ছাত্রী পুরাতন মালদার গৌড় ঘোষ গার্লস স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিত। মৃত ছাত্রীর বাবা পাণ্ডব দাস পেশায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী। মা গৃহবধূ পম্পা দাস। পরিবারের দুই মেয়ের মধ্যে পায়েল ছিল বড়। এদিন বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যে নিজের শোবার ঘরে গলায় ওড়না জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মৃত ছাত্রীর মা পম্পা দাসের অভিযোগ, প্রতিবেশী এক যুবক ও তার পরিবার সবসময় আমার মেয়েকে রাস্তাঘাটে এবং স্কুলে হেনস্থা করতো, কটূক্তি করতো। আজেবাজে ভাষায় কথা বলতো। এমনকি আমার মেয়েকে প্রতিবেশী ওই যুবক জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও পর্যন্ত দিয়েছিল। এসব নিয়ে মেয়ে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি চরম আতঙ্কে ছিল। আর কিছুদিন পর মাধ্যমিক পরীক্ষা। বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছিল আমার মেয়ে। কিন্তু প্রাইভেট থেকে স্কুল যেখানেই যেতে হতো সেখানেই মেয়েকে ওরা ভয় দেখিয়ে হেনস্থা করতো। এসব কিছু সহ্য করতে না পেরে আমার মেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। পুরো বিষয়টি আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। মৃত ছাত্রীর বাবা পাণ্ডব দাসের অভিযোগ, প্রতিবেশী যুবক এবং তার পরিবারের লোকেরা

আমার মেয়ের সঙ্গে যেভাবে আচরণ শুরু করেছিল তাতেও আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। ওদের এই আচরণের জন্য আমরা প্রতিবাদও জানিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা কোন কথাই শুনছিল না। জোর করে ওরা আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। মেয়ে ভয়ে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছিল। রবিবার বামনগোলায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে আমরা নিমন্ত্রণ খেতে গেছিলাম। বড় মেয়ে ও তার মাসিকে বাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম। এদিন ভোরেই মেয়ে বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যে শোবার ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়। এই ঘটনায় পুরাতন মালদা থানায় অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন মৃত ছাত্রীর পরিবার। স্থানীয় কাউন্সিলর বিনী দাস পাল জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। যদি এরকম কোন অভিযোগ হয়ে থাকে তবে অবশ্যই পুলিশ যাতে দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে, সেই দাবিও রাখবো। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছেন, চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ভুয়ো টেন্ডার করে সংসদ তহবিলের টাকা তছরুপের অভিযোগ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ ভুয়ো টেন্ডার করিয়ে সাংসদ তহবিলের টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠল সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে অর্থ তছরুপে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায় এবং জেলা শাসকের বিরুদ্ধেও। তছরুপের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার সিউড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটা জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায় সিউড়ি শহরে ৯৯৯ টি পথবাতি লাগানোর জন্য ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। নিয়মানুযায়ী মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টর এই কাজের ভেটিং করে। কিন্তু দীর্ঘদিন তাদের ইঞ্জিনিয়ার না থাকায় কেএমডি সেই কাজ করে থাকে। কিন্তু সিউড়ি পুরসভা ভুয়ো ই-টেন্ডার করে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ মন্ত্রকের টাকা তছরুপ করে চলেছে বলে জগন্নাথবাবুর অভিযোগ। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, সিউড়ি পুরসভা যে ই-টেন্ডার প্রকাশ করেছে সেখানে কেএমডি'র তিনজন ইঞ্জিনিয়ারের ডিজিট্যাল সাক্ষর রয়েছে। তিন জনের মধ্যে একজন অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন। বাকি দুজনের কোন অস্তিত্ব নেই। বিষয়টি আমাদের হাতে এসে পৌঁছাতেই টেন্ডার বাতিল করে দেয় পুরসভা। জগন্নাথবাবুর দাবি, শতাব্দী রায়ের ১৫ বছরের সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের টাকার খরচের তদন্ত করতে হবে। তিনি বলেন, সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের ১০০ শতাংশ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করে। সুতরাং এই টাকা আত্মসাৎ করে থাকলে তার তদন্ত করবে সিবিআই ও ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আমরা দাবি জানাচ্ছি বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়ের ১৫ বছরে বিভিন্ন প্রকল্পে খরচের ৭০-৭৫ কোটি টাকা আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। আমরা তার তদন্ত চাই। তবে এই নিয়ে কেউ মুখ খুলতে চায়নি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে চার দিন ধরে নিখোঁজ গৃহবধূ, মেয়েকে খুঁজে পেতে পুলিশের দুয়ারে অসহায় বাবা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জানুয়ারি ঃ চার দিন ধরে নিখোঁজ গৃহবধূ। মেয়েকে খুঁজে পেতে পুলিশের দুয়ারে বাবা। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়েও মেলেনি সন্ধান। নিখোঁজ গৃহবধূর মানসিক সমস্যা ছিল বলে দাবি পরিবারের। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। তবে শুধু এই ঘটনা নয় উক্ত থানা এলাকায় সাম্প্রতিক কালে একাধিক নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত ডাউয়া গ্রামের বাসিন্দা কোহিনুর খাতুন (২০)। দুই বছর আগে বিয়ে হয়েছে কোহিনুরের। রয়েছে এক সন্তান। পরিবারের দাবি মানসিক সমস্যা ছিল কোহিনুরের। চলতি মাসের ১২ তারিখ ডাউয়া গ্রামে নিজের বাবার বাড়ি থেকে স্ট্যান্ডের দিকে বেরিয়ে যান। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেন নি। বাড়ির লোকেরা আত্মীয়-স্বজনসহ আশে-পাশের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ করেছেন। কিন্তু চার দিন হয়ে গেলেও এখনো মেলেনি সন্ধান। সোমবার কোহিনুরের পরিবারের পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে নিখোঁজ হওয়ার দিন কোহিনুরের পরণে ছিল সাদা খয়েরি

রঙের চুরিদার এবং ওড়না। দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছে কোহিনুরের বাবাকে। তাদের মেয়ে ঠিক আছে তো প্রশ্ন পরিবারের। মেয়েকে খুঁজে দেওয়ার জন্য পুলিশের দুয়ারে গিয়ে কাতর আবেদন জানাচ্ছেন অসহায় বাবা। কোহিনুরের বাবা কুরবান আলী জানান, বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ কোথায় চলে গেল বুঝতে পারছি না। এর আগে একবার চলে গেছিল তখন ওর মাসির বাড়ি থেকে খুঁজে নিয়ে এসেছিলাম। কিছুটা মানসিক সমস্যা ছিল। এবার কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় বিগত কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। কখনো ব্যবসায়ী আবার কখনো মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে। এবার নিখোঁজ হলেন গৃহবধূ। ক্রমশঃ দানা বাঁধছে রহস্য।

হস্টেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১৩ ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ২ নম্বর ব্লকের তাহালিয়া শোভাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের হস্টেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১৩ ছাত্রী। আতঙ্ক ছড়িয়েছে ছাত্রীদের মধ্যে। হস্টেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই হস্টেলে ৭৫ জন ছাত্রী থাকে। আর পাঁচ দিনের মতোই রবিবার নির্দিষ্ট সময়ে রাতে খেতে দেওয়া হয়। সাধারণ খাবারই ছিল। ডাল, ভাত, রুটি-সবজি ছিল। সেই খাবার খায় ১৩ জন ছাত্রী। রাতে খাবার খেয়ে রুমে চলে যায় ছাত্রীরা। জানা যাচ্ছে, খাবার খাওয়ার ঘণ্টা দুয়েক পর থেকেই একে একে ছাত্রী অসুস্থ হতে শুরু করে। কারোর বমি, কারোর পায়খানা হয়। অনেকের পেটে ব্যথাও শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের। তাদের তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় প্রতাপদিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে । আপাতত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই চিকিৎসাধীন রয়েছে ছাত্রীরা। তাদের কয়েকজনকে স্যালাইন দিতে হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসকরা মনে করছেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলেই ছাত্রীরা অসুস্থ হয়।

গাজোলে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত প্রতিমা গড়ার কারখানা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জানুয়ারি ঃ গাজোলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হলো এক মৃৎশিল্পীর প্রতিমা গড়ার কারখানা। সোমবার ভোর অন্ধকারে এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে মৃৎশিল্পীর প্রতিমা গড়ার কারখানাটি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারখানার বিভিন্ন জিনিসপত্র। এই ঘটনার পর দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাজোল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রঞ্জিত পাল ও অজিত পালের মৃৎশিল্পী কারখানাটি রয়েছে। এদিন ভোর অন্ধকারে আচমকা শর্ট-সার্কিট হয়ে অগ্নিকাণ্ডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত মৃৎশিল্পী অরুণ পাল জানিয়েছেন, প্রায় ১০০ টি সরস্বতীর মূর্তি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে প্রতিমা গড়ার সরঞ্জাম পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। প্রায় চার লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন মালিক।

CHANDERNAGORE MUNICIPAL CORPORATION

Corrigendum

E-Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT-47(e)/ 23-24, Dt. 28.12.2023

This is to inform to all concern that closing date of above e-tender has been extended upto 17.00 hrs. on 20.01.2024 and open of bid at 10.00 hrs. on 24.01.2014. For details, please visit the website : www.chandernagoremunicipalcorporation.

Sd/- Assist. Engineer
Chandernagore Municipal Corporation

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.:Panchla, Dist: Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HOWRAH/PANCHLA/ 5 th SFC/UNTIED/1 st INST./ NIET-2023-24 For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total 6 (Six) Nos. different works. Last date of submission of tender (online) 31.01.2024 at 14.30 Hrs. Bid Opening on 02.02.2024 at 14:30 Hrs. For details visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide NIT No.: 10/MGP/5th SFC /2024 (4 No of PCC Road) Dated 08.01.2024. Bid Submission Start Date (Online)-09.01.2024 (09.00 hrs), Closing Date (Online): 24.01.2024 (15.00 hrs). Bid Opening Date (Online): 26.01.2024 (15.00 hrs). Please look for details on www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.Thanking You.

Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

Office of the Daspur-II Panchayat Samity Sonakhali :: Paschim Medinipur

NOTICE INVITING E–TENDER: WBPMID/DASP-2/ EO/NIT-77 (23-24) Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites e-Tender for total 23 (Twenty-three) nos. different works. Last date of submission of bid(online) 27/01/2024 at 13.00 Hrs. Bid Opening date on 30/01/2024 at 14:00 Hrs. for details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity

Office of the Daspur-II Panchayat Samity Sonakhali :: Paschim Medinipur

NOTICE INVITING E–TENDER: WBPMID/DASP-2/ EO/NIT-76(23-24) Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites e-Tender for total 42 (Forty-two) nos. different works. Last date of submission of bid(online) 27/01/2024 at 13.00 Hrs. Bid Opening date on 30/01/2024 at 14:00 Hrs. for details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity

NOTICE INVITING e- TENDER

Joteghanashyam Gram Panchayat under Daspur-II Development Block Invites following online eTender. Last date of Bid submission (online) 26.01.2024 up to 6.55 p.m. The details can be obtained from the website http://wbtenders.gov.in WBPMID/PRADHAN/NIT-37/23-24, WBPMID/PRADHAN/NIT-38/23-24, WBPMID/PRADHAN/NIT- 39/23-24, WBPMID/PRADHAN/NIT-40/23-24, WBPMID/PRADHAN/NIT-41/ 23-24, WBPMID/PRADHAN/NIT-42/23-24, WBPMID/PRADHAN/NIT-43/23-24, WBPMID/PRADHAN/NIT- 44/23-24

Sd/- Kaberi Manna
Pradhan
Joteghanashyam Gram Panchayat

জনবিজ্ঞপ্তি

সুয়শ ফিনোভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড

দেওয়ানদীঘি, মির্জাপুর, মির্জাপুর, বর্ধমান,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১৩১০২

CIN: U65999WB1994PTC064432

সার্কুলার নং DKBR (PD) CC.No এর সাথে সম্মতিতে ০৬৫/০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ০৯ জুলাই, ২০১৫ সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্তগুলি পূরণ করা, যদি থাকে, প্রয়োজন হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, মিঃ মণীশ অগ্রবাল (ডিআইএনঃ ০০১২৯২৪০), পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জায়গায় মিঃ কানহাইয়া ঝা (ডিআইএন- ১০৩১০৪৩৮) পেশা-পরিষেবা নিয়ে বাহির সর্বমঙ্গলাতে বসবাস করছেন। বাজেপ্রতাপপুর, এনডিএফএফ বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১ এবং শ্রী সন্ত কুমার পান্ডে (ডিআইএন- ১০৩০৮০৮৬) পেশা-সেবা করছেন, লখিপুর মঠ, জোড়া মন্দির, বর্ধমান- ৭১৩১০১ পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন, কোম্পানির নতুন পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা মিঃ অরবিন্দ কুমার সহায় (DIN-00587623), মিঃ কানহাইয়া ঝা (DIN- 10310438) এবং শ্রী সন্ত কুমার পান্ডে (DIN- 10308086) w.e.f. ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল একত্রীকরণ, শক্তিশালী করা এবং কোম্পানির বর্তমান নন- ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমের ব্যাপক ভিত্তি। ব্যবস্থাপনার এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে যার আগ্রহ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন যেকোন ব্যক্তি উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিওএস, ১৫, এন. এস. রোড, ৫ তল, কলকাতা-৭০০০০১-এ ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এতে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

তারিখ ঃ ১৫.০১.২০২৩ বোর্ডের আদেশেনুসারে-

Jiaganj-Azimganj Municipality

P.O.-Azimganj; Dist.-Murshidabad, West Bengal; PIN-742122.
e-mail – jamunicipality@gmail.com, Phone: 03483-253222

Sl.	Name of Work	Tender ID	Last Date of Bid submission
1.	Improvement of Road from Enatulibagh Moor to Amaipara BBLR Road Junction via STP.	2024_MAD_646424_1	31.01.2024
2.	Improvement of Road from Valladanga to Truck Syndicate and High Schoolpara Moor to Station Mal Gudam & Hospital	2024_MAD_646424_2	31.01.2024
3.	Improvement of Road from Baranagar Netajee Moor to Baranagar High School	2024_MAD_646424_3	31.01.2024

Chairman
Jiaganj – Azimganj Municipality

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online item rate Tender for the works : **(1)** Emergent repairing of exterior wall of Record Room Building in Howrah Court & allied works during the year 2023-24. Estimated Amount Put to Tender : **Rs. 3,00,056/-**. **(2)** Emergent repairing at the existing public toilet situated in the Civil Court Compound Howrah during the year 2023-24. Estimated Amount Put to Tender : **Rs. 2,41,468/-**. **(3)** Emergent repairing of exterior wall of Civil Court Building Howrah during the year 2023-24. Estimated Amount Put to Tender : **Rs. 2,14,624/-**. **(4)** Emergent Annual Anti-Termite treatment works at 2 nos. District Record Room at Ground Floor with Payment Order Section of Accounts Department at first floor of Civil Court Compound Howrah During the year 2023-24. Estimated Amount Put to Tender : **Rs. 5,22,935/-**.

N.I.e.T. NO. : WBPWD/EE/HD/NIeT_96/2023_2024. Tender ID : **2024_WBPWD_646493_1/2/3/4**. Bid Submission Start Date (online) **16.01.2024** up to **10:00 A.M.** Bid Submission End Date (online) : **23.01.2024** up to **13.00 P.M.**

Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.

WBMAD/UM/561/e-Tender/2023-24, Dated: 15.01.2024,
WBMAD/UM/562/e-Tender/2023-24, Dated: 15.01.2024
WBMAD/UM/563/e-Tender/2023-24, Dated: 15.01.2024
WBMAD/UM/564/e-Tender/2023-24, Dated: 15.01.2024
WBMAD/UM/565/e-Tender/2023-24, Dated: 15.01.2024
WBMAD/UM/566/e-Tender/2023-24, Dated: 15.01.2024
WBMAD/UM/567/e-Tender/2023-24, Dated: 15.01.2024
WBMAD/UM/568/e-Tender/2023-24, Dated: 15.01.2024
(Construction of Drain, Concrete road & Improvement. Of B/T Road, at different ward under Uluberia Municipality) Details are available in the www.wbtender.gov.in.

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

OFFICE OF THE DANTAN-I PANCHAYAT SAMITY
Dantan, Paschim Medinipur
TENDER NOTICE

The Executive Officer, Dantan-I Panchayat Samity, Paschim Medinipur invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Thirteen (13) nos. works vide E-NIT No:-426/E.O/DNT-I P.S, Date:- 15/01/2024. For more information visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Dantan-I Panchayat Samity

Office of the Executive Officer, Chanditala-II Panchayat Samiti
Chanditala, Hooghly

(A) E-Tender are invited by the Executive Officer Chanditala-II, Chanditala , Hooghly from reputed and resourceful contractors for 5 Nos. of work. NIT No. 21/PS, dt. 13-01-2024, E-Tender Id-(1) 2024_ZPHD_645265_1,(2) 2024_ZPHD_645265_2, (3) 2024_ZPHD_645265_3, (4) 2024_ZPHD_645265_4 , (5) 2024_ZPHD_645265_5. Publish Date-13.01.2024 at 2 P.M; Last Date of Online Submission of technical & Financial BID up to 26/01/2024 at 5.00 P.M, Date of Open- 29/01/2024 at 11.00 A.M Completion Time-30 days. For details visit website https://wbtenders.gov.in

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No:- WB/HWH/UNPUR/NIET-6/BDO/23-24, Dt-11/01/2024 for 01 No. Scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. Tender ID-2024_ZPHD_644813_1. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No:- WB/HWH/UNPUR/NIET-5/BDO/23-24, Dt-11/01/2024 for 05 Nos. Scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. Tender ID-2024_ZPHD_644779_1 to 2024_ZPHD_644779_5. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in. Tender No.-07/2023-24, Dt.-15/01/2024. Detail information will be available from the Office of the undersigned.

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/আরডিএন/ওওএইচ/২৩, তারিখ ১২.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। বিশদ বিবরণের জন্য এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **ক্যাটালগ নং ঃ এইচডব্লুএইচ-আরডিএন-ওওএইচ-১৯। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০১.২০২৪-এ বেলা ১১টা। **ক্রঃ নং ও সিকোয়েন্স নং; লট নং; বিবরণ** যথাক্রমেঃ (১) এএ/১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএইচ-৯১-২৩-১; ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে হাওড়া স্টেশন এলাকায় (চার্চ রোডে এবং রেল মিউজিয়ামের দক্ষিণ প্রান্তের বিপরীতে) বাণিজ্যিক প্রচারাধিকার প্রদর্শন (আউট অফ হোম–নন-ডিজিটাল)। (২) এবি/১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-৯৪-২৩-১; ০৫ বছর সময়সীমার জন্য ৫০ঃ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুবিধা সহ হাওড়া স্টেশনের ৯ নং প্ল্যাটফর্মে ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট বোর্ড কিয়স্ক স্থাপন, চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। (৩) এবি/২; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-৯২-২৩-১; বর্তমান নন-ডিজিটাল টাইম টেবল বোর্ড (ফ্লেক্স)-এর প্রতিস্থাপনস্বরূপ ০৫ বছর সময়সীমার জন্য ৫০ঃ৫০ টাইম শেয়ারিং ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুবিধা সহ হাওড়া স্টেশনের পুরনো কমপ্লেক্সে ২টি ডিজিটাল টাইম টেবল বোর্ড সরবরাহ, স্থাপন, চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। অবস্থান - হাওড়া স্টেশনের পুরনো কমপ্লেক্সে নর্থ কনকোর্সে গেট নং ৩, ৪ ও ৫ এবং স্টেশন ম্যানেজারের অফিস অভিমুখী মুরাল সংলগ্ন জায়গাতে। (৪) এবি/৩; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-ওএসডি-৮৬-২৩-১; ০৩ বছর সময়সীমার জন্য ৫০ঃ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে বর্ধমান স্টেশনের ভেতরে বিভিন্ন অবস্থানে রেলওয়ের স্থাপন করা ৬টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে রেলওয়ে সম্পর্কিত তথ্য এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য অধিকার প্রদান। (৫) এসি/১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এমডিএসই-ওএসএন-৩১-২২-১; মধুসূদনপুর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (৬) এসি/২; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিএমএই-ওএসএন-৩৪-২২-১; বেলমুড়ি স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (৭) এসি/৩; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-টিআইটি-ওএসএন-৪৭-২২-১; তালিত স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (৮) এসি/৪; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেসিওয়াই-ওএসএন-৫২-২২-১; কৈচর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (৯) এসি/৫; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচআইএইচ-ওএসএন-৩৭-২২-১; হাজিগড় স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (১০) এসি/৬; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-ওএসএন-৪০-২২-১; জৌগ্রাম স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (১১) এসি/৭; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-ওএসএন-৪৮-২২-১; খানা স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (১২) এসি/৮; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিজিএনএ-ওএসএন-৫১-২২-১; বলগোনা স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (১৩) এসি/৯;এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এমএসএই-ওএসএন-৪২-২২-১; মশাগ্রাম স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (১৪) এসি/১০; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিটিআরএইচ-ওএসএন-৫০-২২-১; ভাতার স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (১৫) এসি/১১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এমবিই-ওএসএন-২৮-২২-১; মির্জাপুর বাঁকিপুর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (১৬) এসি/১২; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিএনএইচএল-ওএসএন-৩৫-২২-১; ধনিয়াখালি হল্ট স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (১৭) এসি/১৩; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-ওএসএন-২২-২২-১; বেলানগর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (১৮) এসি/১৪; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এনবিএই-ওএসএন-৪১-২২-১; নবগ্রাম স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (১৯) এসি/১৫;এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেজেআরএ-ওএসএন-৪৯-২২-১; কারজানা স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (২০) এসি/১৬;এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-ওএসএন-৩৮-২৩-১; গুড়াপ স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (২১) এসি/১৭; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই-ওএসএন-৪৩-২২-১; পাল্লা রোড স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (২২) এসি/১৮; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-ওএসএন-২৫-২২-১; জনাই রোড স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (২৩) এসি/১৯; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-ওএসএন-৩২-২২-১; চন্দনপুর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (২৪) এসি/২০; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-পিবিজেড-ওএসএন-৩৩-২২-১; পোড়াবাজার স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (২৫) এসি/২১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-ওএসএন-৪৪-২২-১; শক্তিগড় স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (২৬) এসি/২২; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি-ওএসএন-৪৫-২২-১; গাংপুর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (২৭) এসি/২৩; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিএলএই-ওএসএন-২৯-২২-১; বলরামবাটী স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (২৮) এসি/২৪;এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিবিআরএ-ওএসএন-২৪-২২-১; গোবরা স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (২৯) এসি/২৫; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেপিকিউ-ওএসএন-৩৯-২২-১; ঝাপানডাঙ্গা স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (৩০) এসি/২৬; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিআরপিএ-ওএসএন-২৭-২২-১; বারুইপাড়া স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (৩১) এসি/২৭; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-ওএসএন-৩৬-২২-১; শিবাইচণ্ডী স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। (HWH-451/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রানি মারগ্রেথ ৫২ বছর পর সিংহাসন ছাড়লেন

ডেনমার্কের ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় যুক্ত হলো। ৫২ বছর পর গতকাল রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসন ছেড়েছেন রানি দ্বিতীয় মারগ্রেথ। নতুন রাজা হয়েছেন তাঁর ছেলে ফ্রেডেরিক। তিনি রাজা দশম ফ্রেডেরিক হিসেবে পরিচিত হবেন। ঐতিহাসিক এ দিনটির সাক্ষী হতে হিমশীতল আবহাওয়ার মধ্যেই কোপেনহেগেনের ক্রিস্টেইনবার্গ প্রাসাদের সামনে জড়ো হন হাজারো মানুষ। পুরো অনুষ্ঠান ঘিরে দেশটির এক লাখের মতো নাগরিক জড়ো হয়েছেন বলে মনে করছে পুলিশ।

৩৫ বছর বয়সী রিনি জেনস তাঁদেরই একজন। তিনি বলেন, ‘ঐতিহাসিক এই আনুষ্ঠানিকতা দেখতে আমরা খুবই উচ্ছ্বসিত। অনেক বড় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ডেনমার্কের ইতিহাসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত।’৮৩ বছর বয়সী রানি দ্বিতীয় মারগ্রেথ নিজ দেশে খুবই জনপ্রিয়। স্থানীয় সময় বেলা দেড়টার দিকে নিজ বাসভবন কোপেনহেগেনের অ্যামালিয়েনবার্গ প্রাসাদ থেকে ক্রিস্টেইনবার্গ প্রাসাদের উদ্দেশে রওনা হন তিনি। সেখানে দেশটির সরকারি দপ্তর ও পার্লামেন্ট অবস্থিত। বেলা দুইটার দিকে রাজতন্ত্রের উপদেষ্টা পর্ষদ ‘কাউন্সিল অব স্টেটে’ সিংহাসন ছাড়ার ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন রানি মারগ্রেথ। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ডেনমার্কের সিংহাসন থেকে কেউ সরে দাঁড়ালেন। এর আগে প্রায় ৯ শতক আগে ১১৪৬ সালে সর্বশেষ রাজা তৃতীয় এরিক সিংহাসন ছেড়েছিলেন।কাউন্সিল অব স্টেটে উপস্থিত ছিলেন মারগ্রেথের ৫৫ বছর বয়সী ছেলে ফ্রেডেরিক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অস্ট্রেলীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রী মেরি ও তাঁদের বড় ছেলে ১৮ বছর বয়সী ছেলে প্রিন্স ক্রিস্টেইনও।

মারগ্রেথ সিংহাসন ছাড়ার পর নিয়ম অনুযায়ী রাজা ও রাষ্ট্রের প্রধান হন ফ্রেডেরিক। এরপর ক্রিস্টেইনবার্গ প্যালেসের ব্যালকনি থেকে তাঁকে রাজা দশম ফ্রেডেরিক হিসেবে ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন। এর আগে খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রানি মারগ্রেথ সিংহাসন ছাড়ার ঘোষণা দেন। ভাষণে ছেলে ফ্রেডেরিককে সিংহাসনের উত্তরাধিকার ঘোষণা করে জানান, বয়স ও স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছেন। যুক্তরাজ্যের মতো ডেনমার্কেও সাংবিধানিক রাজতন্ত্র রয়েছে। যদিও তা অনেকটাই আলংকারিক। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর রানি মারগ্রেথ ছিলেন ইউরোপের দেশগুলোয় সবচেয়ে বেশি দিন সিংহাসনে থাকা রাষ্ট্রপ্রধান।

উত্তরপাড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলন মেলা, পরিচালনায় হিন্দু বাসিন্দারা

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ১৫ জানুয়ারিঃ পৌষ মাসের শেষ দিনে মকর সংক্রান্তিতে হুগলির উত্তরপাড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলন মেলা যেন এক অনন্য নজির। উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলায় এই মকর সংক্রান্তির দিনে মানিক পীর বাবার দরগায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা মোমবাতি জেলে শিন্নি চরান আবার কেউ কেউ দুধ বাতাসা ধূপকাঠি দিয়ে পীর বাবার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শোনা যায় আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে এই পীর বাবার দরগা ছিল তারপরে দিনে দিনে এলাকার বাসিন্দারা সেই দরগা সংস্কার করে শিন্নি চড়ানো হয় । এই উপলক্ষে দরগা চত্বরে আলোকমালায় সাজানো হয়েছে

মকর সংক্রান্তিতে সকাল থেকে ভক্তরা এসে সিন্নি দিয়ে যান চলে রাত পর্যন্ত সন্ধ্যা থেকে তরজা গান হয় দুইদিন ধরে চলে এই অনুষ্ঠান। এলাকার প্রাচীন বাসিন্দা ঋষিকেশ চ্যাটার্জি জানালেন আমরা বাবা কাকার কাছে শুনেছি এই দরগা কবে হয়েছে কেউ জানে না। তবে শোনা যায় প্রায় ৩০০ বছর আগে সওদাগররা সরস্বতী নদীতে বজরায় করে এসে উত্তরপাড়ার কাছে নেমে বাবার দরগায় শিন্নি চড়িয়ে তবেই সাগরে বাণিজ্য করতে যেতেন সেই থেকে চলে আসছে এলাকার মানুষের কাছে এই পীরবাবা খুব জাগ্রত দরগার পাশে বড় দীঘি সেই দীঘির ও ইতিহাস আছে। সেই প্রাচীন দিঘির জল ব্যবহার করা হত আগে নানা পূজো অনুষ্ঠানে।

মকর সংক্রান্তির পরের দিন অগণিত ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন আগে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাত্রা পালাগান সহ নানা অনুষ্ঠান হতো, এখন দিনে দিনে ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে এই অনুষ্ঠান। ভক্তদের বক্তব্য।

এই মানিক পীর বাবা খুব জাগ্রত যারা যা মানত করেন তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় সত্যিই এরকম হিন্দু পাড়ায় পীরবাবার দরগা খুব কম দেখা যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এটা একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করলেন মেয়র

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারিঃ শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে চলছে উৎসব। শীতের মধ্যে সেজে উঠেছে শিলিগুড়ি পুরো নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ড। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে ওয়ার্ড উৎসব, ওয়ার্ড উৎসবের নামকরণ হয়েছে উন্মিলন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়ার্ড উৎসবের অঙ্গ হিসেবে। এদিন সকালে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। বই মানুষের সব থেকে কাছের বন্ধু, এদিন সেই বার্তা কে আরো তীক্ষ্ণভাবে স্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করা হয়। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করেন।

মকর সংক্রান্তির পূর্ণ তিথিতে ভিড়ে জমে উঠল দীঘার সৈকত

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ১৫ জানুয়ারিঃ মকর সংক্রান্তির পূর্ণ তিথিতে ভিড়ে জমে উঠল দীঘার সৈকত। সোমবার সকাল থেকে থিক থিকে ভিড় দিঘার সৈকতের স্নানঘাট গুলিতে। অনেকেই সূর্য দেবতা কে প্রণাম করে মকর সংক্রান্তির পূর্ণ স্নান সারলেন দীঘার সমুদ্রে। পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের এই দিন ভি ড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পর্যটকদের নিরাপত্তা কথা মাথায় রেখে দীঘা থানা এবং দিঘা মোহনা কোস্টাল থানার পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে করা নিরাপত্তা বলেছিল দীঘার সৈকতের গুলিতে, এমনকি জলপথে স্পিড বোট করে টহল দেয় পুলিশ কর্মীরা। এই মুহূর্তে মকর সংক্রান্তি কে কেন্দ্র করে লক্ষাধিক পর্যটকের ভিড় হয়েছে দীঘার সৈকতে।

মণিপুরের সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ীঃ মল্লিকার্জুন

থউবাল (মণিপুর), ১৫ জানুয়ারিঃ মণিপুরের সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী দায়ী, বলেছেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। আজ রবিবার বিকাল চারটায় দলের বহু কেন্দ্রীয় এবং প্রদেশ নেতা ও কর্মীদের উপস্থিতিতে থউবাল জেলার অন্তর্গত খংজামে বেসরকারি ময়দানে রাহুল গান্ধীর বহুল চর্চিত ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন কংগ্রেস-প্রধান মল্লিকার্জুন। মণিপুরের সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করে ভাষণ দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, সামনেই লোকসভার ভোট। ভোট চাইতে মণিপুর আসতে পারেন, কিন্তু রাজ্যের সমস্যায় আসতে পারেন না প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ভাষায়, ‘উও (প্রধানমন্ত্রী) সমন্দর কে উপর সায়ের করতা ফিরতা হ্যায় আউর বইঠে জগহ জপ করতে রেহতে হেঁ রাম রাম। মুখ মে রাম, বগল মে ছুরি, জনগণের সাথে এমন করবেন না। ভগবানকে সবাই বিশ্বাস করেন। ভোটের জন্য এটা করবেন না। এই সব লোকেরা (বিজেপি) মানুষকে উসকে দেওয়ার জন্য ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে।’ বলেন খাড়গে।

আইসল্যান্ডে অগ্ন্যুৎপাত, সরিয়ে নেওয়া হলো ৪ হাজার বাসিন্দাকে

আইসল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর গ্রিনদাভিকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে। রোববার ভোরের দিকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। অগ্ন্যুৎপাতের কারণে প্রায় চার হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আইসল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আরইউভি জানায়, অগ্ন্যুৎপাতের কারণে রাতভর শহরটিতে ভূকম্পন অনুভূত হয়। টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত ভিডিওতে দেখা যায়, অন্ধকারের মধ্যে কমলা রঙের লাভার উদ্‌গিরণ হচ্ছে। সেগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।গত দুই বছরের মধ্যে আইসল্যান্ডে পঞ্চমবারের মতো অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটল। এর আগে গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর একই অঞ্চলের অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল। উল্লেখ্য, আইসল্যান্ডে ৩৩টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে।

ভারত বিশ্ব গুরু হলে পৃথিবীর সমস্ত অমঙ্গল দূর হবেঃ ভাগবত

জিন্দ, ১৫ জানুয়ারিঃ রবিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত বলেছেন, সমাজকে সংগঠিত করতে আমাদের আরও দ্রুত কাজ করতে হবে। সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে দাঁড়ালে এই দেশ আবার বিশ্ব গুরু হয়ে উঠবে। ভারত বিশ্ব গুরু হলে পৃথিবীর সমস্ত অমঙ্গল দূর হবে এবং সবাই শান্তি ও অগ্রগতি অর্জন করবে। ডঃ ভাগবত তাঁর তিন দিনের সফরের শেষ দিনে গোপাল বিদ্যামন্দির সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে আয়োজিত মকর সংক্রান্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শ্রী রামের জন্মস্থানে একটি বিশাল মন্দির তৈরি করা

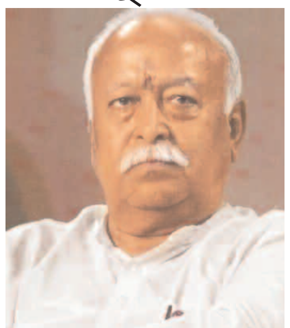

আনন্দের এবং আনন্দ করা উচিত। এখনও অনেক কাজ বাকি, কিন্তু আমরা এটাও মনে রাখব যে, যে তপস্যার ভিত্তিতে এই কাজ করা হচ্ছে তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখতে হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র সংঘচালক সীতারাম ব্যাস, প্রান্ত সংঘচালক পবন জিন্দাল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সংঘ প্রধান ডঃ ভাগবত বলেন, সমাজে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয় বিপ্লব, বিবর্তন, সংক্রান্তি, তিনটিরই অর্থ পরিবর্তন। তবে যে পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে তাতে পার্থক্য রয়েছে। আদিকাল থেকেই এখানে সংক্রান্তির প্রচলন রয়েছে। বড় বড় কাজগুলো হয় নিজের ভিত্তিতে, সত্যের ভিত্তিতে।

তিনি বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ সংস্কৃতি তাদের শীলতার সঙ্গে বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতি সব ধরনের উত্থান-পতনের পরেও বেঁচে আছে।

প্রাণ পুরুষ অমির কুমার সাহার মনোজ্ঞ স্মরণ সভার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ রবিবার বিকালে সিঁথি রাসবিহারী আদর্শ ব্যায়াম মন্দির ক্লাবের প্রাণ পুরুষ অমির কুমার সাহার (গোপাল দা) এক মনোজ্ঞ স্মরণ সভার আয়োজন করে ক্লাবের মাঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বেঙ্গল অলিম্পিক সভাপতি পরেশ নাথ মুখার্জী, প্রাক্তন যুগ্ম সচিব সুবীর গাঙ্গুলি, দিলীপ দাস, জিমনাস্টিক কোচ, উৎপল মন্ডল, প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়,রাজ্য ও আন্তর্জাতিক অনেক প্রাক্তন জীমনাস্ট, বিভিন্ন সংঘঠনের প্রতিনিধিগণ, ক্লাব সদস্য ও পরিবারের সদস্যরা। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর পরেশ নাথ মুখার্জী অমির সাহার সংঘটন পরিচালনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সুবীর গাঙ্গলী বলেন খেলা অন্ত প্রাণ ব্যাক্তি টির সাহচর্যে কি ভাবে আসলেন। ছোট ভাই সমীর সাহা বর্ণনা করেন ছোট বেলা থেকে বেড়ে ওঠার কাহিনী। সম্পাদক উৎপল মন্ডল বলেন ওনার থেকে শিখেছি প্রচারের আড়ালে থেকে নিষ্ঠার সাথে কি ভাবে সংঘঠনের জন্য কাজ করতে হয়। সম্পাদক প্রতিনিধি মারফত শোক বার্তা লিখিত ভাবে প্রেরণ করেন, উল্লেখ্য অমির কুমার সাহা ২০২৩ এর গোড়ায় ফুটবলের উন্নতিতে কাজ করার জন্য বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন । এর সভাপতি সুধীর মিত্তাল শোক বার্তা পাঠান, জিমনাস্টিক জগতের অপরণীয় ক্ষতি বলে।

পৌষ সংক্রান্তির আলুর দমের মেলা

প্রকাশ মণ্ডল, জাঙ্গিপাড়া, ১৫ জানুয়ারিঃ সম্প্রীতির মেলবন্ধনের নিদর্শন জাঙ্গিপাড়ার পৌষ সংক্রান্তির আলুর দমের মেলা। বইমেলা, গ্রন্থমেলা, ফুলের মেলা, মিলন মেলা,আরো অনেকে মেলার সাথে সকলেই পরিচিত কিন্তু কখনো দেখেছেন কি আলুর দমের মেলা?আর এই আলুর দমের মেলাকে ঘিরে সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার রাজবলহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জান্দা গ্রামে।মূলত বেশ কয়েক দশক ধরে মকর সংক্রান্তির দিনে এই গ্রামে যে মেলা বসে যা আলুর দমের মেলা হিসেবেই পরিচিত লাভ করেছে হুগলি জেলা সহ এই বাংলায়। অন্যদিকে এই মেলাকে সম্প্রীতির মেলবন্ধনের নিদর্শন হিসেবে ধরা হয় কারণ একদিকে চলে মুসলিম ধর্মালম্বীদের পীরের মেলা অন্যদিকে একই স্থানে আরাধনা করা হয় গঙ্গা দেবীর। এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দামোদর নদ আর মকর সংক্রান্তির দিনে বহু মানুষ দামোদর নদে পূর্ণ স্নান সেরে এই মেলায় যোগদান করেন। পূর্ণ স্নান সেরেই প্রথমে তারা খাবার হিসাবে গ্রহণ করেন আলুর দম দিয়ে মুড়ি এবং সেই আলু অবশ্যই সদ্য তোলা হয় জমি থেকে।

জাঙ্গিপাড়া

নতুন আলু দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলুর দম তৈরি করে বিক্রি হয় মেলা প্রাঙ্গনে।

স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, ছাত্রের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের অভিযোগ শিক্ষিকার

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারিঃ ১৬ বছর বয়সী এক ছাত্রের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের অভিযোগে ফেঁসে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের এক শিক্ষিকা হ্যালি নিচেলে ক্লিফটন-কারম্যাক (২৬)। তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।

একই সঙ্গে ফেঁসে গেছেন ওই শিক্ষার্থীর পিতা। তিনি তার ছেলের সঙ্গে শিক্ষিকার যৌন সম্পর্কে সমর্থন দিয়েছিলেন। হ্যালি যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি রাজ্যে অবস্থিত ল্যাকুই হাই স্কুলে কর্মরত ছিলেন। ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে গত সপ্তাহে টেক্সাসের গার্ডেন রিজের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতের ডকুমেন্ট অনুযায়ী, হ্যালির সঙ্গে ওই বালকের যৌন সম্পর্কের কথা জানতো অন্য একজন ছাত্র। ডিসেম্বরে বিষয়টি সে স্কুলের রিসোর্স অফিসারের কাছে রিপোর্ট করে। ফলে পুলিশ বিভাগকে জানানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ওই ছাত্রটি পুলিশকে বলেছে, প্রত্যক্ষদর্শীর বাড়ি যাওয়ার পথে ড্রাইভওয়েতে তার ১৬ বছর বয়সী সহপাঠীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন হ্যালি।

এ সময় সহপাঠীর পিঠে আঁচড়ের দাগযুক্ত বেশ কিছু ছবি দেখায় সে। দাবি করে, এসব দাগ হয়েছে ওই শিক্ষিকার কারণে। প্রত্যক্ষদর্শী ওই শিক্ষার্থী আরও জানায়, সম্প্রতি স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় হ্যালির। এর কারণ ১৬ বছর বয়সী ওই বালকের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক। ডিসেম্বরে এসব নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে হ্যালিকে। তবে তিনি অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। এক পর্যায়ে পুলিশ তার মোবাইল ফোন চেক করে। তাতে বেরিয়ে আসে একগাদা ম্যাসেজ। এসব ম্যাসেজ বিনিময় হয়েছে হ্যালি ও তার ১৬ বছর বয়সী ওই ছাত্রের মধ্যে। এতে পুলিশ তাদের সম্পর্কের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যায়। এরই মধ্যে মিসৌরি ত্যাগ করেন হ্যালি। চলে যান টেক্সাসে। ততক্ষণে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে যায়। তাকে গ্রেপ্তার করে নেয়া হয় জেলে। সুপারিনটেডেন্ট কেন্ট স্টোমব এক বিবৃতিতে বলেছেন, ডিসেম্বর থেকে স্কুল চত্বরে আর দেখা যায়নি হ্যালিকে। ওই সময়ই অভিযোগ প্রথম ছড়িয়ে পড়ে। আমরা স্কুলের সবার প্রতি শ্রদ্ধা, সুষ্ঠুতা, ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে স্বাগত জানাই। ওদিকে ওই শিক্ষার্থীর পিতা মার্ক ক্রাইটনও জানতেন তার ছেলের সঙ্গে শিক্ষিকার এই সম্পর্কের কথা। তার বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়। পরে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

মৃত মানুষ বেঁচে উঠলেন শেষকৃত্যের আগে

চন্ডিগড়,১৫ জানুয়ারিঃ জন্মিলে মরিতে হবে এটাই পরম সত্য। মৃত্যু এড়ানো অসম্ভব। বৃদ্ধ দর্শন সিংও এর ব্যতিক্রম নন। তবে তাঁর জীবনে ঘটেছে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতোই এক ঘটনা। চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করার পর ‘বেঁচে’ উঠেছেন তিনি। দর্শন সিংয়ের বয়স ৮০ বছর। বাড়ি পাঞ্জাব রাজ্যের কারনাল শহরে। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর তাঁর দেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে পাতিয়ালা শহর থেকে কারনালে নেওয়া হচ্ছিল। সঙ্গে ছিলেন এক নাতি। বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার একটি গর্তে আটকে যায় অ্যাম্বুলেন্সটি। এরপরই দর্শনের

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করতে পারেন তাঁর নাতি। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সচালককে কাছের একটি হাসপাতালে যেতে বলেন। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান দর্শন বেঁচে আছেন। ওই হাসপাতালের একজন চিকিৎসক বলেছেন, ‘আমাদের কাছে যখন দর্শন সিংকে আনা হয়, তখন তাঁর হৃৎস্পন্দন ছিল। কিছুটা সজাগও ছিলেন। তবে তিনি যে আসলেই মারা গিয়েছিলেন, তার কোনো প্রমাণ তাঁদের সঙ্গে ছিল না।’ এদিকে দর্শন সিংয়ের দেহ যখন পাতিয়ালা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁর বাড়িতে আনা হচ্ছিল, তখন সেখানে মানুষের ভিড়। শোকার্ত পরিবেশ। উপস্থিত সবার জন্য রান্নাও শেষ। এমনকি দর্শন সিংয়ের শেষকৃত্যের জন্য কাঠ জোগাড়ও করে ফেলেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। তবে কিছুক্ষণ পর তাঁর জীবিত থাকার খবর পেয়ে পরিবেশ বদলে যায়। শোকের বদলে সবাই তাঁর পরিবারকে অভিনন্দন জানানো শুরু করেন। দর্শন সিংয়ের আরেক নাতি বলোয়ান সিং বলেন, ‘বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে পাতিয়ালা থেকে আমার ভাই দাদার মৃত্যুর খবর দিলেন। জানালেন, শেষকৃত্যের জন্য দেহ বাড়ি নিয়ে আসছেন।

আমরা আত্মীয়স্বজন ও অন্যদের খবরটি জানাই। তাঁদের জন্য খাবারের বন্দোবস্তও করি। শেষকৃত্যের জন্য জোগাড় করা হয় কাঠও।’ এদিকে জীবিত আছেন জানার পর দর্শনকে আরেকটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে তাঁর অবস্থা এখনো আশঙ্কাজনক। ভর্তি রয়েছেন নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ)। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, দর্শনের ফুসফুসে সংক্রমণ রয়েছে। তাই তাঁর শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

নাম পরিবর্তন

আমি শামসুল হোদা এবং শামসুল হক (Samsul Hoda and Samsul Haque)(old name) পিতা মহঃ ইলিয়াস, ঠিকানা পি-১০৪বি, টিকিয়া পাড়া, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াব্রুজ, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০ ০২৪, নোটারি পাবলিক কলকাতা হাইকোর্ট এর Affidavit দ্বারা শামসুল হোদা (Shamsul Hoda)(new name)নামে পরিচিত হলাম । Affidavit No. 5924 Dated 15.01.2024ú শামসুল হোদা, শামসুল হক (Samsul Hoda, Samsul Haque)(old name) এবং শামসুল হোদা (Shamsul Hoda) (new name)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি জিনাত পারভিন (Zenat Parveen) (old name) পিতা সামসুল হোদা ঠিকানা পি-১০৪বি, টিকিয়া পাড়া, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা ৭০০ ০২৪, পশ্চিমবঙ্গ, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর Affidavit দ্বারা জিনাত পারভিন (Zeenat Praveen)(new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 71397 date 12.12.2023 । জিনাত পারভিন (Zenat Parveen)(old name) এবং জিনাত পারভিন (Zeenat Praveen) (new name)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি রমেশ দেঁড়ে (old name) পিতা স্বর্গীয় জীবন চন্দ্র দেঁড়ে, ঠিকানা গ্রাম এবং পোস্টঅফিস ঃ দশবাগা, দেঁড়ে পাড়া, খলিসানি, থানা ঃ উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১ ৩০৭, নোটারি পাবলিক কলকাতা হাইকোর্ট এর Affidavit দ্বারা রমেশ চন্দ্র দেঁড়ে (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No.4824 Dated ১৫ / ০১ / ২০২৪। রমেশ দেঁড়ে (old name) এবং রমেশ চন্দ্র দেঁড়ে (new name) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, R.K. Prasad (পুরাতন নাম) পিতা Late Badhram Prasad, ঠিকানা-A7, Old Cmeri Colony, C- Zone Durgapur, P.O.- Durgapur, P.S.- Durgapur, Dist- Paschim Bardhaman, Pin-713209, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 15.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ram Krishna Prasad (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ram Krishna Prasad (নতুন নাম) এবং R.K. Prasad (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Manwar Hossain (পুরাতন নাম) পিতা Kashim Ali, ঠিকানা-13H151, Mayur Bhanj Road, Kolkata-700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Manawar Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Manawar Ali (নতুন নাম) এবং Manwar Hossain (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Rusha Saha (পুরাতন নাম) স্বামী Jaideep Saharan, ঠিকানা- 10216 Kali Prassana Chatterjee Lane, Behala, Kolkata- 700034, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ১৫ / ০১/ ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rusha Saharan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rusha Saharan (নতুন নাম) এবং Rusha Saha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি মৌসুমী ধাড়া, স্বামী সোমেশ ধাড়া, গ্রাম -নাখড়া, পোস্ট- বেরুগ্রাম, থানা- জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, আমার কন্যা রিয়া ধাড়ার জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম সাগরিকা ধাড়া হয়ে আছে। গত ০৯.০১.২০২৪ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, পূর্ব বর্ধমান এর এফিডেভিট বলে মৌসুমী ধাড়া এবং সাগরিকা ধাড়া একই ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

Name Change

I ALISHA KHATOON, W/O MONIRUL ISLAM MOLLA, D/O ISMAIL MOLLA, R/O U-49/1, SLAUGHTER HOUSE ROAD, PO BARTALA, KOLKATA - 700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALISA KHATOON, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT ALISHA KHATOON AND ALISA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANJEET KUMAR, SON OF RABINDRA PRASAD ROY, RESIDING AT 7, RUPANJALI PARK, KALIKAPUR, PO-MUKUNDAPUR, PS- GARFA KOLKATA - 700099, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJEET KUMAR ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA DATED 11/01/2024. THAT SANJEET KUMAR AND SANJEET KUMAR ROY BOTH ARE THE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD ADIL, S/O HASIB ALAM, R/O 2/1D/H/3, NAWAB ALI LANE, PO KHIDDIRPORE, PS EKBALPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED ADIL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT MD ADIL AND MOHAMMED ADIL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I DILIP KUMAR BASAK, S/O NEMAI CHAND BASAK, R/O DAKSHIN DHATRIGRAM, SADHUPARA, PO DHATRIGRAM, PS KALNA, PURBA BARDHAMAN -713405, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DILIP BASAK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT DILIP KUMAR BASAK AND DILIP BASAK ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHAKIL AHAMAD, S/O NASIM AHMED, R/O T-33, MARRY ROAD, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAKIL AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT SHAKIL AHAMAD AND SHAKIL AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I H K LEE,SON OF LEE YAO KHAIT, RESIDING AT ACTIVE ACRES TOWER 5 FLAT 19A,54/10 D C DEY ROAD,TANGRA, KOLKATA - 700015,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LEE HUI KONG VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 15/01/2024.THAT H K LEE AND LEE HUI KONG ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I CHOWDHURY S ISLAM,SON OF NURUL HUDA CHOWDHURY, RESIDING AT RGM 5/19 KAIKHALI MISRTY PARA, AIRPORT, KOLKATA - 700052,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOFIQUL ISLAM CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 15/01/2024.THAT CHOWDHURY S ISLAM AND SOFIQUL ISLAM CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I CHUNG CHI CHUAN,SON OF LATE CHI CHUAN WEN, RESIDING AT 50A MATHESWAR TALA ROAD, KOLKATA -700046,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHUNG CHI CHUAN DAVID VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 15/01/2024.THAT CHUNG CHI CHUAN AND CHUNG CHI CHUAN DAVID ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I FAZLUL KARIM,SON OF MD ALA BOKSH MOLLA, RESIDING AT SANGRAMPUR, SOUTH24PARGANAS - 743355,WEST BENGAL.THAT MY MINOR DAUGHTER SHAWANA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAWANA SULTANA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT SHAWANA AND SHAWANA SULTANA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAFIK SHAIKH,SON OF BASIR SEKH, RESIDING AT VILL-RAJAKGOHALIA,PO-DOSATINA, SOUTH24PARGANAS -743503,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAFIK SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT SAFIK SHAIKH AND SAFIK SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD AZAD ALI MOLLA, S/O MD RAFIK MOLLA, R/O VILL CHAKDHIR MOLLA PARA, PO DAKSHIN GOURIPUR, PS BISHNUPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJAD ALI MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT AJAD ALI MOLLA AND MD AZAD ALI MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MUMTAJ BIBI, W/O RAFIK MOLLA, R/O VILL CHAKDHIR MOLLA PARA, PO DAKSHIN GOURIPUR, PS BISHNUPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABERA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT SABERA BIBI AND MUMTAJ BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MAHMUDA BIBI, W/O MD ABUL BASHAR MOLLA, R/O KACHUA, PO KALIKAPOTA, PS USTHI, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743355, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MST MAHAMUDA BIBI, VIDE AFFIDAVIT AN SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT MAHMUDA BIBI AND MST MAHAMUDA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PANKAJ ROY,SON OF KKRAN CHANDRA ROY, RESIDING AT VILL-SIBCHANDRAPUR,PO-BAGULA, PS-HANSKHALI,RANAGHAT,NADIA-741502,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PANKAJ KUMAR ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT PANKAJ ROY AND PANKAJ KUMAR ROY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MUSTAFA RANGWALA, S/O SAIFUDDIN HASANALI RANGWALA, R/O 16/1F, EAST TOPSIA ROAD, FLAT NO 7B1, PO GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUSTAFA SAIFUDDIN RANGWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT MUSTAFA SAIFUDDIN RANGWALA AND MUSTAFA RANGWALA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I KARAN DIVYESH MEHTA,SON OF DIVYESH HEMENDRA MEHTA, RESIDING AT MATRUCHHAYA,2ND FLOOR,FLAT-2A,44/2 SARAT BOSE ROAD, KOLKATA - 700020,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KARAN D MEHTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITION MAGISTRATE AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT KARAN DIVYESH MEHTA AND KARAN D MEHTA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRAGNA KAMLESH GHELANI,WIFE OF KAMLESH GHELANI, RESIDING AT 12 ROWLAND ROAD,6D, MEGHDOOT, KOLKATA-700020,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAGNA GHELANI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITION MAGISTRATE AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT PRAGNA KAMLESH GHELANI AND PRAGNA GHELANI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHYAMAL KUMAR DAS,SON OF ANIL KRISHNA DAS, RESIDING AT VILL-KUTHIPARA,GOBARDANGA, NORTH24PARGANAS - 743252,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT SHYAMAL KUMAR DAS AND SHYAMAL DAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Shrabonti Das W/o Raju Das R/o Vill- Joychanditala, Mondalpara, P.S.- Domjur, Dist.- Howrah, Pin-711405 shall henceforth be known as Shrabonti Das Gayen. I declare that Shrabonti Das Gayen and Shrabonti Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-01-2024.

Name Change

I, RAGINI RAMJANAM SINGH D/O RAMJANAM HAWALDAR SINGH, W/O- ABHISHEK SINGH, R/O- UTTARA HOUSING COMPLEX DWITIYA, TOWER-II 1001E NEWTOWN, NORTH 24 PARGANAS, W.B PIN- 700157, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAGINI SINGH. I DECLARE THAT RAGINI RAMJANAM SINGH AND RAGINI SINGH IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON BY VIRTUE OF AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC, KOLKATA ON 15-01-2024.

ডুয়ার্স কিরাত রাই সমাজের পক্ষ থেকে উধৌলি সাকেলা উৎসব আয়োজিত হল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার খোকলাবস্তিতে সোমবার ডুয়ার্স কিরাত রাই সমাজের পক্ষ থেকে উধৌলি সাকেলা উৎসব আয়োজিত হল। রাই সমাজের মহান উসব উধৌলি সাকেলা ডউৎসব এবছর আয়োজিত হল খোকলাবস্তিতে। এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাই জনজাতির মানুষেরা এদিন সাকেলা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাই সমাজের বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরাজানান রাই সমাজের সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে এছাড়া প্রকৃতি পুজো আয়োজিত হয়েছে। সাকেলা হচ্ছে রাই সমাজের নববর্ষ। এদিনের অনুষ্ঠানে রাই সমাজের সাংস্কৃতিক নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

একেই মঞ্চে কানাইয়া-করিম

উত্তর দিনাজপুর,১৫ জানুয়ারি ঃ সমস্ত দ্বন্দ্ব ভুলে একেই মঞ্চে কানাইয়া-করিম। সোমবার ইসলামপুর শহরের মুক্ত মঞ্চে এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী ও ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃনমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কানাইয়ালাল আগরওয়ালের প্রশংসা করেন বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। তিনি বলেন এত সুন্দর একটি মঞ্চ তৈরি করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তাই তাকে ধন্যবাদ জানালেন বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। অন্যদিকে তাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই সাফ জানিয়ে দিলেন ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

সব মিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের কানাইয়া করিমের দ্বন্দ্ব এক হয়ে চলা তৃণমূলের কর্মীরা অনেকটাই উসাহিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কনকনে ঠান্ডায় পায়ে হেঁটে অযোধ্যা রওনা দিলেন দুই রামভক্ত

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১৪ জানুয়ারিঃ কনকনে শীতে পেয়ে হেঁটে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন রামভক্ত ভীষ্ম বিশা ও রাধাম মুশারি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় উদ্বোধন হতে চলেছে রাম মন্দির। এই দিনে অনেকেই ট্রেন, বাস, প্লেনে চেপে সেখানে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু প্রকাশ নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একজন প্রকৃত রামভক্ত হিসেবেই পায়ে হেঁটে আসাম থেকে এগিয়ে চলেছে অযোধ্যার দিকে। তার বাড়ি আসামের বরপেটা এলাকায়। ওই দুইজন পেশায় হোটেল কর্মী। সোমবার সকালে তারা ইসলাম উড়ে এসে পৌঁছায়। তারা বলেন, 'সারাদেশ থেকে মানুষ অযোধ্যায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। বিগত দিনগুলো বেশ কিছু ঝুঁকি ঝামেলার মধ্যে কাটানোর পর এবার যাতে ভালো দিন আসে সেই উদ্দেশ্যে অযোধ্যা যাওয়ার সুযোগ পেয়ে খুবই উফুল্ল। রামনাম নিতে নিতে আমি

বুঝতেই পারিনি কীভাবে এতটা রাস্তা পেরিয়ে ইসলামপুর পৌঁছে গিয়েছি!' ২২ শে জানুয়ারির মধ্যে অযোধ্যা পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন তিনি। যেখানে যেমন সুযোগ পাবেন সেভাবেই রাত কাটাবেন তারা। এই প্রয়াসে রাস্তার পাশে থাকা সাধারণ মানুষের সাহায্যকে রামের আশীর্বাদ হিসেবেই দেখছেন তিনি।

পিছনের ব্যাগে রাম মন্দিরের ছবি এবং তাঁর এই ভ্রমণের বিষয়ে তথ্য দেখে অনেকে সামনে এগিয়ে এসে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেন। আবার অনেকে পাশে দাঁড়িয়ে ছবিও তোলেন। অনেকে তাদের খাবার জিনিস এবং জল কিনে দেন। তারা কি আদৌ নির্দিষ্ট দিনে অযোধ্যা পৌঁছাতে পারবেন এই প্রশ্ন তারা বলেন, পা ঠিকঠাক মতো চলছে না ।তবু ও জান লড়িয়ে দেব, চেষ্টা করব নির্দিষ্ট দিনে অযোধ্যায় পৌঁছানোর ।

রামকৃষ্ণ দেবের জীবনালেখ্যো ও দর্শন নিয়ে আলোচনা

বিনয় সিংহ রায়, ১৫ জানুয়ারি ঃ হরিপাল বাসুদেবপুর রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও অতিব ভক্তি সহযোগে কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। নানাবিধ ধর্মীয় আচার আচরণ , পূজা পাঠ ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের জীবনালেখ্যো ও ধর্মীয় দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়। আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু দর্শনার্থী ও ভক্তবৃন্দ এসে উপস্থিত হন । ভোরবেলা ঠাকুরের ছবি নিয়ে গ্রামে প্রভাবিত হয় ও শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে স্মরণ করেন তাকে। প্রায় তিন হাজারের অধিক জনসাধারণ ও ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ নরনারায়ণ সেবা দেওয়া হয়। এই প্রতিবেদক কল্পতর উৎসবে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন। উপস্থিত আলোচনা থেকে যে দর্শন নিয়ে সকলের মধ্য বন্দনা তৈরি হয় তাহলে শ্রী শ্রী ঠাকুর বলে গিয়েছিলেন তোদের চৈতন্য হোক। এই দিন বাইরের উৎসবে, আলোকময়তায় গা ভাসানোর দিন নয়, ১ জানুয়ারি বাঙালির কাছে আত্মমগ্নতার দিন। অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, নির্জ্ঞান থেকে চৈতন্যের দিকে হেঁটে যাওয়ার দিন। আজ থেকে ১৪০ বছর আগে এমনই এক ১ জানুয়ারি কলকাতার বুকে জেগে উঠেছিল ইচ্ছাপূরণের এক আশ্চর্য গাছ। রুগ্ন, অশক্ত, প্রৌ।, ভবতারিণী মন্দিরের এক সামান্য পূজারীর মধ্যে সেদিন করুণাময় ঈশ্বরের রূপ দেখেছিল একটা গোটা জাতি। ধন, মান, অর্থ, সমৃদ্ধি নয়, তাঁর কাছে হাত পেতে কেবলমাত্র চৈতন্য জেগে ওঠার ভিক্ষা চেয়েছিল। এই চাওয়া ভক্তমনের চিরন্তন বাঞ্ছা।্ ইষ্টপ্রদানকারী ভগবানকে বর দেওয়া গাছ কল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করা নতুন কিছু নয়। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই অনেকবার ভক্তদের বলেছেন, ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর নীচে বসে যে যা চাইবে, তাই পাবে। তবে এই অভীষ্ট সিদ্ধির লোভ বাধা হয়ে দাঁ।াতে পারে ঈশ্বর-সাধনার পথে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এও বলেছেন যখন সাধন-ভজনের দ্বারা মন শুদ্ধ হয় তখন খুব সাবধানে কামনা করতে হয়। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সম্ভবত একবারই তিনি ভক্তদের সামনে অবারিত হৃদয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

আইসল্যান্ডের আগ্নেয়গিরি থেকে শুরু হল অগ্ন্যুপাত!

১৫ জানুয়ারি ঃ আইসল্যান্ডের আগ্নেয়গিরি থেকে শুরু হল অগ্ন্যুপাত!তীব্র বেগে লাভা বেরিয়ে আসতে শুরু করল দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লাভা উদ্গিরণ শুরু হল আইসল্যান্ডের দক্ষিণে রেকিয়াজানেস উপদ্বীপে অবস্থিত একটি আগ্নেয়গিরি থেকে। সেই তপ্ত লাভা-স্রোত প্রবেশ করতে চলছে গ্রিন্ডাভিক শহরের ভিতরে। ওই শহর ইতিমধ্যেই খালি করে দিয়েছে প্রশাসন। দেশের প্রেসিডেন্ট গুডনি জোহানেসন জানিয়েছেন, অগ্ন্যুপাতের ফলে জীবনহানির আশঙ্কা নেই।আইসল্যান্ডের দক্ষিণে রেকিয়াজানেস উপদ্বীপে অবস্থিত আগ্নেয়গিরিটি আজ স্থানীয় সময় ভোর ৩টে নাগাদ অগ্ন্যুপাত শুরু করে। তীব্র বেগে লাভা বেরিয়ে আসতে থাকে। মাছ ধরার জন্য বিখ্যাত গ্রিন্ডাভিক শহরে লাভা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, লাভা-স্রোত শহরে প্রবেশের আগেই এলাকা থেকে বাসিঃদাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। লাভা-স্রোত শহর থেকে ৫০ মিটার দূরে।এক মাসের মধ্যে এটা দ্বিতীয় অগ্ন্যুপাত। গত ১৮ ডিসেম্বর জেগে উঠেছিল আগ্নেয়গিরিটি। তখন গ্রিন্ডাভিক শহরের অন্তত চার হাজার বাসিঃ দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে দিয়েছিল প্রশাসন। গত কয়েক দিনে শ'খানেক বাসিঃদা শহরে ফিরে আসেন। তাই এ বার শহর ফাঁকা করতে তেমন অসুবিধা হয়নি। প্রেসিডেন্ট এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন, কাল সারা রাত ধরে বাসিঃদাদের অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রাণহানির আশঙ্কা নেই। তবে শহরের পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

টুসু পরব! কয়েকশ বছর পেরিয়ে আজও রাত জাগে বাঁকুড়া

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাঢ় বাংলার প্রান্তিক মানুষের মধ্যে টুসু পরবের বড় মাহাত্য রয়েছে। কেউ বলেন টুসু ধন দেবী, কেউ বলেন টুসু আসলে মা লক্ষীরই লৌকিক রূপ। তবে রাঢ় বাংলার প্রান্তিক মানুষের কাছে টুসু তাঁদের ঘরের মেয়ে। এই টুসু কখনও প্রান্তিক মানুষের সুখ দুঃখের মুখ হয়ে ওঠে আবার কখনও বঞ্চনা আর শোষন রুখতে টুসুকে সামনে রেখেই শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে সাধারণ মানুষ। শত শত বছর পেরিয়েও সেই টুসুর জন্য পৌষ সংক্রান্তিতে রাত জাগে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ রাঢ় বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়।টুসু আরাধনার শুরু কবে থেকে কেউ জানেন না। গবেষকরা বলেন, রা। বাংলায় টুসু আরাধনার চল চলে আসছে আর্যদের আগমনের বহু যুগ আগে থেকেই। মাঝে জৈন যুগ, বৌদ্ধ যুগ, ইসলামিক যুগ, বা ব্রিটিশ আমল। শাসকের বদল হলেও রা। বাংলার লাল মাটিতে টুসু আরাধনার ছবি বদলায়নি। গ্রামে গঞ্জে আমন ধান জমি থেকে খামারে উঠে এলেই প্রান্তিক কৃষিজীবী মানুষ আনন্দে ডগমগ হয়ে ওঠেন। সারা বছরের কষ্ট সাময়িকভাবে মুছে যায়।

তখনই টুসু উসবে মেতে ওঠে রঢ়ের প্রান্তিক পরিবারগুলি। টুসু ঘরের মেয়ে হওয়ায় তার আরাধনাতেও রয়েছে গ্রাম্য সারল্য।

শুধুমাত্র গানে গানে টুসুর বন্দনা করা হয়। গানে মিশে থাকে গ্রাম্য জীবনের সুখ দুঃখ, পাওয়া না পাওয়া। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শুধুমাত্র মুখে মুখে সঞ্চারিত হয় গানগুলি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই গানে মিশে যায় সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। কখনও কখনও গানে উঠে আসে বাল্য বিবাহ রোধ বা স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তাও। কখনও শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ বা সংগঠিত আং্দোলনের কথাও নিহিত থাকে টুসু গানের প্রতিটি কলিতে।

বেহাল অবস্থায় কোচবিহার রাজবাড়ির উদ্যান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার,১৫ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে কোচবিহার রাজবাড়ি উদ্যান। একদিকে যেমন রাজবাড়ী উদ্যানের উন্নয়ন নিয়ে. কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না কর্তৃপক্ষ। প্রায় সময় উদ্যানে আসা পর্যটকদের বিভিন্নভাবে হেনস্থা হতে হয় দুষ্কৃতীদের দ্বারা। এই অবস্থায় রাজবাড়ী উদ্যানের নিরাপত্তা এবং শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতনের দাবিতে উপযুক্ত বেতনের দাবিসহ বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে রাজবাড়ী উদ্যানে অবস্থানে বসেছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন অনুমোদিত রাজবাড়ি উদ্যান শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের দাবিগুলি যদি কর্তৃপক্ষ না মেনে নেয় তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে তারা বাধ্য হবেন।

জনবিজ্ঞপ্তি

স্বাগত ট্রেক্সইম প্রাইভেট লিমিটেড

৩২ / ৭সাহাপুর কলোনি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ

CIN: U51909WB1993PTC060814

সার্কুলার নং **DNBR (PD) CC.No ০৬৫০৩.১০.০০১২০১৫-১৬** এর সাথে সম্মতিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ০৯ জুলাই, ২০১৫ সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলার সাপেক্ষে এবং এই ধরনের শর্ত পূরণ করা, যদি থাকে, প্রয়োজন হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, মিঃ রাকেশ কুমার সোয়াইন (ডিআইএন - ০৮০০৮৭১০), পান্ডালনে, বালেশ্বর, আব্দুলাপুর, ওড়িশা-৭৫৬০০১-এ বসবাসকারী পেশা-পরিষেবা নিয়ে পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জায়গায় মি. অজয় কুমার সিং (DIN - 03534744) পেশা-পরিষেবা, বসবাসকারী ২২৫১, দলুইপাড়া, মাখলা, হুগলি-৭১২২৪৫, পশ্চিমবঙ্গ, কোম্পানির নতুন পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন w.e.f. ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩। শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা মিঃ সুকুমার অরোরা এবং শ্রী অজয় কুমার সিং-এর কাছে মীমাংসা করা হয়েছে।

পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল একত্রীকরণ, শক্তিশালী করা এবং কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমের বিস্তৃত ভিত্তি।

ব্যবস্থাপনার এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক,DOS, 15, N. S. Road, 5th Floor, Kolkata -700001-এ ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এতে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

তারিখ ঃ ১৫-০১-২০২৪ **বোর্ডের আদেশ অনুসারে**

মেট্রো কর্মীদের সতর্কতা একটি মূল্যবান জীবন বাঁচায়

কলকাতা,১৫ ঃ আজ অর্থাৎ ১৫.০১.২০২৪ তারিখে, প্রায় ১৫,০৪ ঘটিকায়, একজন পুরুষ যাত্রী, যার বয়স প্রায় ৩৫ বছর, ঘটনাক্রমে রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে ইউপি লাইনে পড়ে গিয়েছিল। তিনি এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষে মাকে নিয়ে আসছিলেন। স্টেশনের সতর্ক মেট্রো কর্মীরা তার অবস্থা দেখে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং তাকে ট্র্যাক থেকে উদ্ধার করার জন্য, ১৫.০৬ টায় রবীন্দ্র সদন থেকে পার্ক স্ট্রিট ইউপি লাইন পর্যন্ত জরুরি পাওয়ার ব্লক নেওয়া হয়। এরপর তাকে ট্র্যাক থেকে উদ্ধার করে স্টেশন মাস্টারের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছু ছোটখাটো আঘাত পায়, তাকে পর্যবেক্ষণে রাখায় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে, ১৫.৩৫ টায়, তিনি, ব্যারাকপুরের বাসিন্দা, তার মায়ের সাথে বাড়ির উদ্দেশ্যে স্টেশন ছেড়ে যান। তারা দুজনেই সময়মত সাহায্যের জন্য মেট্রো কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই উদ্ধার অভিযান নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো পরিষেবাগুলি ১৫.১০ ঘন্টা থেকে ১৫.১৩ ঘন্টা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সাতগাছিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের ময়দানে সকলের মাঝে উপস্থিত হলেন বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্লাইভ লয়েড। তাকে দেখতে প্রচুর ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিজস্ব চিত্র।

ইস্টার্ন রেলওয়ে রেলওয়ে স্টেশনে ময়লা ফেলার জন্য অবিলম্বে জরিমানা আরোপ করা হবে

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারী ঃ মহাব্যবস্থাপক শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকরের অনুপ্রেরণায় পূর্ব

রেলওয়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও স্বচ্ছতা সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। পরিষ্কার পরিবেশের জন্য প্রতিটি রেলওয়ে চত্বরে এবং স্টেশনগুলিতে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলছে একই সাথে জনসচেতনতার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে ধারাবাহিক সচেতনতা প্রচারাভিযান অব্যাহত রয়েছে। শুকনো এবং ভেজা বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের জন্য আবর্জনা বিনগুলি সমস্ত রেলওয়ে স্টেশনে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হয়েছে যাতে যাত্রীরা স্টেশন চত্বর পরিষ্কার রেখে সহজেই সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। প্রতিটি স্টেশনে আবর্জনা ফেলার বিশিষ্ট রঙগুলি যাত্রীদের মধ্যে স্বচ্ছতার অনুভূতিকে শক্তিশালী করে। ক্যাম্পেইনটি এমনকি রেল ব্যবহারকারীদের রেলওয়ে চত্বরে আবর্জনা না ফেলা বা থুতু না ফেলার স্বাস্থ্যকর অনুশীলন বজায় রাখতে চায় এবং পরিচ্ছন্নতার এই নিয়মগুলি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাদের শাস্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই জোরালো প্রচারাভিযান সত্ত্বেও, এটা লক্ষ্য করা গেছে যে কিছু লোক এখনও রেলওয়ে চত্বরে ময়লা ফেলছে। এই সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছে এবং রেলওয়ে স্টেশন এবং প্রাঙ্গনে পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা আরোপ সহ সমস্ত জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ করবে। শ্রী কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেছেন যে যদিও পূর্ব রেলওয়ে রেলওয়ে চত্বরে ময়লা না ফেলার জন্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তবে কিছু যাত্রী এখনও এখানে এবং সেখানে আবর্জনা ফেলছেন। তাদের এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যথায় রেলওয়ে চত্বর নোংরা করার জন্য জরিমানা আরোপ করা হবে।

লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে মালদা জেলা তৃণমূলের বর্ধিত সভা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জানুযারি। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হলো। জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়েই মূলত এই বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় তৃণমূল দলের বিধাযকেরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি , লোক ঠকানোর বার্তার প্রতিবাদ জানিয়ে শুরু হবে প্রচার। পাশাপাশি বিভিন্ন বুথস্তরে প্রতি ১৫ থেকে ২০ পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ছোট ছোট আলোচনার মাধ্যমেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করা হবে। সোমবার দুপুরে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির এই বর্ধিত সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী , দলের জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সাগরিকা সরকার, বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র সহ অন্যান্যরা।

এদিন মালদা জেলার ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যরা এই বর্ধিত সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের নির্বাচিত দলীয় সদস্যরাও । আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মালদার দুটি কেন্দ্রে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কাজকর্মের বিষয়গুলি নিয়ে মূলত প্রচার চালানো হবে। এছাড়াও গ্রামীণ স্তরের মানুষের কাছে গিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কি কাজ করতে পেরেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী

মমতা ব্যানার্জি কি উন্নয়ন করেছেন, সেব্যাপারেও গ্রামীন এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের উত্তর শুনবেন দলীয় কর্মীরা।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শুধু মানুষকে ভাওতাবাজি দিয়ে আসছে। নোটবন্দির জেরে সাধারণ মানুষের কোন উপকার হয .নি। কালো টাকাও ফিরে আসে নি। বেকারদেরও কর্মসংস্থান হয় নি। গরিব মানুষদের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকাও ঢুকেনি। ভোট পাওযার জন্য কেন্দ্রের মোদি সরকার শুধু লোক ঠকানো কথাবার্তা বলে আসছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ভাওতাবাজি দিয়ে ভোট নেওয়া যায় না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সাধারণ মানুষের জন্য যেভাবে উন্নয়নমুখী প্রকল্প করে দিয়েছেন, তাতে বিজেপির আর সমালোচনা করার কোনো জায়গা নেই। বিধায়ক রহিম বক্সি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য এখন একটাই, বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ভাঁওতাবাজি প্রতিহত করা । লোকসভা নির্বাচনে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রই দখল করবে তৃণমূল । এদিনের সভার মাধ্যমেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের রূপরেখা আলোচনার মাধ্যমে মূলত করা হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/36/23-24/D

Name of the work: **Repairing of passage at 5, Bediadanga 1st Lane, 115, 129A, Bose Pukur Road, 232, P. G. Road and its surrounding area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,87,312.10.** Earnest money: **₹ 5,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/40/23-24/D

Name of the work: **Repairing of footpath and other ancillary works (in stretches) at Rafi Ahmed Kidwai Road and Shakespeare Sarani (left flank) and surroundings area in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,94,930.32.** Earnest money: **₹ 5,900.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/20/23-24/B

Name of the work: **Improvement of drainage system at 19, Canal South, Dhobi Goli Bustee area and its surrounding in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,83,025.33.** Earnest money: **₹ 5,700.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **27.01.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **29.01.2024 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **11.01.2024 (6.55 p.m)(For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/017/2023-2024/BUSTEE

Name of the work: **Repairs to Bustee drainage and pits at 10, 11 Ballygunge Station Road, 32, 22 etc. Panchanantala Road in Ward No.-90.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,98,255.24.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **270 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/17/2023-2024/R (2nd Call)

Name of the work: **Lowering of MH, GP & resetting of kerb & channel & allied civil work (asphaltum lowering done by Mechanical Roads Department) at Mahesh Chowdhury Lane (from 75/C P. P. Road to 6 C. B. Road South) in Ward No.-70.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,99,985.90.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **02.02.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** Date of opening of tender: **05.02.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **22.01.2024 (5 p.m) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/EEVIII(C)/FLOWER/23-24

Name of the work: **Arrangement for holding annual flower show (2023-2024) at BR-VIII.** Estimated cost: **Quotation invited.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **25.01.2024 - 10 a.m.** Date of opening of tender: **27.01.2024 - 10 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 (5 p.m).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites online percentage rate tenders in two bid system for the following work:

NIT No. : X/098/031/2023-2024/R

Name of the work: **Maintenance of road along with other allied works at 82/1 Pallyshree etc. in Ward No.-98, BR-X.** Estimated value (including GST & CESS): **₹ 1,83,507.96.** Earnest money: **₹ 3,675.00.** Time of completion: **105 days.** Last date and time of submission of bid: **30.01.2024 - 12 noon.** Date and time of opening of bid: **01.02.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2024 (from 5 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIV/128/036/23-24/BS (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of C C passage at Dr. A. K. Paul Road Bye Lane slum area near Pr. No.-225/2 and 227 in Ward No.-128.** Estimated value: **₹ 2,63,218.95.** Earnest money: **₹ 5,300.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **25.01.2024 (up to 11 a.m.).** Tender will be opened on: **27.01.2024 (11 a.m.).**

(2) NIT No. : KMC/XIV/121/028/23-24/D (1st Call)

Name of the work: **Restoration of concrete passages in the Bhasapara area near Pr. No. P29/H, P24/2/B, P29/E/1 & P23/3F etc. R. R. M. Roy Road in Ward No.-121.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,29,525.18.** Earnest money: **₹ 8,600.00.** Period of completion: **21 days.**

(3) NIT No. : KMC/XIV/121/029/23-24/D (1st Call)

Name of the work: **Restoration of bituminous road including relaying of kerb & channel stones in the Nabapally area near Pr. No. 19, 22 & 28 etc. P. B. Road in Ward No.-121.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,14,790.55.** Earnest money: **₹ 8,300.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of submission of bid: **25.01.2024 (up to 5 p.m.) (For Sl. No. 2 & 3).** Tender will be opened on: **27.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 (from 5 p.m) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/045/23-24

Name of the work: **Construction of U/G sewer at Abhoypada School Road near L.P. No. 134/8/0/8/1 in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,70,589.49.** Earnest money: **₹ 9,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/046/23-24

Name of the work: **Construction of C.C. Road at Sabuj Park near L.P. No. 180/28 in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,22,167.89.** Earnest money: **₹ 4,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **24.01.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The tender will be opened on: **27.01.2024 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 (5 p.m) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/044/2023-2024/R

Name of the work: **Making & installation of road direction board with M.S. post & structure within the pavement in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,84,996.14.** Earnest money: **₹ 5,700.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **27.01.2024 - 11 a.m.** Date of opening of tender: **29.01.2024 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 (5 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/84/23-24

Name of the work: **Desiltation of surface drain at West Chowbagha, Nonadanga etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: **₹ 1,05,770.03.** Earnest money: **₹ 2,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **25.01.2024 - 12 noon.** Date and time of opening of bid: **27.01.2024 - 1 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/73/23-24

Name of the work: **Maintenance of C.C. roads at Chowbagha Majhi Para near H/o - Manoj Show, Ganesh Paul etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: **₹ 4,89,706.48.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/66/23-24

Name of the work: **Maintenance of roads at Madurdah, Hossenpur near Prem. No.-1627, 790 Madurdah etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: **₹ 4,97,673.97.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/86/23-24

Name of the work: **Maintenance of C.C. roads at Bye Lane of Netaji Subhas Nagar Colony near Prem. No.-59, 170 N. S. Colony in Ward No.-108.** Estimated cost: **₹ 4,57,462.46.** Earnest money: **₹ 9,500.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **29.01.2024 - 12 noon (For Sl. No. 2 to 4).** Date and time of opening of bid: **31.01.2024 - 1 p.m. (For Sl. No. 2 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 (5 p.m) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

(1278/23-24)

কাজে লাগল না কাইফের লড়াই

৩ পয়েন্ট পেল বাংলা

কানপুর, ১৫ জানুয়ারিঃ পরপর দুই ম্যাচ ফুল মার্কস পেল না বাংলা। রঞ্জি ট্রফির এই নয়া মরসুমে অন্ধ্রপ্রদেশের পর উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধেও ড্র করল বাংলা। নীতীশ রানার দলের বিরুদ্ধে মন্ত্রীমশাইয়ের বাংলা প্রথম ইনিংস লিডের কারণে পেয়েছে ৩ পয়েন্ট। আর উত্তরপ্রদেশের প্রাপ্তি এক পয়েন্ট। এই মরসুমে ২টো ম্যাচ খেলার পর গত বারের রঞ্জি ট্রফির রানার্স বাংলা গ্রুপ-বি এর পয়েন্ট টেবলের চার নম্বরে রয়েছে। কুয়াশার কারণে কানপুরের গ্রিন পার্কে বাংলা-উত্তরপ্রদেশের ম্যাচে বার বার বাধা সৃষ্টি করেছিল। আবহাওয়ার জন্য চতুর্থ দিন তো খেলাই শুরু হয়নি। এই অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতলে বাংলা হয়তো পুরো ৬ পয়েন্টই পেয়ে মাঠ ছাড়তে পারত। কিন্তু প্রকৃতির কোপে তেমনটা হল

না। অবশ্য ড্র হলেও একটাই স্বস্তি ঝুলিতে এসেছে ৩ পয়েন্ট। গ্রিন পার্কে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলা অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। উত্তরপ্রদেশকে প্রথম ইনিংসে মহম্মদ কাইফ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালরা ৬০ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল। এরপর বাংলার প্রথম ইনিংসে ওঠে ১৮৮ রান। যার মধ্যে ৮ উইকেট একাই তুলে নেন ভুবনেশ্বর কুমার। বাংলার হয়ে বল হাতে অবদান রাখার পর দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মহম্মদ কাইফ। বাংলার প্রথম ইনিংসের পর ১২৮ রানের লিড ছিল। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে উত্তরপ্রদেশ ৫২ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৭৮ রান তোলে। উত্তরপ্রদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩টি উইকেট নেন মহম্মদ কাইফ। চতুর্থ দিনের খেলা না হওয়ায় ম্যাচ ড্র ঘোষণা করা হয়। উত্তরপ্রদেশ পায় ১ পয়েন্ট আর প্রথম ইনিংসে লিড থাকার কারণে বাংলা পায় ৩ পয়েন্ট। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পান মহম্মদ কাইফ। এ বার ইডেনে ১৯ জানুয়ারি থেকে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলা।

ডার্বির আগেই ভালো খবর বাগান শিবিরে, শহরে এলেন হাবাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ অপেক্ষা ছিল, কবে আসবেন। বড় ম্যাচের তিনদিন আগে কলকাতা এসে গেলেন আন্তনিও লোপেজ হাবাস। মঙ্গলবার টিমের সঙ্গে তিনি যোগ দেবেন, এমনই জানা যাচ্ছে। কলিঙ্গ সুপার কাপের ডার্বি শুক্রবার। তার আগে টিমের সঙ্গে হাবাসের যোগ দেওয়া নিশ্চিত ভাবেই মনোবল বাড়াবে। আইএসএলে পর পর তিনটে ম্যাচে হারের ধাক্কায় কোচ হুয়ান ফেরান্দোকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাবাস মোহনবাগান টিমের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে মরসুমের শুরুতেই যোগ দিয়েছিলেন। ফেরান্দোকে সরানোর পর তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাগানের। এমনও শোনা যাচ্ছে, হাবাস নাকি অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন। নতুন কাউকে সবুজ মেরুনের কোচ হিসেবে খুব শিগগিরিই দেখা যেতে পারে। কার্যত কোচ ছাড়াই সবুজ-মেরুন সুপার কাপের প্রথম দুটো ম্যাচ খেলেছে। সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা টিম সামলেছেন। প্রথম ম্যাচে শ্রীনিদি ডেকানকে ২-১ হারিয়েছিল টিম। পরের ম্যাচে হায়দরাবাদ এফসিকে একই স্কোরলাইনে হারিয়েছে। পর পর দুটো ম্যাচ জেতায় মনোবল তুঙ্গে টিমের। হাবাস যোগ দিলে ডার্বির ছকও

সাজিয়ে নিতে পারবেন। সুপার কাপের এই গ্রুপ নিশ্চিত ভাবে কঠিন। গ্রুপ থেকে একটিই টিম যাবে সেমিফাইনালে। মোহনবাগানের কাছে ডার্বি যে কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। হাবাস কলকাতায় সবে পা দিলেও টিমের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। ক্লিফোর্ডের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলেছেন ফোনে। টিমের শক্তি, দুর্বলতা ভালোই জানেন তিনি। সবুজ-মেরুনের দায়িত্ব নিয়েই কঠিন ম্যাচে নামতে হচ্ছে হাবাসকে। মোহনবাগানের মতো ইস্টবেঙ্গলও গ্রুপ লিগের দুটো ম্যাচ জিতেছে। ফলে কলকাতার দুই বড় টিমের পয়েন্ট সমান। এমনকি গোল পার্থক্য দুই টিমের সমান। মোহনবাগান ৪ গোল দিয়েছে। খেয়েছে ২ গোল। ইস্টবেঙ্গল সেখানে দিয়েছে ৫ গোল, খেয়েছে ২ গোল। ঠিক এখানেই খানিকটা এগিয়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। পয়েন্ট ও গোল পার্থক্য সমান হলে গোল দেওয়া দেখা হয়। সে দিক থেকে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে। ডার্বিতে যদি ড্র করতে পারে কার্লেস কুয়াদ্রাতের টিম, তা হলে সুপার কাপের সেমিতে পা দেবে। সেখানে মোহনবাগানকে জিততেই হবে। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, ডার্বির উত্তাপ ভালো বোঝেন হাবাস। নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে টিমকে জয় এনে দিতে চান স্প্যানিশ কোচ। তা দিতে পারলে কিন্তু হাবাস আবার নায়ক হয়ে যাবেন সবুজ মেরুনে। সে লক্ষ্য নিয়েই ওড়িশা যাচ্ছেন হাবাস।

প্রথম রাউন্ডে সরাসরি সেটে হেরে বাদ মারে

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

মেলবোর্ন, ১৫ জানুয়ারিঃ তৃতীয় রাউন্ডে নোভাক জকোভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে অ্যান্ডি মারের, ড্রয়ের পর এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সম্ভাব্য অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ ভাবা হচ্ছিল সেটিকে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন জকোভিচ গতকাল জিতেছেন ঠিকই। কিন্তু আজ আর্জেন্টিনার টমাস মার্টিন এচেভেরির সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মারে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মারে প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেছেন। সেটিও

সরাসরি সেটেই। ৬১ মিনিটের প্রথম সেটে লড়াই করে মারে হারেন ৬-৪ ব্যবধানে। কিন্তু ৬-২, ৬-২ ব্যবধানে হারা পরের দুটি সেটে পাত্তাই পাননি তিনটি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী ব্রিটিশ এ তারকা। ১৬ বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ক্যারিয়ারে এ নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার প্রথম রাউন্ডে হারলেন মারে। সর্বশেষ পাঁচ বছর আগে রবার্তো বতিস্তা আগুতের কাছে প্রথম রাউন্ডে হেরেছিলেন তিনি, তবে সেবার ম্যাচ গড়িয়েছিল পঞ্চম সেট পর্যন্ত। তাঁর দিন ফুরিয়ে গেছে, মারেকে নিয়ে এমন আলোচনা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। কোর্টের পারফরম্যান্সও ইঙ্গিত দিচ্ছে অমন কিছুরই। গত অক্টোবর থেকে এ নিয়ে টানা চারটি ম্যাচ হারলেন তিনি, সবশেষ আট ম্যাচের মধ্যে হারলেন সাতটিতেই। ক্যারিয়ারে এমন বাজে সময় আর আসেনি ৩৬ বছর বয়সী ব্রিটিশের। গত বছরের মতো চলতে থাকলে এই মরসুমেই শেষ করবেন ক্যারিয়ার, এমন ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন তিনি। শেষ ফোরহ্যান্ডটি নেটে লাগার পর মাথা নুইয়ে নিজের চেয়ারে ফেরেন মারে। কোর্ট ছাড়ার আগে স্টেডিয়ামের চারপাশে হাত নেড়েও বিদায় জানান। ২০১৩ ও ২০১৬ সালের উইম্বলডন এবং ২০১২ সালের ইউএস ওপেনজয়ী মারে টেনিসের সোনালি প্রজন্মের একজন। যে প্রজন্মের সময় ফুরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ২০২২ সালে অবসরে গেছেন রজার ফেডেরার। ২০২৩ সালে চোটের কারণে বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটানো রাফায়েল নাদাল এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও নেই একই কারণে। ৩৬ বছর বয়সী জকোভিচ অবশ্য ইতিহাসের পেছনে ছুটছেন ঠিকই। এরই মধ্যে ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা সার্বিয়ান তারকার সামনে এবার ২৫ নম্বরের হাতছানি। মারের মতো একজনকে এভাবে হারানোর পর তাঁর চেয়ে ১২ বছরের ছোট এবং গত ফ্রেঞ্চ ওপেনে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া এচেভেরি বলেছেন, ''অ্যান্ডির মতো কিংবদন্তির সঙ্গে খেলা আমার জন্য কঠিন। সে আমার আদর্শদের একজন, তবে আজ আমি দুর্দান্ত খেলেছি। নিজের খেলাটি খেলারই চেষ্টা করেছি, নজর ছিল আমার পয়েন্টের দিকে।'' প্রথম রাউন্ডের অন্য ম্যাচে বেলজিয়ামের 'লাকি লুজার' জিজু বার্গসের কাছে ৫-৭ গেমে প্রথম সেট হারের পর ৬-১, ৬-১ ও ৬-৩ গেমে জেতেন স্তেফানো সিসিপাস। চোটের কারণে প্রতিপক্ষ ফ্রান্সের টেরেন্স আতমানে ছিটকে যাওয়ার পর প্রথম রাউন্ড পেরিয়েছেন দানিল মেদভেদেভও।

মেয়ের পর এবার ডিপফেকের জালে বাবা! ক্ষোভ উগরে দিলেন সচিন

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারিঃ কিছুদিন আগে ডিপফেক ভিডিওর শিকার হয়েছিলেন সচিন-কন্যা। এবার সেই জালে জড়ালেন খোদ সচিন তেন্ডুলকরকে নিয়েই তৈরি হল ভুয়ো ভিডিও। ডিপফেক প্রযুক্তির ব্যবহার করে। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভট্ট, ক্যাটরিনা কাইফ, রশ্মিকা মান্দানার মতো বলিউডের এক ঝাঁক তারকাকে ডিপফেক ভিডিওর শিকার হতে হয়েছিল। সেই তালিকায় এবার যোগ হল সচিনের নাম। একটি গেমিং অ্যাপের প্রচারে দেখা গেল সচিনকে। অ্যাপটির নাম স্কাইওয়ার্ড অ্যাভিয়েটর কোয়েস্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় সেই অ্যাপ। তবে সচিন জানালেন, সেটি মোটেও তিনি নন। বরং ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ভিডিওটিতে সচিনকে শুধু অ্যাপটির হয়ে প্রচার করতেই দেখা যায়নি, তাঁকে এটাও বলতে শোনা গিয়েছে যে, এই অ্যাপ থেকে তাঁর কন্যা সারা আর্থিকভাবে লাভবানও হচ্ছেন। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেই তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করলেন মাস্টার ব্লাস্টার। মাস্টার ব্লাস্টার ওই ভুয়ো ভিডিয়োটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'এই ভিডিয়োটি নকল। মানুষকে ঠকানোর জন্য এটি বানানো হয়েছে। এ ভাবে প্রযুক্তির অপব্যবহার হতে দেখে খারাপ লাগছে। সকলের কাছে আমার অনুরোধ এই ভিডিয়ো, বিজ্ঞাপন এবং অ্যাপ্লিকেশন দেখলে শীঘ্রই রিপোর্ট করুন।' সচিন তেন্ডুলকর সকলকে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার জন্য আরও সচেতনও হতে বলেছেন।

রঞ্জিতে অবিশ্বাস্য ম্যাচ, ১১০ টার্গেট দিয়ে ৬ রানে জিতল গুজরাট!

আমেদাবাদ, ১৫ জানুয়ারিঃ সহজ অঙ্কও অনেক সময় এতটাই কঠিন হয় যে, তা মেলানোই যায় না। এমনই সহজ অঙ্কের সামনে 'সহজ' আত্মসমর্পণ দেখল রঞ্জি ক্রিকেট। খেলা ছিল গুজরাট আর কর্নাটকের। রঞ্জি ট্রফি তো বটেই, ঘরোয়া ক্রিকেটে কর্নাটক বরাবর ভালো দল। সেই টিমের বিরুদ্ধে গুজরাট লড়াই করবে, তা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু হারিয়েই দেবে মণীশ পাণ্ডে, মায়াঙ্ক আগরওয়ালদের, কে জানত! জেতার জন্য লক্ষ্য ছিল ১১০ রানের। হাতে ছিল যথেষ্ট ওভার। কিন্তু মোতেরা পিচ যে এমন 'খেল' দেখাবে, বোঝাই যায়নি। আগ্রাসী গুজরাটের সামনে ১০৩ রানে শেষ কর্নাটক। এই মরসুম তো বটেই, রঞ্জি ক্রিকেটে এমন দুরন্ত ম্যাচ আর কবে দেখা গিয়েছে, কেউ মনেই করতে পারছেন না। কার হাতে শেষ হয়ে গেলেন মণীশ-মায়াঙ্করা? প্রথম ইনিংসে ২৬৪ রানে শেষ হয়ে যায় গুজরাট। জবাবে কর্নাটক ৩৭৪ রান করে। প্রথম ইনিংসের পরই মনে হয়েছিল, এই ম্যাচ কর্নাটকের দিকেই ঢলে রয়েছে। শেয়ার মার্কেটের গতি-প্রকৃতি তাও

জানা যায়, ক্রিকেটের মন-মর্জি বোঝা দায়! হলও তাই। দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৯ করে গুজরাট। কর্নাটকের সামনে ১১০ রানের লক্ষ্য ছিল। রান তাড়া করতে নেমে ৯.২ ওভারে ৫০-০ ছিল কর্নাটকের স্কোর। সেখান থেকে ২৬.২ ওভারে টিম শেষ হয়ে যায় ১০৩ রানে। অবিশ্বাস্য কাজটা খুব সহজে করলেন ২৪ বছরের বাঁ হাতি স্পিনার সিদ্ধার্থ দেশাই। ৪২ রান দিয়ে একাই নিলেন ৭ উইকেট। বাকি ৩ উইকেট রিঙ্কেশ ভাগেলার। রঞ্জির প্রথম ম্যাচে টিমে ছিলেন না সিদ্ধার্থ। ফিরলেন এবং গুজরাটকে অবিশ্বাস্য জয় দিলেন। ১১০ তাড়া করতে নেমে ৫০ রানে প্রথম উইকেট পড়ে কর্নাটকের। টিমের ১১তম ওভার বল করতে এসে মোক্ষম ধাক্কা দেন। প্রথম ও শেষ বলে দেবদত্ত পাড়িক্কল ও নিকিন জোসকে ফিরিয়ে দেন। মায়াঙ্ক, মণীশও তাঁরই শিকার। তাঁর ঘূর্ণির সামনে আর কেউই দাঁড়াতে পারেননি। রঞ্জিতে পর পর দুটো ম্যাচে দুই হেভিওয়েট টিমের বিরুদ্ধে জিতল গুজরাট। অনেক তারকা টিমে নেই। তাতেও জয়ের রাস্তা থেকে সরানো যাচ্ছে না গুজরাটকে।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ভন্দ্রুসোভার বিদায় প্রথম রাউন্ড থেকেই

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

মেলবোর্ন, ১৫ জানুয়ারিঃ বেশি দিন নয়, মাস ছয়েক আগের কথা। গত বছরের ১৫ জুলাই উইম্বলডনের ফাইনালে উনস জাবিরকে হারিয়ে ইতিহাস রচনা করেন মারকেতা ভন্দ্রুসোভা। টেনিসের উন্মুক্ত যুগে প্রথম অবাছাই মহিলা হিসেবে উইম্বলডন জয়ের রেকর্ড গড়েন চেক প্রজাতন্ত্রের ২৪ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়। ইতিহাস গড়া এই ভন্দ্রুসোভাই কি না আজ বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লামের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন। তা-ও আবার তিনি হেরেছেন ইউক্রেনের অবাছাই এক খেলোয়াড়ের কাছে। দায়ানা ইয়াস্ত্রেমস্কার কাছে ভন্দ্রুসোভার হারটি ৬-১, ৬-২ গেমে। নিজের প্রথম সার্ভিস গেমটাই হারেন ভন্দ্রুসোভা।

এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। গত সপ্তাহে অ্যাডিলেড ইন্টারন্যাশনালে গা গরমের ম্যাচে চোট নিয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন ভন্দ্রুসোভা। আজ তাঁর খেলা দেখে মনে হয়েছে, সমস্যা এখনো ঠিকভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এর সুযোগ নিয়ে র‌্যাঙ্কিংয়ের ৯৩তম স্থানে থাকা ইয়াস্ত্রেমস্কা প্রথম সেটটি জেতেন মাত্র ৩১ মিনিটে। ম্যাচ শেষে ইউক্রেনিয়ান খেলোয়াড় বলেছেন, ''আজকের ম্যাচটা দারুণ ছিল। (শুরুতে) আমি কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু আমি নিজের খেলাটা উপভোগ করতে চেয়েছি। আজ গ্যালারি থেকেও বেশ ভালো সমর্থন পেয়েছি।'' র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ১০ থাকা খেলোয়াড়দের বিপক্ষে ইয়াস্ত্রেমস্কার চতুর্থ জয় এটি। মেলবোর্ন পার্কে তাঁর সেরা সাফল্য ২০১৯ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে খেলা।

খুন করা হয়েছিল বাবাকে! দাবি মারাদোনা পুত্রের

বুয়েনস আইরেস, ১৫ জানুয়ারিঃ ৬০ বছর বয়সে ফুটবলের কিংবদন্তী তারকা দিয়েগো মারাদোনা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও, তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল যে দিয়েগো মারাদোনার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়েছে। বলা হয়েছিল যে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে এই আর্জেন্তিনাইন ফুটবলারের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, তাঁর মৃত্যুর পর উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। এমনকী, তাঁর চিকিৎসা প্রক্রিয়া নিয়েও অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এই সন্দেহ অবসান করতে মারাদোনার চিকিৎসক এবং পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তও করা হয়। সম্প্রতি একটি ইন্টারভিউয়ে দিয়াগো মারাদোনার ছেলে একটি বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। দিয়াগো আর্মান্দো মারাদোনা জুনিয়র বলেছেন যে তাঁর বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। এবং যিনি হত্যা করেছেন করেছেন, তাঁকে খুব ভালো করেই চেনেন। এই কথাটি শোনামাত্রই গোটা ফুটবল বিশ্বে হইহই পড়ে

গিয়েছে। তিনি বললেন, ''এখনও তদন্ত চলছে। আমরা অর্থাৎ ওর সন্তানেরা আর্জেন্তিনার বিচারব্যবস্থার উপরে পূর্ণ আস্থা রেখেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্যাপারটা এত সহজে শেষ হবে না।'' তিনি আরো বলেন, ''ওরা আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু, কে মেরেছে সেটা বলা আমার কাজ নয়। এই ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা ধারণা রয়েছে। কিন্তু, আমি সেটা বলতে পারব না। ওরা আমার বাবাকে বাঁচাতে পারলেও, তা না করে বাবাকে নিজের ভাগ্যের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিল। আমি একটা কথা বলতে পারি যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি সুবিচারের জন্য লড়াই করে যাব।'' সর্বশেষ দিয়াগো আর্মান্দো মারাদোনা জুনিয়র বললেন, ''বাবা চলে যাওয়ার পর আমার জীবনে এক গভীর শূন্যতা তৈরি হয়েছে। সেটা কখনই আমাকে ছেড়ে যাবে না। কিন্তু, গোটা বিশ্ব যেভাবে ওঁকে ভালোবাসা দিয়েছে, তা এই শূন্যস্থান কিছুটা হলেও ভরাট করতে পেরেছে। আমি একেবারেই মনে করি না যে বাবার মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল। জীবনে কোনওদিন একথা মেনেও নিতে পারব না। এটা একেবারেই সঠিক সময় নয়।''

স্প্যানিশ সুপার কাপ

ভিনিসিয়ুসের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে বার্সাকে উড়িয়ে শিরোপা জিতল রিয়াল

রিয়াল মাদ্রিদ ৪-১ বার্সেলোনা

রিয়াধ, ১৫ জানুয়ারিঃ তিনি বড় ম্যাচের তারকা। আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে দলকে শিরোপা এনে দেওয়া গোলও। সেই ভিনিসিয়ুস জুনিয়রই আরেকবার জ্বললেন স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে। মরুর বুকের 'এল ক্লাসিকো'তে প্রথমার্ধেই আদায় করে নিয়েছেন দারুণ এক হ্যাটট্রিক। সৌদি আরবে ভিনির আলো ছড়ানোর রাতে বার্সাকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছে রিয়াল। এটি রিয়ালের ১৩তম স্প্যানিশ সুপার কাপ শিরোপা। এর মধ্য দিয়ে ১৪টি শিরোপা জিতে শীর্ষে থাকা বার্সার সঙ্গে ব্যবধানও কমিয়ে এনেছে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর দলটি। চোটের কারণে এই মরসুমে বেশ ভুগেছেন ভিনিসিয়ুস। সম্প্রতি মাঠে ফিরলেও দেখা পাননি গোলের। কে জানত, নিজের গোলগুলো সব বার্সা ম্যাচের জন্য জমিয়ে রেখেছেন এই ব্রাজিলিয়ান। ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের পেয়ে রীতিমতো আগুনে রূপ নেন ভিনি। আদায় করে নিয়েছেন লম্বা সময় মনে রাখার মতো এক হ্যাটট্রিকও। এটি এই শতকে এল ক্লাসিকোতে পঞ্চম হ্যাটট্রিক এবং রিয়ালের হয়ে দ্বিতীয়। এই শতকে এত দিন রিয়ালের হয়ে একমাত্র হ্যাটট্রিকটি ছিল করিম বেনজেমার। এদিন প্রথমার্ধের খেলা ছিল এক কথায় দুর্দান্ত। বার্সা সমর্থকদের জন্য হতাশ হওয়ার অনেক জায়গা থাকলেও, লড়াইটা মোটেই নিরস ছিল না। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণকে পাখির চোখ করে দুই দল। বলের দখল ও আক্রমণে বার্সা এগিয়ে থাকলেও, রিয়ালের আক্রমণগুলো ছিল অনেক বেশি ধারাল ও বিপজ্জনক। তবে

৫ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত বার্সাই। কিন্তু বার্সার সেই প্রচেষ্টা রুখে দেন রিয়াল গোলরক্ষক আন্দ্রেই লুনিন। তবে ফিনিশিংয়ে বার্সার ভুলের পুনরাবৃত্তি করেননি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ৭ মিনিটে জুড বেলিংহামের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণভাবে এগিয়ে গিয়ে কাটান গোলরক্ষককেও। তারপর দারুণ ফিনিশিংয়ে এগিয়ে দেন রিয়ালকে। গোল করেই নিজের আদর্শ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর 'সিউ' উদযাপনও করেন ভিনি। এরপর বার্সা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই ৩ মিনিটের মধ্যে ব্যবধান ২-০ করেন ভিনিসিয়ুস। দানি কারভাহালের লম্বা করে বাড়ানো বল ধরে রদ্রিগো বক্সে ঢুকে বাড়ান ভিনিসিয়ুসের উদ্দেশ্যে। দারুণভাবে স্লাইড করে বলকে জালে জড়ান ভিনি। ম্যাচের ১০ মিনিটে ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে বার্সা তখন রীতিমতো দিশেহারা। আগ্রাসী হয়ে পরপর কয়েকটি আক্রমণে যায় তারা। যদিও কোনওটিই কাঙ্ক্ষিত গোল এনে দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৩৩ মিনিটে বার্সার হয়ে ব্যবধান কমান রবার্ট লেভানডফস্কি। বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করে বার্সাকে ম্যাচে ফেরানোর ইঙ্গিত দেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার। কিন্তু বার্সাকে হতাশ করে ৩৯ মিনিটে রিয়ালের হয়ে পেনাল্টি আদায় করে নেন ভিনি। সেই পেনাল্টি অবশ্য তিনি নিজেই নেন। নিখুঁত লক্ষ্যভেদে এই ব্রাজিলিয়ান প্রথমার্ধেই আদায় করে নেন হ্যাটট্রিক। ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার আশায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনে বার্সা। যদিও বার্সার আক্রমণগুলো ছিল নির্বিষ। রিয়ালকে চ্যালেঞ্জে ফেলার মতো তেমন কিছুই করতে পারছিল না জাভি হার্নান্দেজের দল। বরং রিয়ালের তৈরি আক্রমণগুলোই বেশি হুমকি তৈরি করছিল। শেষ পর্যন্ত তেমনই এক আক্রমণ থেকে গোল করে ম্যাচের ইতি টেনে দেন রদ্রিগো। এই আক্রমণটিও তৈরি করেন সেই ভিনিসিয়ুসই। ৬৪ মিনিটে ৪-১ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর বার্সার এই ম্যাচে হারের ব্যবধান বাড়তে না দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। বড় ব্যবধানে পিছিয়ে পড়া দলটি অবশ্য এ সময় উদ্যমও হারিয়ে ফেলে। অন্য দিকে উজ্জীবিত রিয়ালের চেষ্টা ছিল ব্যবধানটা আরও বড় করার। এর মধ্যে ভিনিসিয়ুসকে লাথি মেরে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বার্সার রোনাল্দ আরাউহো। ১০ জনের দল নিয়ে অলৌকিক কিছু করে দেখাতে পারেনি বার্সা। এমনকি শেষ দিকে চেষ্টা করেও পারেনি ব্যবধান কমাতে। বড় হার নিয়েই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে হয় দলটিকে।

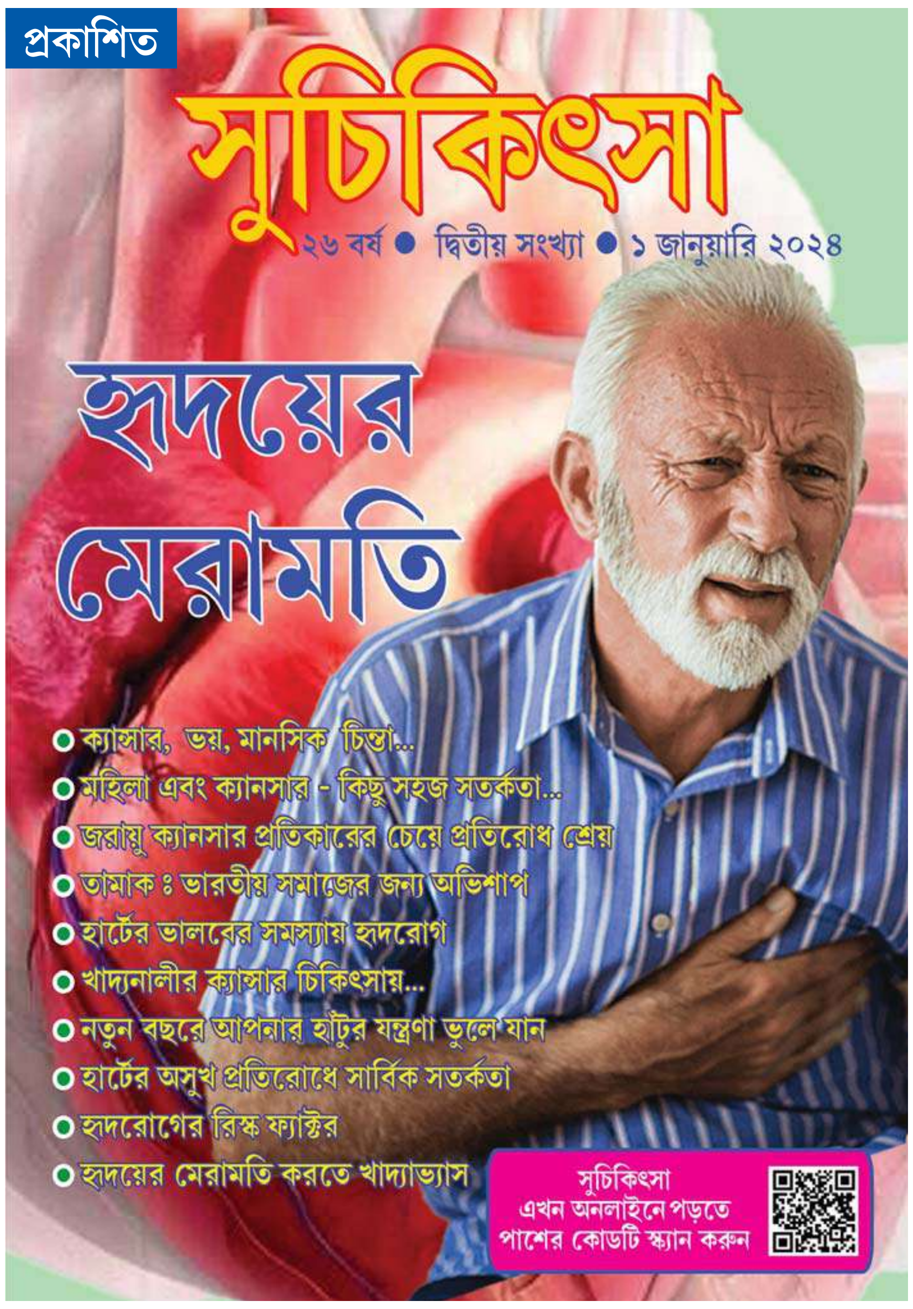

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com